কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট

সম্পাদিত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩৩৫

দুই টাকা

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

জীবনী

চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষদের কথা গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বংশে কংসারি সেন, সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম এবং কানুঠাকুর, একাদিক্রমে এই চারপুরুষই মহাপ্রভুর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বপুরুষগণ

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় কংসারি সেনকে রত্নাবলী সখীর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কংসারির পুত্র সদাশিব, সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমের পুত্র কানাই ঠাকুর—ইঁহাদিগকে উক্ত পুস্তকে যথাক্রমে চন্দ্রাবলী সখী ও স্তোককৃষ্ণ এবং উজ্জ্বল নামক কৃষ্ণসখার অবতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কানাই ঠাকুর বাল্যকাল হইতে নিত্যানন্দ-ভার্য্যা জাহ্নবাদেবীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পুরুষোত্তম ও কানাই ঠাকুর সম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায় :—

"শ্রীস্তোককৃষ্ণঃ কমনীয়কান্তিঃ
প্রশস্তবক্ষঃ সুমুখঃ প্রশান্তঃ।
স্বভাবসংকীর্ত্তন-বিহ্বলাঙ্গং
কৃষ্ণাংশকঃ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সরসয়া কুরুতে মুদা যঃ।
তৎ কানুঠকুরমিহ প্রবদন্তি ধীরাঃ
শ্রীলোজ্জ্বলং তমধুনা বিরতং ভজামি॥"

আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট এই সকল প্রবাদ-বাক্যের কোন মূল্য নাই; কিন্তু এইগুলির দ্বারা নিশ্চিতরূপে এ কথাটা বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবসমাজ যে সকল গুণের আদর করিয়া থাকেন, এই পরিবারের মধ্যে সেই সকল গুণ সমধিক পরিমাণে ছিল. এবং এই জন্যই তাঁহারা ইঁহাদিগকে দেবতার অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বৈদ্য হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে বিশিষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, যেহেতু পুরুষোত্তমকে নিত্যানন্দের জামাতা মাধবাচার্য্য গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কানাই হইতে এই বংশ গুরুগিরি করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলায় বোধখানা গ্রামে, তারপর ইঁহারা গঙ্গার তীরবর্ত্তী সুখ-সাগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণকমলের পূর্ব্বপুরুষেরা নদীয়া জেলায় ভাজনঘাটে আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

সম্পূর্ণ বংশাবলী নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

১। কংসারি সেন, ২। সদাশিব কবিরাজ, ৩। পুরুষোত্তম, ৪। কানাই ঠাকুর, ৫। বংশীবদন, ৬। জনার্দ্দন, ৭। রামকৃষ্ণ, ৮। রাধাবিনোদ, ৯। রামচন্দ্র, ১০। মুরলীধর, ১১। কৃষ্ণকমল।

কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর তদীয় অগ্রজ গিরিধর গোস্বামীর অনুমতি না লইয়া যমুনাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন; এই অপরাধে যমুনাদেবী সেই সংসারে অতিশয় নিগৃহীতা ছিলেন। সে সময়ে একান্নভুক্ত পরিবারের যে রীতি-পদ্ধতি ছিল, তাহাতে মুরলীধর স্বীয় স্ত্রীর বিবিধ দুঃখ ও অপমানে মর্ম্মপীড়া পাইয়াও তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই।

মাতা যমুনা দেবী

এই হতভাগিনী যমুনাদেবীর গর্ভে কৃষ্ণকমল ১৮১১ খৃষ্টাব্দের (১৭৩৩ শক) জুন মাসের শেষভাগে (৯ই আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে)

রথ-যাত্রার দিন জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখিনী মাতার আজন্ম-তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও পতিভক্তির ফলস্বরূপ দেবতারা তাঁহাকে এই প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র-রত্ন আশিস্ দিয়াছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষা, বৃন্দাবন যাত্রা

মুরলীধর নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং কৃষ্ণকমল তাঁহার এত আদরের ছিলেন যে, তিনি প্রিয়-পুত্রটিকে অতি অল্প বয়স হইতেই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন এবং নিজে যত্ন-পূর্ব্বক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি শিখাইতেন।

মুরলীধরের একজন উদার-হৃদয় ভক্ত শিষ্য ছিলেন; ইঁহার নাম রামকিশোর কুণ্ডু, ইনি ফরিদপুর জেলার রামদিয়া নামক গ্রামবাসী ছিলেন। মুরলীধর শিশু কৃষ্ণকমলকে লইয়া অনেক সময় ইঁহার বাড়ীতে থাকিতেন, এবং ইঁহার ব্যয়ে সপুত্রক বৃন্দাবন যাইয়া কিছু দিন বাস করিয়া আসেন। তখন বৃন্দাবনে নৌকাপথে যাইতে চার মাস লাগিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মুরলীধর বৃন্দাবনে যাইয়া শিঙ্গারবটে একটি বাড়ীভাড়া করিয়া পুত্রসহ বাস করিতে থাকেন। মুরলীধর নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন, অষ্টমবর্ষ বয়সেই কৃষ্ণকমল তাল ও রাগিণীর এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবন-বাসী পারগজি নামক এক ধনকুবেরের বাড়ীতে কোন বিশিষ্ট গায়কের তাল-ভঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের তরুণমূর্ত্তিতে লাবণ্য ঢল্ ঢল্ করিত, পারগজি অপুত্রক ছিলেন, তিনি ক্রমশঃ এই বালকটির প্রতি এতই অনুরক্ত হইলেন যে, যেদিন কৃষ্ণকমল পিতার সহিত দেশে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণকমলকে দিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী করিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মুরলীধর যখন পুত্র-পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন পারগজি নিঃশব্দে চক্ষুর জল মুছিয়াছিলেন।

শিঙ্গারবটের বাড়ীর নিকটেই ছিল, নিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুপাদদের আশ্রম। তখন ঐ বংশোদ্ভূত পূর্ণানন্দনামক এক পণ্ডিত ভক্তি-বাদের বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে, মুরলীধর তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান-বাদ হইতে ভক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি মুরলীধরের নাম বৃন্দাবনবাসী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এই সময় চিরবিশ্বস্ত ভক্ত রামদিয়াবাসী কুণ্ডুদের অর্থ-সাহায্যে কৃষ্ণকমলের পূর্ব্বপুরুষ কানাই ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য বৃন্দাবনে একখণ্ড ভূমি ক্রীত হইয়াছিল, এবং তথায় মুরলীধর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া 'প্রাণবল্লভ' নামক বিগ্রহের স্থাপন করেন। এই নবনির্ম্মিত কুঞ্জ-বাটীতে মুরলীধর উঠিয়া গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

আট বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, বার বৎসর বয়সে তিনি ভাজনঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যমুনাদেবীর পদবন্দনা করিলেন। এই চার বৎসর কাল তিনি পিতার নিকট বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া পারগজির নিযুক্ত সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট গানবাদ্য চর্চ্চা করিয়া সংগীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি বার বৎসর বয়সে ভাজন-ঘাটে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে ঢোল-বাদক ও শানাইওয়ালার তালভঙ্গ আবিষ্কার করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সভামধ্যে একটা প্রশংসার ঢেউ খেলিয়া গিয়াছিল এবং বালকের জ্ঞাতি স্বরূপলাল গোস্বামী অতিশয় গৌরবের সহিত কৃষ্ণকমলকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ-চুম্বন করিয়াছিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মুরলীধরের মৃত্যু হয়, এই মৃত্যু বাবরের মৃত্যুর অনুরূপ এবং একটি বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা। কৃষ্ণকমল সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যায় পড়িয়াছিলেন,—তিনি তখন তাঁহার পিতার সহিত

ঢাকানগরীতে মালাকর টোলায় সাহাবংশীয় কোন শিষ্যের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। মুরলীধর যখন দেখিলেন, পুত্রের জীবনের আশা নাই, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ভাবিয়াছিলাম বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করিব, তাহা হইল না।" এই কয়েকটি কথা বলিয়া একটা নির্জ্জন গৃহে যাইয়া যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকমল ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

পিতার মৃত্যু

কৃষ্ণকমল বিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই "নন্দহরণ" নামক একপালা যাত্রা রচনা করেন। বরুণদেব নন্দমহারাজকে যমুনার জলে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে গোপগোপীদের বিলাপ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নন্দের উদ্ধার—এই যাত্রার বিষয়। ভাজনঘাটে যাত্রার পালাটি অভিনীত হইয়াছিল। এই পালাটি অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু ইহা এখন দুর্ল্লভ।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে

অনুমান ১৮৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রতিভার প্রথম উজ্জ্বল কুসুম "স্বপ্নবিলাস" রচিত হয়। ঢাকায় একরামপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এই পালা অভিনীত হয়; সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ "স্বপ্ন বিলাসের" গানে মাতিয়া উঠে। এই যাত্রা সুচারুরূপে অভিনয় করিবার সমস্ত ব্যয় মুচিপাড়ার জমিদার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহন করিয়াছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগে কৃষ্ণকমল তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রা "দিব্যোন্মাদ" বা "রাইউন্মাদিনী" প্রণয়ন করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ এই দুই পুস্তক রচনার ১৪ বৎসর পরে "বিচিত্র-বিলাস" রচিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় "স্বপ্ন-বিলাস" ও "রাইউন্মাদিনী"র উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন:—"বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?"

বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুলাপুরের অধিবাসীদের দ্বারা "দিব্যোন্মাদ" (রাইউন্মাদিনী) প্রথম অভিনীত হয়। ঢাকার নিকটবর্ত্তী কুণ্ডুগ্রামের লোকেরা "বিচিত্র-বিলাস" প্রথম অভিনয় করেন। ইহার কিছু পরে "ভরত-মিলনের" পালা রচিত হয়। ঢাকা সুত্রাপুরবাসী রামপ্রসাদ বাবুর যত্নে উহা অভিনীত হয়। এই পালার কয়েকটি গান অপরের রচিত, তাহা পুস্তকের মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতঃপর ঢাকা জেলার সীমান্তে অবস্থিত মাধবদিয়া গ্রামের জমিদার বাবুদের অনুরোধে তিনি "গন্ধর্ব্ব-মিলন" রচনা করেন। এই পুস্তকখানি রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হয়।

এই সমস্ত যাত্রার পালা ছাড়া তাঁহার রচিত অসংখ্য কীর্ত্তনগান এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার "কালীয়-দমনে"র পালাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও কবিত্বময়। "নিমাই-সন্ন্যাস" যাত্রায় গৌরাঙ্গদেবের জীবনের একটি অধ্যায় অপূর্ব্ব কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অর্জ্জুনীসংবাদ" নামক পুস্তকের অনেকগুলি গান কৃষ্ণকমলের রচিত। এই সকল ছাড়া সাধারণ বৈষ্ণবগণের সুবিধার জন্য তিনি 'রাগানুগ' পথে প্রাচীন "স্মরণমঙ্গল" কাব্য অবলম্বন করিয়া "সংক্ষিপ্তাষ্টকালানুচিন্তা" নামক একখানি পুস্তিকা বাঙ্গলাপদ্যে রচনা করেন।

কৃষ্ণকমল ঢাকায় বহু দিন 'পুরাণ-পাঠ' ও 'কথকতা' করিতেন। তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান ও সংগীতবিদ্যায় পারদর্শিতা উভয়ই অপূর্ব্ব ছিল; এজন্য তিনি এই ব্যবসায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঢাকায় তিনি তাঁহার পিতার অধিষ্ঠিত লক্ষ্মীবাজারস্থ 'গোপীনাথ' বিগ্রহের মন্দির-বাটিকায় অবস্থান করিতেন। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়াও "পুরাণ-পাঠ" ব্যবসায় নিযুক্ত হইতেন। একবার কতক দিনের জন্য খিদিরপুর নীলরতন সরকার

পুরাণ-পাঠ ব্যবসায়

নামক একজন কায়স্থ-শিষ্যের বাড়ীতে থাকিয়া ভাগবত পাঠ করিয়া সেই স্থানবাসী সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার পুরাণ-পাঠের প্রতিপত্তি এরূপ বেশী হইয়াছিল যে, দ্বারকানাথ মল্লিক ও অপর কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি বিশেষ অনুরাগী থাকায় এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ঢাকায় অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁহাকে দেবতার স্থানে আসীন করিয়া দিয়াছিল। তিনি বৈদ্য হইলেও সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় আদর লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জমিদার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে পিতৃসম্বোধন করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি বৈদ্যের প্রতি এতটা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার বাবা মানুষ নহেন—দেবতা।" কোন এক ব্রাহ্মণ জোর করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাওয়াতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু খড়দহের প্রভুপাদ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ কানাই ঠাকুর নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীর গুরু ছিলেন—ইঁহার সম্বন্ধে এ সকল কথা হইতেই পারে না।" ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতি ইঁহাকে একরূপ পূজা করিতেন। ঢাকার কাগজীটোলার চৈতন্য সাহা নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী বৃন্দাবনের গৌরাঙ্গ বিগ্রহের পায়ের জন্য এক জোড়া সোনার নূপুর গড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, পথে স্বপ্নে দেখিলেন; মহাপ্রভু বলিতেছেন, "ঐ নূপুর কৃষ্ণকমলের পায়ে পরাইলেই আমাকে পরানো হইবে।" কৃষ্ণকমল কিছুতেই এ ব্যাপারে স্বীকার পান নাই; পরিশেষে নিতান্ত অনুরোধ, আব্দার এড়াইতে না

সামাজিক প্রতিপত্তি

পারিয়া সেই রমণীকে বলিলেন—"মা, আমার বিচার-আচার নাই, আমি তোমার বালক-সন্তান, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনই সাজাও।"

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী মধুসূদন দাসের বাড়ীতে ঐ নগরীর প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার সিমসন সাহেবের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের আলাপ হয়। উক্ত ডাক্তার সাহেব তাঁহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

বন্ধুবান্ধবগণ

নবাব বাহাদুর খাঁজে আবদুল গণি কৃষ্ণকমলের প্রতিভার একজন বিশেষ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইনি কৃষ্ণকমলের "ভরত-মিলন" যাত্রা যেখানে হইত, সেইখানে যাইয়া শুনিতেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে ২০০৲ (দুই শত) টাকা বেতনে তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকমলের বাল্য-সুহৃদ তারা-শঙ্কর তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ দিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় পর-সেবা দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জন করিতে রাজী ছিলেন না। ঢাকায় যখন কেশবচন্দ্র সেন গিয়াছিলেন, তখন অনেকবার কৃষ্ণকমল পরিচালিত নগর-সংকীর্ত্তনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার ভক্তির আবেশ দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের সঙ্গে কেশববাবুর পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এবং তাঁহার ঢাকায় এই অল্পকাল অবস্থিতির মধ্যেই গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বান্ধবতা বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। রামদিয়া গ্রামে রামকিশোর কুণ্ডুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে কৃষ্ণকমল পশ্চিমবঙ্গের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া রামদিয়া গ্রামে আসিয়া কৃষ্ণকমলের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাঁকীপুরগ্রামবাসী হরনাথ

রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন; কৃষ্ণকমলের বয়স তখন পঁচিশ, এবং স্বর্ণময়ী মাত্র নবমবর্ষীয়া ছিলেন।

বিবাহ ও সন্ততিবর্গ

কৃষ্ণকমলের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ সত্যগোপাল পিতার জীবিতকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার দুই পুত্র কামিনীকুমার ও অমিয়কুমার বর্ত্তমান আছেন। কৃষ্ণকমলের দ্বিতীয় পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় এখন বৃদ্ধ, তিনি অধিকাংশ সময় ঢাকায় যাপন করেন। নিত্যগোপালের পুত্র চিরঞ্জীবকুমার গোস্বামীর এখন পরিণত যৌবন।

শেষ জীবনে কৃষ্ণকমল প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিতেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার এম্ এ, বলিয়াছেন, তিনি অনেকবার কৃষ্ণকমলকে দেখিয়াছেন। ঢাকার লোক তাঁহাকে "বড় গোঁসাই" আখ্যা দিয়াছিলেন। দীনবন্ধু তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছেন, তাঁহার বর্ণ ছিল গৌরাভ, এবং নাকে, মুখে, চোখে প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইত। প্রায়ই জপমালা হাতে বসিয়া জপ করিতেন এবং কেহ 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সরসতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থাবলী। এ সম্বন্ধে নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"সংসারক্ষেত্রে কত শত শোক-তাপে, ধর্ম্ম-সাধনপথে কত প্রকার তপঃক্লেশে, অথবা বয়সের বার্দ্ধক্যে, সে মাধুর্য্য কোন দিন কিছু মাত্র শুকাইয়া যায় নাই। এমন কি প্রয়াণকালেও সে মাধুর্য্য তাঁহার সস্মিতাননে মিশিয়া ছিল।"

শেষ জীবন

মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া ভাজনঘাটে আসিয়া স্বগ্রামেই শেষ পর্য্যন্ত বাস করেন। বৃন্দাবন যাইয়া দেহত্যাগের বাসনা তাঁহার হইয়াছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ১৮০৯ শকে (১৮৮৮ খৃঃ অঃ) ১২ই মাঘ শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে চুঁচড়ার ঘাটে ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়।

মৃত্যু

চুঁচড়ার যে ঘাটে তাঁহাকে দাহ করা হয়, তাহা ‘ঢালা ঘাট’ ও ‘বাবু ঘাট’ এই দুই নামে অভিহিত।

কৃষ্ণকমলের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল চিত্তসংযম। তাঁহার ‘রাই-উন্মাদিনী’ ও ‘স্বপ্নবিলাস’ প্রভৃতি পালা যাঁহারা শুনিয়াছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের চোখের পাতা শুকাইতে পায় নাই। বাঙ্গালী কোন কবি বোধ হয় এরূপ অপর্য্যাপ্ত করুণ রস তাঁহার কাব্যে ভরপুরভাবে আনিতে পারেন নাই। সে সকল আসর যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা এই করুণ রসের মাত্রা অনুমান করিতে পারিবেন না, অনেক সময় শ্রোতৃবর্গ হৃদয়াবেগের আতিশয্যে গানের পদ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। এই বিচলিত-চিত্ত শ্রোতৃবর্গের চঞ্চলতার মধ্যে অনড় ও অবিচলিত-চিত্ত “বড় গোঁসাই” বসিয়া থাকিতেন, যাঁহার লেখার গুণে সকলের চক্ষে অজস্র অশ্রু, তিনি স্বয়ং এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতেন না। একজন শিষ্য তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “যখন ভাবের ব্যাপার, তখন কারণ আর কি হইতে পারে? ভাবের অভাব। দেখ গ্রাম্য লোক কলিকাতায় গেলে সে যাহা দেখে তাহাতেই চঞ্চল হ’য়ে ওঠে, কোন কলিকাতাবাসী তেমন হয় না, গান, কীর্ত্তন চিরদিন শুনে আস্‌ছি, এইজন্য বোধ হয় ভাবের অভাব হয়েছে।” কিন্তু নিত্যগোপাল গোস্বামী এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই:—এই সংযম ভাবের অভাব-সূচক নহে, ইহা ভাবের আধিক্য ব্যঞ্জনা করিতেছে। অতিবেগে স্থৈর্য্য আসিয়া পড়ে, সে স্থৈর্য্য বাহ্যিক। গোস্বামী মহাশয় রাধিকার নৃত্যসূচক একটি প্রাচীন পদ উদ্ধৃত করিয়া এই কথাটি বুঝাইয়াছেন—সে পদটির প্রথম দুইটি ছত্র এইরূপ “না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর”—এত দ্রুত

চিত্তসংযম

সেই নৃত্য যেন গতির আতিশয্যে চাঞ্চল্য ধরা পড়িতে না পায়, চক্ষু যেন প্রতারিত হয়,—মনে হইবে যেন আঁচলখানি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, নূপুর বাজিতেছে না,—হাতের কাঁকণের শব্দ শোনা যাইতেছে না। একটি সাতবৎসরের কায়স্থ বালিকা একদিন কৃষ্ণকমলকে এতৎ-সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিয়া আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছিল। আমি নিত্য-গোপাল গোস্বামীর লেখা হইতে সেই কথা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি। "বালিকা ভাগবতের কথা তুলিয়া প্রভুকে কহিল—"দেখুন, ঠাকুর মহাশয়, পাঠের সময় কেহ অধৈর্য্য হয়, কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদে, বড় গোলমাল হয়, সকল কথা শুনা যায় না, এমন ভাবে অধৈর্য্য হওয়া কি ভাল?" গোস্বামী প্রভু বালিকার মুখে প্রবীণোচিত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও সাদরে উত্তর করিলেন—"না মা, ধৈর্য্যই ভাল, ধৈর্য্যই মাধুর্য্য।"

শেষ কথা

মৃত্যুকালে তিনি প্রিয়পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামীকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা প্রদর্শন করিতেছে; "তোমরা গিরিধারীর এই জ্ঞানে আমি এতাবৎ তোমাদের সেবা করিয়াছি। পালন করি নাই। প্রতি-পালনের কর্ত্তা গিরিধারীকেই জানিও, এই ভাব লইয়া সংসার করিও।"

গিরিধারী তাঁহার গৃহদেবতা। নিজের সন্তানদিগকেও ভগবানের অংশ মনে করিয়া তাঁহাদের সেবায় জীবন নিয়োগ করিয়া তিনি ভক্তি-ধর্ম্মের চূড়ান্ত কথা জীবনে দেখাইয়াছেন। নিজের কর্ত্তৃত্বভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলে এই ভাবের ভগবৎ-সেবার ভাব মনে উদিত হইতে পারে না। নিত্যগোপাল তাঁহার পিতার যে জীবনী লিখিয়াছেন, তাহাতে একটুকুও আধুনিকত্ব নাই, এই সুরটি আমার নিকট অতীব উপাদেয় মনে হইয়াছে, কারণ ইহাতে ইংরেজীর নকলকরা "বৈজ্ঞানিক প্রণালী"র

নিত্যগোপাল লিখিত জীবনী

শুষ্কতা আদৌ নাই। বাঙ্গলা-সাহিত্য হইতে আমরা এই ছন্দ, এই সুর হারাইয়া ফেলিয়াছি। সে লেখাটি প্রাচীন সমাস-বহুল,—রচনার ভঙ্গী এখনকার মত আপাতঃ সহজ সুন্দর নহে,—কিন্তু এই জীবনী-লেখক যেন প্রাচীন মৃৎভাণ্ডে তাঁহার পিতৃভক্তির সুধা কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন; ইহাতে একদিকে কৃষ্ণকমলের অপূর্ব্ব কবিত্ব ও দেবোপম চরিত্রকে যেরূপ সরস করিয়া দেখাইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ লেখকের স্বীয় হৃদয়ের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি ও স্বভাব-কারুণ্যের অমৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের চিত্তের তৃপ্তি-সাধন করিয়াছে। তিনি চোখের জলে ভাসিয়া যে আলেখ্য আঁকিয়াছেন, আমরা চোখের জলের মধ্য দিয়া তাহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। কৃষ্ণকমলের শেষ কথা তাঁহার প্রিয়পুত্রের উদ্দেশ্যে। কৃপা-নেত্রে স্মিতমুখে নিত্যগোপালের দিকে চাহিয়া তিনি শেষ বিদায় লইয়া বলিয়াছিলেন,—"চলিলাম।"

কিন্তু তিনি যান নাই, আমরা স্বপ্ন-বিলাস ও রাই-উন্মাদিনীতে রোজ রোজ তাঁহাকে নূতন করিয়া পাইতেছি, তাঁহার জীবন্ত সুরে আমাদের সমস্ত প্রাণ সাড়া দিয়া উঠিতেছে, এমন কি তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী ও পাদক্ষেপের শব্দ এমন ভাবে টের পাইতেছি, যেমন করিয়া অতি অল্প জীবিত লোকেরই অস্তিত্ব আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কাব্য-সমালোচনা (২)

যিনি গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গবাসী শত শত ব্যক্তির চোখের জলের উপহার পাইয়া আসিয়াছেন,—বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যাঁহার কোন না কোন গান মুখস্থ না আছে, পরিণতবয়স্ক এমন লোক পূর্ব্ববঙ্গে পাওয়া যায় না—রামপ্রসাদের গান হইতেও যাঁহার গান পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর প্রিয়, তাঁহার কাব্যের সমালোচনার আর কি বাকী আছে? আজ কাল সমালোচক মাত্রই গ্রন্থকারের অপেক্ষা একটা শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া যান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেশের লোকেরা কৃষ্ণকমলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সে ভাবের নহে—তাহা তাঁহার প্রতিভাকল্পতরুর রসাস্বাদ, তাহা নির্জ্জনে তদুদ্দেশ্যে প্রীতির অর্ঘ্য ঢালা—"আমরা তোমার লেখায় অমৃতের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইলাম"—তাহা এই ভাবের ভক্তি নিবেদন। কোটী কোটী লোকের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া আমরাও কৃষ্ণকমলের কাব্যগুলির সেইরূপ আলোচনা করিব। জার্ম্মাণীতে একদা ৺নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণকমলের কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কবির প্রতি সেইরূপ সম্মানই দেখাইয়াছিলেন, সেই অনুবাদ ও সশ্রদ্ধ সমালোচনার জন্য তিনি জার্ম্মাণীতে "ডাক্তার" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের নাম "Popular plays of Bengal"।

জার্ম্মাণীতে তাঁহার লেখার সম্মান

কৃষ্ণকমল যে বইগুলি লিখিয়াছেন, তাহার একখানি ছাড়া সকলগুলিই রাধা-কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক। রাধাকৃষ্ণ গান মহাপ্রভুর

সময় হইতে এক নূতন মহিমা-মণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিকী প্রেমলীলা রাধা-কৃষ্ণচরিতে এক নূতন ভাবের জোগান দিয়াছে। বাঙ্গলা-দেশ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যকে শ্রদ্ধা করে না, দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে না, প্রেমকেই জীবনের একমাত্র সার বলিয়া বিবেচনা করে। বাঙ্গালীর চোখে রাজপ্রাসাদ হইতে মাধবীকুঞ্জ, রণ-দুন্দুভি হইতে বাঁশের বাঁশী বড়। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম শিখিতে নিজ পারিবারিক গণ্ডী অপেক্ষা কোন তীর্থকে বড় মনে করে না, তাঁহারা নিজেরা অঘাসুর, বকাসুর মারিবার জন্য কামান দাগিতে চেষ্টা করে না, তাঁহারা শুধু তাঁহাকেই ভালবাসিবে, যিনি তাঁহাদের হইয়া সমস্ত বিপদ দূর করিতে—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে সমর্থ। পৃথিবীর সমস্ত মমতার দাবী স্বীকার করিয়া, অথচ সন্ন্যাসীর মত অনাসক্ত থাকিয়া সাংসারিক সম্বন্ধগুলির দ্বারা ভগবানকে সাধনা করাই বাঙ্গালী ভক্তের তপস্যার সার্থকতা। এই সম্বন্ধগুলি বাঙ্গালীরা এরূপ বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, যে শাস্ত্রের বিপুল তোরণকেও তাহারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা যে বৈধী ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম সোপান মাত্র, তাহার অপর নাম শান্ত ভাব; ইহার পরের আর চারিটি ধাপ্ সম্পূর্ণ নব-কল্পিত,—নূতন সাধনা। 'রাগানুগা' শাস্ত্র-কারের বৈকুণ্ঠের মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়।

বাঙ্গালীর প্রতিভার বিশিষ্টতা

এই নূতন ভাবের বার্ত্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহে এই তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপের লেখার বিবৃতি করিয়া দেখাইয়াছেন।

কৃষ্ণকমলের প্রেরণা

এই গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব-সমাজে এখনও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অধীত হইয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই শাস্ত্র যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার উদাহরণ বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ বৈষ্ণব-সমাজেও দুর্ল্লভ। তাঁহার সমস্ত কাব্য, গান ও পদ সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের প্রেরণা প্রমাণ করিতেছে।

তেজস্বী ঘোটক যেরূপ লাগামের বশ থাকিয়াও স্বেচ্ছাক্রমে অবাধগতিতে রণক্ষেত্রে স্বীয় আরোহীকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়; প্রতিভাবান কৃষ্ণ-কমল স্বীয় অনুভূতি এবং সাধনার বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের বশ থাকিয়াও সেইরূপ কতকটা যদৃচ্ছাক্রমে গতিবিধি করিয়াছেন, শাস্ত্রের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন নাই। শাস্ত্রের বন্ধুর প্রস্তর ভেদ করিয়া তাঁহার কলনাদিনী প্রতিভা নূতন আনন্দের কাকলী জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালার জাতীয় প্রতিভা এই প্রেমের গানেই বিশেষরূপে ধরা দিয়াছে। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ

রবীন্দ্র বাবুর মন্তব্য

কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চ্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরীর কথায় স্ত্রীপুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়কনায়িকার সম্বন্ধে নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রসর সঙ্কীর্ণ—তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না"। ঢাল তরওয়াল

পৌরষ অর্থ আস্ফালন নহে

লইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া একটা পৌরষ বটে। কিন্তু যাঁহারা জীবনের গূঢ় রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় বীর তিতুমির নহে। মানুষের হৃদয়ের ভিতরে ভালবাসা যে অসীম বল দান করে—যাহাতে ক'রে মানুষকে নির্ভয় করে, মৃত্যু ও বিপদকে নগণ্য মনে করায়, সেই প্রীতির বলের যে পৌরষ, তাহাতে

আস্ফালন নাই সত্য, কিন্তু পৌরুষের প্রকৃত সার বিদ্যমান। বৈষ্ণব কবি রাধার তপস্যা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূরতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
মণিকঙ্কণ পণ ফণী মুখবন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজনবচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

এই ত্যাগের ও সাধনার যে তপস্যা, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত পৌরুষ আছে—লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ, নির্ভীক, বিপদে অটল এই পৌরুষ। ইহা সাময়িক উত্তেজনা নহে, হুজুক নহে, ইহা চিরস্থায়ী প্রীতি-বল। রূপ, সনাতন, নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনেরা যে ত্যাগ ও পৌরুষ দ্বারা ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, রাধার নামের অন্তরালে ইহা সেই সাধনা। ইহাতে চৈতন্য-জীবনের অসীম কঠোরতা আছে। সেই কঠোর কল্পতরুর অমৃত ফল ভালবাসা দ্বারা এই পৌরুষ পুষ্ট। ব্যবহারিক জীবনের চরিত্রবল—এই সাধনাজাত শক্তিমত্তার নিকট হীন-প্রভ।

কিন্তু যদি তাহাই না হইত, যদি বাঙ্গালী কবির এই প্রীতিপূর্ণ কাব্য শুধুই কোমলতার পরিচায়ক হইত, যদি এগুলি সুধুই বীণার নিক্বণ, কোকিল কাকলী বা বসোরার গোলাপ হইত, তাহা কি কবিদের একটা শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম? আঙ্গুর লতার অপর্য্যাপ্ত ফল-সমৃদ্ধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শুষ্ককণ্ঠে আপশোষ

মাধুর্য্যেরও একটা মূল্য আছে

করিতে থাকেন, যে লতাটা শালতরুর মত শক্ত নহে, তাঁহাকে আমরা কি বলিব? নারদকে কি বলিতে হইবে, তুমি বীণার লাউটা ফেলিয়া দিয়া গাণ্ডীব লইয়া আইস, ওরূপ কোমলস্বরের আমরা পক্ষপাতী নহি?"

বৈচিত্র্যই পৃথিবীর অপূর্ব্বত্ব; যে জাতির যেটা বৈশিষ্ট্য, সেইটি সেই জাতির উন্নতি ও অবনতির মানদণ্ড। অপর কোন মানদণ্ড তাহার গুণনির্ণায়ক নহে।

কৃষ্ণকমল তাঁহার কাব্যগুলিতে বাঙ্গালী জাতির এই বৈশিষ্ট্য ও সার সাধনা যেরূপ মনোহর করিয়া দেখাইয়াছেন, সেরূপ এদেশের খুব অল্পসংখ্যক কবিই দেখাইতে পারিয়াছেন; এজন্য তাঁহার যাত্রার আসরে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিলেই সমস্ত লোকের প্রাণে সাড়া পড়িত।

বাঙ্গালী চৈতন্যদেবকে যে ভাবে ভালবাসিয়াছে, এভাবে এপর্য্যন্ত আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই; সন্ন্যাসী অর্থ, যাঁহার বিরাগই প্রধান লক্ষণ; কিন্তু চৈতন্যের হৃদয়ময় অনুরাগ, অনুরাগের প্রাবল্যে তিনি বিক্ষিপ্ত, এজন্য তদনুরাগী কবি গোবিন্দদাস তাঁহাকে "ভণ্ডসন্ন্যাসী" আখ্যা দিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। বাহিরে গৈরিক বসন, জটাজুট, কিন্তু হৃদয়টি অনুরাগের ফুল্ল শতদল। মহাপ্রভুর জীবন সমস্ত বাঙ্গালীর কণ্ঠে গানে গানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর কোন দেশে কোন ব্যক্তির চরিতকথা এরূপ গানে পরিণত হইয়া আপামরসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে তাহার উদাহরণ ত আমরা জানি না। তাঁহার জীবনটি ছিল কবিত্বময়, একটা স্বপ্নের ন্যায়,—এরূপ জীবন কে কবে দেখিয়াছিল? সত্য সত্য কোন্ ব্যক্তি তমালগাছ ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন অনুভব করিয়াছেন? সত্য সত্য কোন্ ব্যক্তি মেঘোদয় দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে তাঁহাকে

চৈতন্য-জীবনের অপূর্ব্বত্ব

ধরিতে হাত উঠাইয়াছেন, সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, কে আর এমন করিয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক কুসুমগন্ধে কৃষ্ণ-অঙ্গঘ্রাণ কল্পনা করিয়া অবাধ প্রেমে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছেন? আজকাল জড়বাদীরা একথা প্রত্যয় করিবেন না, করিলেও বলিবেন 'এটি একটি ব্যাধি'; কিন্তু ভাল ডাক্তারগণ ত উন্মাদ রোগকে সংক্রামক বলেন না। চৈতন্যের উন্মত্ততা ছিল একটা ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি, শত শত লোক তাঁর মুখে 'হরি-বোল' শুনিয়া হরিবোলা হইয়া গিয়াছে। তিনি অনেক সময় মুখে কথা বলেন নাই, তাঁহার চোখের জল পৃথিবীকে বৈকুণ্ঠ করিয়া দেখাইয়াছে, তাঁহার হাবভাব ও ভঙ্গী কবিকে উদ্বোধিত, যোগীকে সিদ্ধ ও সাধককে ধন্য করিয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি মুক্তাটা শুক্তির রোগ। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের চাইতে রোগের মূল্য যে ঢের বেশী।

এই কাব্যময় জীবন জাতীয় জীবনে কবিত্বের অপূর্ব্ব উদ্বোধন করিয়াছে। রাধাঠাকুরাণী বৈষ্ণব কবিদের হাতে একবারে নূতন ভাবে গড়া হইয়া গেলেন, যাহা ছিল ধ্যানলোকের জিনিষ, সম্পূর্ণ রূপে অবাস্তব, স্বপ্নজালনির্ম্মিত—তাহা বাস্তব রসে পুষ্ট হইয়া ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে পরিণত হইয়া গেল। বৈষ্ণব মাত্রেই একথাগুলি জানেন, কিন্তু বাহিরের লোকের মধ্যে যাঁহারা আমার টীকা পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন,—কৃষ্ণকমল তাঁহার কাব্যগুলিতে চৈতন্য-চরিতামৃতকার প্রভৃতি পূর্ব্ব সুরীগণের নিকট কতখানি ঋণী। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক রাইউন্মাদিনীতে (দিব্যোন্মাদ) চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের সার-কথা প্রদত্ত হইয়াছে। রাধার প্রতি যে সকল ভাব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিটিই চৈতন্য-জীবনের কোন না কোন অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবের ভিত্তিতে এই স্বপ্নলোকের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কিন্তু কবির শক্তির প্রমাণ তাঁহার নির্ম্মাণমৌলিকত্বে। এরূপ বিস্তৃত জীবনীর সার সঙ্কলন করিয়া তাহা মনোরম কাব্যে—যাহার প্রতিটি পদ পাঠক-চোখের জল দাবী করে—পরিণত করা সহজ কথা নহে। রাই-উন্মাদিনীর আখ্যান-বস্তু অতি সামান্য, তাহাতে ঘটনা-বৈচিত্র্য একরূপ কিছুই নাই। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, রাধা বিলাপ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, চন্দ্রা মথুরায় যাইয়া সকল কথা বুঝাইয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনিল। এই ত কথা,—ইহাতে সাতকাণ্ড বই লেখার মতন কি ঘটনা আছে?

রাই উন্মাদিনী

কিন্তু কবির আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিকতায় রাই-উন্মাদিনীর প্রতিটি চিত্রে এক অভিনব রেখাপাত করিয়া তাহা সুন্দর ও সকরুণ করিয়া দিয়াছে। সূচনায় তিনি গৌরচন্দ্রিকায় স্মরণ করিয়া দিলেন যে রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে তিনি গৌরাঙ্গের কথা বলিতেছেন—তাঁহারই প্রেমোন্মাদনা হইতে তিনি তাঁহার কাব্যের সার সঙ্কলন করিবেন।

প্রথম চিত্রে যশোদার বিলাপ, দ্বিতীয়ে সখাদের কথা অতি সংক্ষেপে সারিয়া কবি আমাদিগকে রাধিকার প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়াছেন—এই স্থান হইতেই কাব্যের প্রকৃত আরম্ভ, এইখান হইতেই অপূর্ব্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস ঘটনার অভাব পূর্ণ করিয়া শ্রোতাকে যেন বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। রাধিকা বিনাইয়া বিনাইয়া কৃষ্ণপ্রীতির কথা বলিতেছেন; "তিনি এক সময় স্বয়ং চিরুণী দিয়া আমার চুল আঁচড়াইয়া বেণী বাঁধিতেন—তারপর,

'সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত।
কত সাজে সাজাইত, মুখপানে চেয়ে র'ত
বঁধুর বিধু-বদন ভেসে যেত,—
নয়নেরই জলপুঞ্জে।'

তারপরে নিজের হাতে ফুল তুলিয়া, কত যত্ন করিয়া পুষ্পশয্যা প্রস্তুত করিতেন :—

'শয়ন করিয়া সে কুসুম শেযে
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে
কতই কৌতুকে, মনের উৎসুকে
সারা নিশি জেগে পোহাইত!' "

এইরূপ কত মধুরাক্ষরা বিলাপ-গীতি!

ভগবান শৈশবে আমাদিগকে মাতার যত্ন দ্বারা পালন করেন—সেই মাতৃকরুণায় গৃহাঙ্গন পুষ্পাকীর্ণ থাকে। তারপর জীবন মধ্যাহ্নে আমাদিগকে পথে ছাড়িয়া দেন, দুই পায়ে রণক্ষেত্রের ধূলি, তখন কঙ্কর ও আঘাত-জাত ব্রণ চিহ্ন,—যুদ্ধে হারিয়া কখনও গারদে, কখনও নির্ব্বাসিত, তখন অনাহারে চক্ষের জলে ভিজিয়া ভাবিতে থাকি, সামান্য কুশ-ক্ষত হইলে যিনি জননীর মূর্ত্তি ধরিয়া পায়ে হাত বুলাইতেন, তিনি এরূপ অকরুণ কেন হইলেন? সময়ে সময়ে মনে হয়, তাঁহার দয়া সমস্তই কপটতা। সেই প্রেম ও দয়ার চিরন্তন উৎস হইতেই মাতৃ-স্নেহ, দাম্পত্য-প্রেম, পুত্র-কন্যার আদর এক একবার আমাদের হৃদয় পূরাইয়া দিয়া যায়, আবার সেই উৎসই আমাদিগকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করে। এজন্য বৈষ্ণবেরা দয়াময়কে কপট নিপট শঠ বলিয়া মধুর-ভাবে গালি দিয়াছেন। জীবের সঙ্গে ভগবানের এই নিত্য সুখ-দুঃখ দয়া-নিগ্রহের সম্বন্ধ; তাই ভগবৎ বিরহী প্রাণ পূর্ব্বস্মৃতিতে কাঁদিয়া উঠে। তাঁহার অপরিসীম দয়ার আস্বাদ পাইয়া তাহাহইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠে।

রাধাকে সখীরা বনে লইয়া গেল কানুকে খুঁজিতে। তমাল, তাল, যুথি, এমন কি ক্ষুদ্র তুলসীটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহাদিগকে

বঁধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কত লতা তাঁহার চোখের জলে ভাসিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "আমি নারী, তোমরা নারী হইয়া নারী-জাতিকে বঞ্চনা কোর না"—এগুলি শুধু কবিত্বের উচ্ছ্বাস বলিয়া ভুল করিও না, এই কথাগুলির আড়ালে বাস্তব আছে। চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া জানা যায়, চৈতন্যদেব ঠিক ঐরূপ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভালবাসার জগতে কোন সীমানা নাই—সেখানে বনের পাখী মনের কথা বুঝে, বনের লতা দেখিয়া চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। চৈতন্যের এই অবস্থার পরেই আত্মবিস্মৃতি বা ভাব-সমাধি হইত, এখানে রাধারও তাহাই হইল; দূরে সারসপাখীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল। কৃষ্ণ-কথা বলিতে বলিতে রাধা উন্মনা হইয়া সেই সুর শুনিতে লাগিলেন, "ওকি বংশীধ্বনি?" তার পরের যে গানটি তাহার ছন্দ বিলম্বিত, তাহার সুর ক্ষীণ ও দ্বিধা কম্পিত,—

কল্পনায় আড়ালে বাস্তব

"অতি দূরে বুঝি সই বাজে ঐ মুরলী
সখি, শ্রবণ পাতিয়ে শোন গো"—

এক মুহূর্ত্ত ঐ দ্বিধার ভাব, তারপরই রাধা—একবারে বিভ্রান্ত। পুরীর সমুদ্রকূলে যাহা হইত, এখানেও তাহাই। এই সত্যকথা গানগুলির প্রতি পদে না থাকিলে, শুধু স্বপ্নলোকের কথায় কি কেহ অযথা চোখের জলে এরূপ ভাসিয়া তাহা শুনিত?

এখন রাধিকা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন—সেই সুর যাহা দূর গগনকে তরঙ্গায়িত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে তাহা আর কিছু নয়, সারসপক্ষীর ডাক নয়, উহা মুরলীরই আহ্বান, তখনকার ছন্দ আর ধীর বিলম্বিত নহে, অবস্থার ভাবে ভাবে সুর দ্রুত, ব্যস্ততাব্যঞ্জক ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে—যদি ডাকিয়া তিনি চলিয়া যান্, এই ভয়। লোভা তাল—এখন খয়রায় পরিণত হইয়াছে।

তখন "বল্ কে কে যাবে, চল্‌গো যে যাবে,
শশীমুখে বাঁশী কতই বাজাবে।
গেলে কুল যাবে, বলে যে না যাবে,
না যাবে না যাবে, আমার কি যাবে?"

এই ব্যস্ততাপূর্ণ ত্বরিৎগতি গীতিকাটি অতিক্রম করিয়া আবার ভ্রান্তি,—সম্মুখে মেঘ,—দলিতাঞ্জনবর্ণ মেঘ, শ্যামলসুন্দর, শিরে ময়ূরপুচ্ছবর্ণযুক্ত ইন্দ্রধনু, বক্ষে দুরবকপংক্তি স্থূল মুক্তাহারের ন্যায় দুলিতেছে, তড়িল্লেখা পীতবাসের মত বাতাসে উড়িতেছে। প্রথম ভ্রান্তি পাখীর ডাকে বংশী-স্বর ভ্রম, দ্বিতীয় ভ্রান্তি মেঘে কৃষ্ণদর্শন।

বিলম্বিত ও দ্রুতছন্দ

তখন পুলকের আতিশয্যে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছে, স্থির পুত্তলীর মত রাধা "অনিমিষ দুনয়নে, মেঘ পানে চাহিয়া রহিল"। তারপর স্বর আনন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, যাঁর জন্য এত কষ্ট সহিলাম,

"ঐ দেখ্, সে আমারে ভালবেসে
আপনি এসে ধরা দিল,"

কংসকে বধ করিয়া বিজয়ী কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিব, কিন্তু এ অভ্যর্থনা শুধু বাহিরের মঙ্গলাচরণ নহে, হৃদয়দেব বাহিরের পথে আসেন নাই,—হৃদয় মন্দিরে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে। বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের একটি পদ ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণকমল লিখিয়াছেন,

ভাব-সম্মিলন

"হৃদয়ে করিয়া কুঙ্কুম লেপন
মুক্তাহার তাহে দিব আলিপন
পয়োধরে করি ঘটের স্থাপন
আম্রশাখা হবে বঁধুর কর-কিশলয়।"

এ আলিপন-মুক্তাহার বক্ষের উপর শোভা পাইবে—গৃহাঙ্গনে নহে; এ মৃণ্ময় ঘট নহে, আমার স্তনযুগ্ম মঙ্গলঘট স্বরূপ হইবে; এবং এ আম্র-পল্লব গাছের সপত্র শাখা নহে, ইহা বঁধুর কর-কিশলয়।

মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তখন অতি কাতরভাবে রাধা গাইলেন—

"কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে,
একবার এসহে নিকুঞ্জ কাননে কর পদার্পণ,
একবার আসিয়া সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে,
জানবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন।"

মান অভিমান গিয়াছে, আমি যে তোমার একমাত্র প্রিয়, তাহা নহে,—তুমি "যোগীর আরাধ্য ধন"—চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, "গোপ গোয়া-লিনী হাম্ অতি দীনা—না জানি ভজন পূজন।" এখানে কৃষ্ণকমলের রাধার গর্ব্ব বিরহে টুটিয়া গিয়াছে, তিনি করজোড়ে বলিতেছেন,

"বঁধু আমার মত তোমার অনেক রমণী
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি
যেমন দিনমণির কতই কমলিনী
কমলিনীগণের সেই একই দিনমণি।"

এই কথাগুলি একটা উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ; কিন্তু কৃষ্ণ-কমল যখন সংস্কৃতের ভাবানুবাদ দেন, তখন তাহাতে আর অনুবাদের গন্ধ থাকে না, তাঁহার হৃদয়ে সেই কথাগুলি পৌঁছিয়া তাহা একবারে বাঙ্গলাভাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

তারপর বলিতেছেন, "এক পলক যাকে না দেখে থাকৃতে পারতে না, তাকে এতদিন ছেড়ে আছ কেমন করে"—এই বলিয়াই ভর্ৎসনার সুরটি অমনই বদলাইয়া ফেলিতেছেন—"এখন গত কথার আর নাই

প্রয়োজন", "এবার অনেক চোখের জলের পরে, অনেক দুঃখাগ্নিতে পুড়ে ঝুরে তোমাকে পাইয়াছি, এই মিলনানন্দে অতীত কথা আর তুলব না।" তখন পূজারিণী ডাকিতেছেন "একবার হৃদয়-কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ ব'স, ব'স হে শ্রীপদ।"

কিন্তু মেঘ স্থির হইয়াই আছে, তখন ব্যাকুলা বলিতেছেন, "আমি যে মান করেছিলাম, একি তার জন্য অভিমান? তোমাকে পায়ে ধরাইয়াছিলাম—এজন্য কি তুমি রাগ করিয়াছ?

"মানে যে সাধায়েছিলাম,
পায়ে ধরে কাঁদায়েছিলাম"

তার জন্য কি তোমার পায়ে ধর্‌তে হবে?"

"সে এই বৃন্দাবনে হবার নয়। মথুরায় তোমার হীরার মুকুট দেখে, তোমার জগৎজয়ী প্রতাপ দেখে—রমণীরা তোমার পায়ে ধর্‌তে পারে, তারা তোমার কাছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চায়—এখানে তা হবার নয়;—এখানে গোপীরা দিতে জানে, নিতে জানে না; যারা সর্ব্বস্ব দেবে তাদের দান হাতে ক'রে তুলে নিয়ে সেই দানের মান দেখাও, তবেই গোপী তোমার কাছে আস্‌বে, না হইলে গোপী প্রাণ দেবে—তথাপি যেচে এসে মান দেবে না। এই সর্ব্বস্ব-দানের মূল্য যদি তুমি জান, তবে হাতে ক'রে এসে নিয়ে যাও—

মানের অর্থ

'পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধ'রে
হবে না তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে।' "

মহাপ্রভু একদিনও কৃষ্ণকে বিধিমত পূজা করেন নাই, যখন তাঁহার প্রথম কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশ হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক চরিতকার লিখিয়াছেন—তিনি জপ আহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন:—

"দূরে গেল সন্ধ্যা তর্পণ দেবার্চ্চনা
দূরে গেল মন্ত্রজপ তুলসী-বন্দনা।
* * * *
ছাড়িল বৃন্দার সেবা কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা।"

পদকর্ত্তারা লিখিয়াছেন,—"সব অবিধি নদের বিধি।" বেদাদি শাস্ত্রের যা উপদেশ ও শাসন—নদিয়ায় তার সমস্তই অগ্রাহ্য, যাহা কিছু অশাস্ত্রীয়—নদিয়ায় তাহাই বিধান। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চারিটি লক্ষ্য লইয়া এ পর্য্যন্ত সাধকেরা ব্যস্ত ছিলেন, বৈষ্ণব আসিয়া বলিলেন—"এ চারটির কোনটি আমি চাই না।" চৈতন্যের জীবনটি কৃষ্ণ-নামের শিলমোহর করা উইলের মত; ইহাতে অর্চ্চনা ও প্রার্থনা কিছুই নাই, ইহা সর্ব্বস্বদানের খৎ। সুতরাং ব্রজনারী পায়ে ধরিতে যাবেন কেন, তিনি কিছু চান না। ভগবানের হাতে যে নিজকে ধরিয়া দিয়াছে—সে ভগবৎ-বিরহে প্রাণ দিতে জানে, যদি তিনি ইহা না নেন; প্রার্থনার সুর তাঁহার হইতেই পারে না। কারণ তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কাম।

রাধিকার এত কাতরোক্তি, এই প্রাণ দেওয়া প্রেম উপেক্ষা করিয়া মেঘ চলিয়া গেল, ইন্দ্রধনুঃকিরীটী বিদ্যুৎবাস-পরিহিত মেঘ আকাশের প্রান্তে মিলাইয়া গেল, রাধার যে প্রাণ যায়—তাঁর প্রতিও এরূপ উপেক্ষা! তখন অভিমানিনী ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেন—

সখীদিগকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র কটির বসন আঁটিয়া পর, সে নিষ্ঠুর এইভাবে আমাদিগকে মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে— তাহাকে আমরা জোর করিয়া ধরিয়া আনিব।"

তখন সুর অসহিষ্ণু রাগের ভাবে ত্রস্ত ও গতিশীল হইয়াছে, বিলম্ব

করিলে সে একবারেই চলিয়া যাইবে—ধরিতেই হইবে—সুরে তড়িচিত ব্যস্ততা আসিয়া পড়িয়াছে,

"সখি ! ধর ঝট পীত-পট
নিপট কপট শঠ যায়।
সখি ! কটিতটে আঁটি-সাটি,
সবে মিলি মালসাটি
আঁটি-সাটি দ্রুত হাঁটি চল না তথায়।"

অভিনয়ের সময়ে কখনও অতি মৃদু কাতর কণ্ঠের বিনানো সুর, কখনও বেগশীলা খরস্রোতা নির্ঝরের মত ত্রস্ত,—দ্রুতগতি ছন্দ, শ্রোতাদিগের মনোযোগ দুই বিরুদ্ধ ভাবে এমনি সতর্ক ও উত্তেজিত করিয়া রাখে যে ঘটনার বিরলতায় তাহা একবারও শিথিল বা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে না। যাঁহারা এই অভিনয় দেখিয়াছেন—তাঁহারা রাধার মুহুর্মুহু ভাব-বিক্ষেপের নূতনত্বে একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

যখন মেঘ একবারেই চলিয়া গেল,—তখন রাধার এত দ্রুত, *চাঞ্চল্যপূর্ণ সুর আবার নিরস্ত হইয়া পড়িল,* সেই উন্মাদনা একবারে নিরাশার নিরুৎসাহে বিলীন হইল। তখন রাধা বুঝিতেছেন, কৃষ্ণকে ছাড়া তাঁহার জীবন যায়, আর কাহার উপরে রাগ ? যে ধরা দিবে না, তাহাকে ধরিবার চেষ্টার বিফলতা বুঝিলেন, তখন সুরে মুমূর্ষুর ক্লান্তি আসিয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বস্বত্যাগীর শেষ নিবেদন ও চোখের জলে সুর গদ্গদ, বিলম্বিত এবং সম্পূর্ণ আশ্রয়-হীনতার আক্ষেপে তাহা ভাঙ্গা কারুণ্যে স্নিগ্ধ-মধুর ও অশেষ দুঃখ-জ্ঞাপক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শেষ মিনতির সুরের মত মিষ্ট পদ বাঙ্গালী কবি অল্পই লিখিয়াছেন।

শেষ নিবেদন

"ওহে তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও হে—
অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয়।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু! তারে কি বধিতে হয়,
এথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে,
তবে যেও সেথাকে (সেথাকে বা সেথায় অর্থ মথুরায়)
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত,
কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে ?
তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে,
না—থাকে, না—থাকে,
কপালে যা থাকে তাই হবে।
যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে
ধরে বেঁধে কবে রেখে থাকে ?"

তারপর বলিতেছেন, "এই প্রেমের মত এমন অপূর্ব্ব জিনিষ সংসারে নাই, আমরা মর্‌লে পরে লোকে সেই প্রেমের নিন্দা করবে—

"বলবে, প্রেম ক'রে মৈল গোপিকা সবে,
জাম্বুনদ হেম, সম যেই প্রেম,
হেন প্রেমের নাম আর কেউ না লবে।"

যখন মথুরায় গিয়াছিলে, তখন শীঘ্র ফিরে আস্‌বে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়াছিলে, সেই আশার সূত্রে আমাদের প্রাণ আছে, একবারে নিরাশ্বাস না হ'লে মরতে পার্‌ব না, তাই একবার বলে যাও, আর আস্‌বে না, তা হ'লে অনায়াসে তখন মর্‌তে পারব।"

শেষ কথা—"একবার বিধুবদন তুলে চাও।
জন্মের মতন দেখে লই হে।
গোপীগণের বঁধু, গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও।"

তারপর একবারে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল ;

স্মৃতি-ভ্রংশ

"নিঃশ্বাসে না বহে কমলেরই আঁস,
বল, তার আর জীবনের কি আশ ?"

বহুকষ্টে পুনরায় চৈতন্য হইল, তখন সমস্তই ভ্রান্তি :—

রাধা জিজ্ঞাসিলেন "তোরা এখানে কে ?" সখিরা বলিল "আমরা তোমার সখি। তুমি কি চিন্‌তে পাচ্ছ না ?"

প্রঃ "তোমরা আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছ, আমি কে ?"

উঃ "একি কথা, তুমি নিজকে চিন্‌তে পাচ্ছ না, তুমি রাধা।"

প্রঃ "আমি কোন্ রাধা ?"

উঃ "তুমি আমাদের জীবন-স্বরূপিণী, বৃষভানু-রাজকন্যা, রাধা।"

প্রঃ "আমি রাজকন্যা হ'য়ে কেন বনে এসেছি !"

উঃ "কৃষ্ণ অন্বেষণে বনে এসেছ।"

এই খানে উন্মাদের অবসান, সমস্ত অবস্থাটি ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাধা স্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন, অমনি কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কোথা গেল প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়ে।" এবং আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভাব জগতের এইরূপ অপার্থিব লীলা চৈতন্য দেখাইয়া গিয়াছেন ; ভগবৎ-বিরহে মানুষ এই ভাবে মূর্চ্ছিত, এই ভাবে সাশ্রু-নেত্র, এই ভাবে ভূতলে লুণ্ঠিত, ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিত, ক্ষণে স্ফুরিতকদম্ববৎ কণ্টকিত-দেহ হইতে পারেন, ইহা একমাত্র নদিয়ার লোকটি জগতে প্রমাণ করিয়াছেন ; এইজন্য তিনি রাজমন্ত্রীদের জপমালা হইয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজা ও সাতগাঁয়ের ঐশ্বর্য্যশালী উত্তরাধিকারীর মুকুটের কৌস্তভমণি হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর চোখে ভগবৎপ্রেম যে অপূর্ব্বভঙ্গী আনয়ন করিত, রূপ গোস্বামী তাহা হইতে ভক্তিশাস্ত্রের অলঙ্কার সংগ্রহ করিতেন ;

তাঁহার রচিত "কিলকিঞ্চিৎভাবের" শ্লোকটি এইরূপ একটি অলঙ্কার। রাধিকাকে প্রকাশ্য স্থলে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়াছেন,—তাঁহার চোখে এই অপমানে ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিয়াছে, রাগ অপেক্ষা লজ্জা বেশী হইয়াছে—তাহাতে সেই চোখে এক ফোঁটা অশ্রু টল টল করিতেছে, ইহা সত্ত্বেও 'ইনি আমায় কত ভালবাসেন,' এই গৌরবে চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়াছে, লজ্জায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, এই জন্য চোখের দৃষ্টি সম্যক্ বিকশিত হয় নাই, অনুরাগ, ক্ষোভ ও গৌরবের সাতটি লক্ষণ লইয়া অপাঙ্গদৃষ্টি "কিলকিঞ্চিৎভাব" প্রকাশ করিতেছে, রূপ গোস্বামী এই দৃষ্টিকে "স্তবকিনী" বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ইহার সম্পূর্ণ মাধুর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই দৃষ্টি ঠিক কুসুম-কোরকের ন্যায়, ইহা আধ-ফোটা—সলজ্জ; বায়ু ইহাকে ফুটাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কলিকা লজ্জায় ও রাগে ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়াছে, অথচ সে প্রেমের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া একটু একটু করিয়া ধরা দিতেছে, এক ফোঁটা শিশির দিয়া সে তার লজ্জা ও দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছে, প্রেমের গর্ব্ব তার ঢল ঢল লাবণ্যে প্রকাশ পাইতেছে, রাধার চোখের দৃষ্টি ফুটনোন্মুখ কলিকার ন্যায় প্রেমের বিচিত্রতা ব্যঞ্জনা করিতেছে।

"কিলকিঞ্চিৎ"

রূপ গোস্বামী অলঙ্কার শাস্ত্রের যে সকল বিধান দিয়াছেন, মহাপ্রভুর চোখের ভঙ্গী হইতে তিনি তাহাদের অনেকগুলি জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রেমের শত-ঐশ্বর্য্য তিনি চোখে মুখে প্রকাশ করিয়া শতদল পদ্মের ন্যায় ধরা দিয়াছিলেন—জড়বাদীরা কি করিয়া এই ভাবগুলি বিশ্লেষণ করিবে? তাহাদের সে অবসর কোথায়, সে সাধনা কোথায়? যাহারা ভগবানের নাম করিয়া জীবনে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলায় নাই, সেই টুনটুনি পাখীদের কি সাধ্য

যে ভাবসাগরের এই অসীমত্ব ধারণা করে। এই শত সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি ভগবানকে পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছে, কত তপস্যা, কত কৃচ্ছ্র, কত উপবাস, দেহকে কতরূপে নিরস্ত করিয়া পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, শীতকালে বরফজলে ডুবিয়া এই তপস্যা চলিয়াছে— সমস্ত জাতির এই সাধনার ফল চৈতন্যদেব দিয়া গিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাঁহাকে খুঁজিয়াছে মাত্র, তিনি তাঁহাকে পাইয়া দেখাইয়াছেন।

গানে চৈতন্য-চরিত

রাধার যে চিত্র কৃষ্ণকমল আঁকিয়াছেন তাহা চৈতন্য প্রভুরই জীবনের সরস পদ্যানুবাদ। চৈতন্যপ্রভুর জীবন উন্নত প্রেম-স্বর্গের ভ্রান্তি বা স্বপ্নের লীলা; তিনি মেঘ দেখিয়া তেমনই কাতরকণ্ঠে তাঁহার কৃষ্ণকে আত্মনিবেদন করিয়া বিলাপোক্তি করিয়াছেন, তমালকে আলিঙ্গন করিয়া সজলচক্ষে মিলনানন্দ উপভোগ করিয়াছেন; এই দুর্ল্লভ প্রেম বাঙ্গালীরা চাক্ষুস করিয়াছিল, তাই যখন কৃষ্ণকমলের রাধা তমাল তরুটি দেখিয়া সখীদিগকে বলিতেছেন, "ঐ আমার কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন—

"আমার যে অঙ্গ হ'ল ভারি
আমি যে আর চল্‌তে নারি"

তখন অপ্রাকৃত কল্পনা বাস্তব সত্যের আকার ধারণ করিয়া শ্রোতাদিগকে ভুলাইয়াছে।

যে মৃদঙ্গ এককালে গঙ্গাতীরে বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল, যে বাঁশীর সুর বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা গান করিয়াছিল— যে কীর্ত্তন বঙ্গদেশের পথে ঘাটে যেন মহাপ্রভুর ছবি ছড়াইয়া যাইত, এখন সেই মৃদঙ্গ থামিয়াছে, সেই বাদকদের উন্মাদনাময় করক্ষেপে আর হৃদয়ে ভক্তি জাগিয়া উঠে না, সে করতালের দ্বারা তাল রক্ষা, কিঙ্কিণী ঝঙ্কার,—সেই কলস্বন বংশীর আহ্বান আর বাঙ্গালীকে

সে দিন চলিয়া গিয়াছে

ডাকিয়া তার গৃহাঙ্গনে দেবতার পদাঙ্ক দেখায় না, এমন দিনে রাই-উন্মাদিনীর কবিত্ব বুঝিতে কতজন লোক পাইব জানি না; শীতকালে যখন সকল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, পল্লবটি পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, তখন কোকিলের সুরে কি আর বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিবে?

যখন চন্দ্রা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য রাধার নিকট দাস-খৎ খানি চাহিয়া লইল, তখন ভয়াতুরা রাধা তাহার কানে কানে সাবধানে তাঁর দুটি কথা বলিয়া দিলেন,

"বেঁধ না তার কোমল করে
ভৎর্সনা ক'র না তারে
মনে যেন নাহি পায় দুখ
যখন তারে মন্দ কবে,
চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।"

এগুলি ভগবৎ-প্রেম বলিয়াই গ্রহণ কর, কিম্বা ঘরের নিভৃত স্নেহ-আলাপন বলিয়া বুঝিয়া লও, তাহাতে কিছু আসে যায় না। অপরের নিষ্ঠুরতায়—শত শত মিথ্যা কথায় যে মরিতে বসিয়াছে, তাহার মুখে একি অপূর্ব্ব কথা! ইহাই সংসারে বৈকুণ্ঠ, ইহা হইতে উর্দ্ধ-লোক মানুষ জানে না। কিন্তু কৃষ্ণকমল নিজেই বলিয়াছেন এই মথুরায় যাওয়া আসার কোন মানে নাই, এ সমস্তই রূপক। সাধকের মনই বৃন্দাবন, কৃষ্ণ তথায় নিত্যই বিহার করেন,—"স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে, তখন ভাবেন বুঝি এলেন বৃন্দাবনে, অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী।"

আধ্যাত্মিকত্ব

কৃষ্ণকমল প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে অনেক পদ গ্রহণ

করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার নিজের একটা সুর লাগাইয়াছেন, সেই সুর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অপহারক নহে, তিনি রাজার মত প্রতিভার তিলক মাথায় পরিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়াছেন; অনেক কবি রাধার মুখে মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ তমালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকমলও সেই সকল পদের অনুকরণ করিয়া লিখিয়াছেন, "আমার এই দেহ আগুণে পোড়াইও না, জলে ভাসাইও না," "আমার শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের দেহ," "একদা কৃষ্ণ এই দেহ গ্রহণ করিয়া ইহা পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহা নষ্ট করিও না।"

কৃষ্ণকমলের নিজস্ব করুণস্বর

"সব সহচরী, বাহু দুটি ধরি
বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি
আসে গো আমার পরাণ-হরি
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর, পরশে শরীর
জুড়াইব সেই কালে।
বঁধু আসিয়ে সই, যদি শুধায় রাই কই
তোরা দেখাস ঐ, রাধা বাঁধা তমালে ঐ॥"

এই পর্য্যন্ত কবি পূর্ব্বসুরীদের নিকট ঋণী, যদিও সহজ সরল প্রাণের আবেগ দিয়া নূতন ভাবে তিনি কথাগুলি বলিয়াছেন।

কিন্তু তারপর তাঁহার নিজের একটি ভাব দিয়া তিনি উপসংহার করিয়াছেন। একদা শিব সতীর দেহ কাঁধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় জগৎময় ঘুরিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার দেহ লইয়া পাছে সেইরূপ করেন, পাছে,

"সতীপতি শিবের মত হয়ে বঁধু উনমত
বহিয়া বা ফিরে বনে বনে
তাই মনে ভাবি গো
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে কত ভয় বাসি মনে
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ?"

রাধিকার চোখের অঞ্জনের কথা ত অনেক কবিই লিখিয়াছেন; বিদ্যাপতির "সুন্দর বদন চারু, অরুণ লোচন, কাজরে রঞ্জিত ভেলা" প্রভৃতি অনেক পদেই চোখের কাজল ও অঞ্জনের কথা আছে,—এই বর্ণনায় স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব ফুটিয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন, তোমার কটাক্ষ তো এমনই অমোঘ, তাতে আবার কাজল মাখানো কেন ? শর তো এমনই কালস্বরূপ, তাতে আবার কালকুট দেওয়া কেন ?

কিন্তু রাধার চোখের অঞ্জনের কথা বলিতে যাইয়া কৃষ্ণ-কমল দুটি কথা লিখিয়াছেন, "এই অঞ্জনের রেখা অন্য কিছু নহে—উহা কৃষ্ণ-অনুরাগের চিহ্ন।"

"সখি এ অঞ্জন নহে ভিন্ন
ও যে কৃষ্ণ অনুরাগের চিহ্ন
যদি সামান্য অঞ্জন হ'ত
(তবে) নয়ন জলে ধুয়ে যেত।"

এইরূপ প্রতিপদেই কৃষ্ণকমলের নিজস্ব একটা সুর আছে—তাহা যেন চোখের জলে ভেজা—বড় করুণ।

চন্দ্রা রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী, এজন্য ভাল সময় রাধিকাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, এখন মূর্চ্ছিতাকে দেখিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে বলিলেন :—

"অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি
আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি,
এ অতুল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে
বঁধুর দরশন লাগিগো অনুরাগে
হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।
যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত,
আবার হেঁসে হেঁসে কথা কইত
তখন এই না মুখের কতই জানি শোভা হ'ত,
তা না হ'লে এমন হবে বা কেন,
বঁধু থেকে আমার বক্ষস্থলে,
কেঁদে উঠত রাধা বলে।"

মেঘ দেখিয়া রাধার কৃষ্ণভ্রম হয়েছিল; সত্য সত্যই এবার যখন কৃষ্ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন চোখের জলে উজ্জ্বল করিয়া সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; একি সত্যই তাঁর দুর্ল্লভ কৃষ্ণ—না আবার এই সৌভাগ্য স্বপ্নে পরিণত হইবে? আবার যদি এই মূর্ত্তি মেঘ হইয়া যায়—তখন অতি কাতরকণ্ঠে সাশ্রুনেত্রে তিনি বলিতেছেন:

মিলনের সংশয়

"কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে
(দেখ্‌ দেখি গো, ওগো ও বিশাখে)
ও কি বারিধর, কি গিরিধর?
ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল?
(দেখ্‌ দেখি গো ও ললিতে)
না কি মদনমোহন ঘরে এল!

'ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা,
না কি চূড়ার উপর ময়ুর পাখা ?
ও কি বকশ্রেণী যায় চলে,
(নিশ্চয় করিতে নারি)
না কি মুক্তামালা গলে দোলে ?
ও কি সৌদামিনী মেঘের গায়
(দেখ্ দেখিগো সহচরি)
না কি পীতবসন দেখা যায়
ও কি মেঘের গর্জ্জন শুনি
(বল্ দেখি গো ও সজনি)
নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ।"

কোন অশিষ্ট সমালোচক রাধাকৃষ্ণের এই প্রেম নিতান্ত বিলাস-পূর্ণ ও হীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার উত্তরে আর কি বলিব ! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আরতি দেখিয়াছেন, চৌদলায় আবিরে রঞ্জিত শ্যাম বিগ্রহের কপোলে অলকা তিলকার চিহ্ন ও পঞ্চপ্রদীপের আলোতে সেই বিগ্রহ ঝলমল করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার মাথায় ময়ুর-পুচ্ছ যখন দীপের ক্ষিপ্র আলোকে ইন্দ্রধনুর মত চোখ ধাঁধিয়া দিয়াছে, পীতাম্বরে বিদ্যুতের প্রভা খেলিয়াছে ও মুক্তামালা দূরগগনে দুলিত বক-শ্রেণীর মত দেখাইয়াছে—সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নিমেষহারা ভক্ত গায়ক-কণ্ঠে 'কুঞ্জের দ্বারে কে ঐ দাঁড়িয়ে' গানটি শুনিয়াছেন—আরতির এইরূপ শত শত পুণ্যদৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা যে রাধার উক্তি ভক্তের ব্যাকুলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত স্তোত্র ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারেন এমন ত মনে হয় না। ভারতবর্ষের দেবমন্দিরে যাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের বহির্দ্বারে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসুন,—

কোনদিন না কোনদিন মাতৃস্তন্যের জন্য পিপাসা জাগিবেই জাগিবে—যদি তিনি হিন্দুর এক বিন্দু রক্তও তাঁহার স্নায়ুতে বহন করিয়া থাকেন।

মিলনের পদ

বংশীরব শুনিয়া যে উন্মত্ততার সহিত রাধা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্যদেবের আবেগের জীবন্ত ছবি—আসন্ন মিলনের অসীম আনন্দ ও আশায় কৃষ্ণকমলের কবিত্ব সেই পদগুলিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ধনী বের হ'ল গো—
গজরাজগতি গঞ্জি গমনে গোকুলচন্দ্রে ভেটিতে।
(নিষেধ না মানিয়া এলোথেলো পাগলিনীর বেশে)
শ্যাম জয়ধ্বনি, দিয়ে যায় ধনী
যেন সুরধুনী সিন্ধু মিলিতে।
ধ্বনি শুনি ধনীর নাহি বাহ্যাবেশ
বঁধুর অনুরাগে পাগলিনীর বেশ,
এলায়ে পড়েছে সুশোভিত কেশ,
হেলে ঢুলে পড়ে চলিতে।
বাণে বিঁধা যেন হরিণীর প্রায়,
চকিত নয়নে ইতি উতি চায়,
মন্থরগতি, চঞ্চলমতি
ওগো শ্রীমতীর এ মতি নারি নিবারিতে।
কনকলতিকা কমলিনী কায়
কনকের গিরি কুচযুগ তায়
আহা মরি মরি ! কিবা শোভা পায়,
অপরূপ হের ললিতে !

তদুপরি মুখ প্রফুল্ল কমল
দেখিয়ে দুর্ল্লভে সে প্রাণবল্লভে
আজ কি সম্পদ লোভে না পারি বলিতে।
অতুল রাতুল চরণ কিরণে
সুমধুর রণে কিরণে কি রণে
রতন মঞ্জীর ছলেতে,
দেখগো সঙ্গতি সৈন্য চতুরঙ্গ
মনোরথ রথে মানস তুরঙ্গ
আনন্দ পদাতি, গর্ব্ব মত্ত হাতী
যেন রণে রতিপতি জয় করিতে।"

ধ্বন্যাত্মক কবিতা

কৃষ্ণকমল যে উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন তাহার নমুনাও অনেক পদে পাওয়া যায়; কোন কোন স্থলে তালের শব্দগুলি কবিতার ধ্বন্যাত্মক ঝঙ্কারে পরিণত হইয়াছে।

যথা কৃষ্ণ-আগমনে—

"জয় জয়কার, শুনি গোপিকার
আনন্দে মগন ত্রিভুবন জনে,
বাজে তুরী ভেরী, ধু ধু ধুঁধুঁরি,
ঝা-না-না-না রবে ঝমকে ঝর্ঝরি,
চমকে রমকে থমকে খঞ্জরী,
দ্রমিকি দামাকে দামামা সঘনে।"

এবং গৌরচন্দ্রিকায়:—

"বাজে ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ তান্
বাজে ধিগিতি ধিগিতি ধিগিতি তান্

বাজে ধিক্ কোটি-কোটি, ধিক্ কোটি-কোটি
কোটি কোটি ধিক্ তান্
বলে ধিক্ কান্, ধিক্ কান্, ধিক্ কান্!
যারা না ভজিল গৌরচন্দ্রে, না পূজিল রাধাশ্যাম,
যারা মজিল বিষয়কূপে, না করিল হরিনাম
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ তান্।"

মৃদঙ্গের বুলি এখানে যেন ভাষা শিখিয়া মানুষের কথা কহিতেছে,

মান

ও হরিবিমুখ মানবকে মানবের কথায় ধিক্কার দিতেছে। কবি মান বুঝাইবার জন্য যে পদটি লিখিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে মানের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে;—

"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণ নাম শুন্‌ব।
আর কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব,
(ও নাম শুন্‌ব না শুন্‌ব না)
এক নয়ন বলে আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,
আর নয়ন বলে আমি মুদিত হয়ে থাকি,
(ও রূপ দেখ্‌ব না দেখ্‌ব না)
এক কর সাধ করে ধরে কৃষ্ণ করে
আর করে বারে বারে বারণ করে তারে
(ও কর ছুঁইও না ছুঁইও না)
এক পদ কৃষ্ণপদে যাইবার চায়
আর পদ পদে পদে বারণ করে তায়,
(ও পদ যেওনা যেওনা নিঠুর বঁধুর কাছে)।"

মণি-মালার মধ্যে যেমন মধ্য-মণি কৌস্তুভ, কৃষ্ণকমলের কাব্যগুলির মধ্যে 'রাই-উন্মাদিনী' সেইরূপ। স্বপ্ন-বিলাসে যে ভাবের উদ্গম, রাই-

উন্মাদিনীতে তাহার পরিণতি; স্বপ্ন-বিলাসে ভাবগুলি কতকটা অসম্বদ্ধ, খুব জমাট বাঁধে নাই, রাইউন্মাদিনীর অনেক কথাই উহাতে আছে, কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে যে নিপুণতা, রচনা-কৌশল ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তাহা স্বপ্ন-বিলাসে নাই। তথাপি এই কাব্যের কয়েকটি গান বড়ই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী, "শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ" গানটির ভাব নরহরিকৃত শচীমায়ের স্বপ্নের বৃত্তান্ত-সূচক একটি পদের অনুকৃতি। বস্তুতঃ এই সকল কাব্যের সব দিক দিয়াই চৈতন্যদেবকে পাওয়া যাইবে। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন নদীয়ার তাঁহার সহচরদের অবস্থা অতি মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। শ্রীবাস দেবার্চ্চনার জন্য ফুল তুলিতে যাইয়া সাজি ফেলিয়া কাঁদিতে বসিতেন, কখনও স্নানার্থে গঙ্গাতীরে যাইয়া গৌরের স্মৃতিতে আকুল হইতেন ও ভুলিয়া যাইতেন যে তিনি স্নান করিতে আসিয়াছেন, গঙ্গাতীরে মধ্যাহ্ন সূর্য্য হেলিয়া অস্ত যাইত, তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া অবগাহন করিতেন। কখনও তাঁহার আঙ্গিনার ধূলি যাহাতে তাঁহার প্রিয় গৌরের পদাঙ্ক ছিল, তাহাই গায়ে মাখিয়া সেই অনাবৃত স্থানে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। গদাধরের চক্ষু কাঁদিয়া আরক্তিম হইত ও হরিদাস অপরকে বুঝাইতে যাইয়া স্বীয় দীর্ঘ শ্মশ্রু অশ্রুসিক্ত করিতেন। এই সকল দৃশ্য হইতে ভাব সঙ্কলন করিয়া কৃষ্ণকমল লিখিয়াছিলেন,—

তুলনায় সমালোচনা

"তাই ভেবে কি ভাইরে সুবল
ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই।
আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই।"

বস্তুতঃ এই বৈষ্ণব সাহিত্যের একদিকে অতি কোমল স্নিগ্ধ-করুণ প্রেমের আর্ত্তি—অন্যদিকে সাধনা; একদিকে রাধার পূর্ব্বরাগ—অভিসার,

মিলন ও বিরহ, অপরদিকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস, মিলনানন্দ, ও কৃষ্ণ-শূন্যতা; এই সাধনার ক্ষেত্রে যে কবিত্বের ফুলতরু জন্মিয়াছে,—তাহা এই জন্য মহাজন পদাবলী নাম পাইয়াছে; ইঁহাদের জন্ম অমর দেব-মন্দিরের আঙ্গিনায় অমৃতকুঞ্জে,—পাঠকগণ এই পদ-সাহিত্য পড়িলে পবিত্র হইবেন, কারণ এই সর্ব্বস্বপণ প্রেম যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাধনভজনের ফলে ইহার এরূপ কম-কান্তি হইয়াছে।

"বিচিত্র-বিলাসে" অনেক রঙ্গরস আছে, কিন্তু ইহার আপাতচপল মঞ্জীর-মুখরিত নর্ত্তনশীল পদ নারদের বীণার তাল রাখিয়া কৃষ্ণগুণ গানের পথেই চলিতেছে। এই বইখানির মধ্যে নিরন্তর ফল্গুনদীর ন্যায় অতি উচ্চ প্রেমের সুর ধ্বনিত হইতেছে, যদিও সাধারণ পাঠক তাহা মাঝে মাঝে ঠিক ধরিতে না পারেন। বিচিত্রবিলাসে কবির হাত ক্ষিপ্র হইয়াছে, কবির আনন্দ শত শত কৌতুক ও রঙ্গরসের কথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সেই খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি কুড়াইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহাতে পূজারীর নিজের হাতের আঁকা রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির ছাপ আছে, তাহা সাধারণ নায়ক-নায়িকার মূর্ত্তি বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

উপসংহারে আমরা কৃষ্ণকমলের রচিত আর একটি গান উদ্ধৃত করিব, উহা তাঁহার 'ভরত-মিলনে' আছে। রাম-বনবাসে ভরতের উক্তি—

ভরত-মিলন

"এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দেরে ভাই—
আর যে আমার রাজবেশে কাজ নাই রে—
যদি যোগী হ'লেন রঘুবর
তবে আমাকেও ভাই যোগী কর;

ভাই শত্রুঘন্ করয়ে ধারণ
এই গজমতি হার,
আমার হিয়ার আভরণ
শ্রীরামচরণ
এ ছার হারে কি কাজ আর!
এই লও ধর বলয় কেয়ূর
ইথে নাহি প্রয়োজন,
আমার করের ভূষণ
অমূল্য রতন
শ্রীরামপদ সেবন,
রতন উজ্জল, কুণ্ডল যুগল
করিলাম পরিহার ;
রামগুণ গান—সে নাম শ্রবণ
আমার শ্রবণের অলঙ্কার।
আমার মণির মুকুট খুলে নেরে
আমার শিরে জটা বেঁধে দেরে
আমার রাজবেশে কাজ নাই।
প্রভুর শীতল চরণ পরশ পেয়ে
আছে পথের ধুলো শীতল হয়ে
আমার অঙ্গে মেখে দেরে।"

তাঁহার কীর্ত্তনগানগুলিতে ধারাবাহিকরূপে চৈতন্যের জন্ম, বিবাহ, দিগ্বিজয়ী জয় ও সন্ন্যাস বর্ণিত আছে।

গন্ধর্ব্ব-মিলন

"গন্ধর্ব্বমিলন" রূপগোস্বামীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের ভাবানুবাদ।

অনুপ্রাস (৩)

বাঙ্গালাভাষার প্রথমযুগের নমুনা আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা নিতান্তই গেঁয়ো; তার উপর তাহা প্রাদেশিকত্বের দরুণ একান্তরূপ আড়ষ্ট। চট্টগ্রামের লেখা পুঁথি বর্দ্ধমান জেলার লোকের বুঝিতে হইলে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে হইবে। মিল, ছন্দ, শব্দ-লালিত্য এ সকল অতি বিরল, কেবল বাজে লোকে চীৎকার করিয়া খোল করতাল বাজাইয়া সেগুলিদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছে।

আদিযুগের বাঙ্গলা

তার পরের যুগে সংস্কৃতের প্রভাবে বাঙ্গলা নব কলেবর লাভ করিল। সংস্কৃতের ছন্দ আসিয়া বাঙ্গালী পয়ার ও লাচাড়ীকে কুক্ষীগত করিল; শত শত সংস্কৃত শব্দ অবাধে বাঙ্গলাসাহিত্যের কুঁড়ে ঘরে ঢুকিয়া তাহার শ্রী বদলাইয়া ফেলিল। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, ও মালাধরবসু যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি ভারতচন্দ্রে। বাঙ্গালী সংস্কৃত শব্দসম্পদে মুগ্ধ হইয়া এই ভাষাটাকে যতটা টানিয়া সংস্কৃতের কাছাকাছি আনিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা এই চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাঁহাদের রাজা। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁহার বাঙ্গলা কাব্যগুলিতে সংস্কৃত হইতেও বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বাঙ্গলাতে লঘু গুরু উচ্চারণ নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের তোটক ও ভুজঙ্গ প্রয়াতে সংস্কৃতের অনুযায়ী লঘুগুরু উচ্চারণ রক্ষা করিয়া আবার পদগুলি সমিল করা হইয়াছে। এই যেটুক বাঙ্গালী কবি দিলেন, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও তাঁহাদের ছন্দের অধ্যায়ে ততটা চান নাই। সুতরাং বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত হইতে এক পা এগিয়া আসিলেন।

সংস্কৃতের যুগ

তারপর ভারতচন্দ্রের পদে মাঝে মাঝে অনুপ্রাস ও শব্দ-লালিত্য যাহা আছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দেও তাহা নাই। বাঙ্গালী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন করিলেন।

অবশ্য মানুষ কোন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে সে স্থির হইয়া থাকিতে চায় না। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা আসিয়া আরও উৎকট সংস্কৃতের বোঝা বাঙ্গলাভাষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়াতে, সে ঘাড় প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার দাখিল হইয়াছিল। খানিকটা পর্য্যন্ত সোনা-রূপা যাহাই পর না কেন, সেগুলি অঙ্গ-শোভন হয়,—কিন্তু তার বেশী হইলে অলঙ্কার বোঝায় পরিণত হয়; ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণের এই সীমা নির্দ্ধারণ করিবার শক্তিটা ছিল না।

সংস্কৃতের অত্যাচার

কিন্তু সংস্কৃত বাঙ্গলাভাষার কতকটা বল তাহা অবশ্য স্বীকার করিয়াও এটা বলিতে হইবে যে, আমাদের ভাষার নিজস্ব একটা বল আছে, তাহা কম নহে। আমার মনে হয় বাঙ্গলা ভাষার নিজের সেই বলই অতি প্রধান বল। আমাদের ভাষা দ্রাবিড় ভাষার নিকট কতটা ঋণী, বিজয় মজুমদার মহাশয় তাহা গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন। আবার উত্তরপূর্ব্বের তিব্বত-বর্ম্ম ভাষা এই ভাষার গঠনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা জে, ডি, এণ্ডার্সন জীবন ভরিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রাখালরাজ রায় মহাশয় বাঙ্গলাভাষার আদি খুঁজিতে যাইয়া তিব্বতদেশীয় ভাষা দিয়াই ইহার গোড়া পত্তন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের হাতে বিষয়টির মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দিয়া আমি একটা মাত্র কথায় জোর দিব, ভাষার গোলমালে তর্ক বিতর্ক লইয়া আমি ব্যস্ত হইব না।

বাঙ্গলার স্বকীয় বল

সেই আদিম ভাষার শব্দসম্পদ্ বড় কম ছিল না, এবং এই ভাষায় কথা বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে কত শত সূক্ষ্ম বিচিত্রতা ছিল, তাহা সংস্কৃত-পণ্ডিতের চক্ষু প্রথম প্রথম এড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরে যখন রাজসভার পণ্ডিতবর্গের প্রশংসার গণ্ডী ছাড়াইয়া বঙ্গভাষা জনসাধারণের দুয়ারে উপস্থিত হইল, তখন সংস্কৃতের তোড় জোর ও আসবাব তাহাকে কতকটা ছাড়িয়া আসিতে হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং জনসাধারণের ভাষাও আর তখন ময়নামতীর গানের ভাষার মত একবারে পাড়াগেঁয়ে রকমের ছিল না।

এইবার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষার মিলন ঘটাইয়া বাঙ্গলা-প্রাকৃতের জোর কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা—এমন কি পাঁচালীকারক ও তরজা-রচকেরা—এইবার সেই সুযোগ সন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন; কারণ তাঁহারা এবার শুধু রাজা ও পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসা-পত্রের প্রত্যাশী নহেন, এখন তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত।

কবিওয়ালা প্রভৃতিরা এই বল-আবিষ্কারক

তাহারা ব্যাকরণ জানে না, ব্যাস বাল্মীকির মর্ম্ম তাহারা বোঝে না, তাহাদের কাছে 'বাহবা' নিতে হইলে কবিকে শুধু কথিত ভাষারূপ অস্ত্রই ব্যবহার করিতে হইবে। আগেকার কবিরা নিজেদের ভাষাগ্রন্থে সংস্কৃত কোন কাব্য বা শ্লোকের ইঙ্গিত দিলেই পণ্ডিতেরা খুসী হইতেন, কিন্তু এখনকার বিচারকগণ এক হিসাবে বড় শক্ত। তাহাদিগকে শুধু কথা দিয়া ভাব দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, পাণ্ডিত্য এ হাটে বিকাইবার নহে।

এই ক্ষেত্রে দাশরথীরায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কবিরা অসামান্য

চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপ্রাস লইয়া অনেক পণ্ডিত পরিহাস-রসিকতার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সংখ্যাতীত প্রণিপাত জানাইয়া আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই বাঙ্গলা-কবিদের অনুপ্রাসের জোরটা কোথায়, তাহা তাঁহারা সন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন কি?

শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু কবিদের এই অনুপ্রাস দেওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

রবীন্দ্রবাবুর মন্তব্য

"সঙ্গীত যখন বর্ব্বর অবস্থায় থাকে, তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক্, তাল-প্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। একশ্রেণীর কবিতার অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার ফল। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় আর নাই।"

দাশরথী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি অপরাপর লেখকদের কথা আমি ছাড়িয়া দিতেছি, তাঁহাদের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লেখকদের মধ্যে কৃষ্ণকমল অতি বিশিষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আমরা এক্ষেত্রে এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী মনে করি, সুতরাং ইঁহার ভাষা আলোচনা করিলে এই অনুপ্রাসের রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইবে।

"বর্ব্বর অবস্থা" নহে

কৃষ্ণকমল একজন সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, সঙ্গীত বিদ্যায়ও তদ্রূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি এক সঙ্গীতাচার্য্যের নিকট রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি মনোহরসাহীর চূড়ান্ত মাধুর্য্য বজায় রাখিয়া নানা রাগ-

রাগিণীর লীলাক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে। কোনও সময় তালের দ্রুত ছন্দ, কোথাও মন্থরগতি, লোভা ও দশকুসীর করুণ বিলাপাত্মক ছন্দ ও খয়রার বিদ্রুত চঞ্চলতা,—এ সমস্তই ভাবের অনুসরণ করিয়া বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। এই গানগুলি "সঙ্গীতের বর্ব্বরাবস্থার" নহে,. ইহা ভাবুক ও পণ্ডিতগণের পরম উপাদেয় হইয়াছে, সুতরাং এ গুলিতে "অশিক্ষিত চিত্ত মাতিয়া উঠে নাই।"

কৃষ্ণকমল ও তাঁহার শ্রেণীর লেখকেরা বঙ্গভাষার এক অনন্যসাধারণ শক্তি আবিষ্কার .করিয়াছেন। কথিত বাঙ্গলার—সংস্কৃত-মণ্ডিত বাঙ্গলার নহে—এক অসামান্য সম্পদ আছে। এক একটি চলিত কথার বহুরূপ প্রয়োগ বাঙ্গলা কথিত ভাষায় পাওয়া যায়, সেই সকল কথার আবার বহুরূপ অর্থ আছে। ভদ্র সমাজের ও শিক্ষিত লোকদের আড়ালে মেয়ে-মহলে ও হাটের কোলাহল মধ্যে যে ভাষা অনাড়ম্বরে পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যে কত শত শব্দ অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র অর্থ লইয়া নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহার কোন খোঁজই রাখিতেন না। এই উপেক্ষিত জনসাধারণের ভাষা রাজদ্বারে লাঞ্ছিতা হইতে পারে, কিন্তু গুণীর নিকট ইঁহার গুণ হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণকমল এই মহাশক্তির সন্ধান পাইয়া সেই জনসাধারণের ভাষা হইতে বহুল পরিমাণে শব্দ চয়ন করিয়া তাহার বিশিষ্টতা প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার শ্রেণীর কবিরা যে অনুপ্রাস লইয়া এত আড়ম্বর করিয়াছেন, তাহার মূলে এই আবিষ্কারজনিত আনন্দ।

শব্দগুলির বিচিত্র ভঙ্গী ও অর্থ।

ধরুন্ একটা অতি সাধারণ গান "কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই বনে"—এক "রাই" শব্দটির প্রয়োগের নিপুণতার দিকে লক্ষ্য করুন্। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত এই ক্ষুদ্রপ্রাণ কথাটি জুড়িয়া দিলে

ইহা কিরূপ শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

কৃষ্ণকমলের লেখা হইতে উদাহরণ

এটি সংস্কৃত শব্দ নহে, একবারে খাঁটি প্রাকৃত। পূর্ব্বোদ্ধৃত ছত্রটির অনুপ্রাস কানে বাজে না, কিন্তু তাহা উহার লালিত্য কি অসামান্য রূপে বাড়াইয়া দিয়াছে! এটি অবশ্য কৃষ্ণকমলের রচিত নহে, কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এ গানটি প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা এই ছত্রটিই নমুনাস্বরূপ প্রথম দিলাম। কৃষ্ণকমলে এইরূপ অনুপ্রাসের উদাহরণ শত শত আছে। আমি যথেচ্ছা কতকগুলি উদাহরণ দিয়া যাইতেছি।

১ "শ্যাম-দর্শন পণে রাই দেবীকে কিনি নিবি কে ?"

২ বঁধু গেল উপেখিয়ে, প্রাণ রবে আর কি দেখিয়ে

৩ সাজাইয়া রাই লয়ে সনে, বসাইব একাসনে

৪ সহসা কি দশা দেখি সবাকার, শবাকার যেন হৈল সব্ আকার

৫ আর এক দুঃখ শুন কৈতবে অকৈতব ভাবে ঘটালে কৈতবে

৬ বসুধা হইল সুধা (শূন্য)

৭ যে ভাবেতে রেখে এলেম রাধিকায়, এতক্ষণ বুঝি ত্যজেছে সে কায়

৮ মানের ভরে ছেড়ে প্রাণ-কান্তে,
শেষে মরতে হবে কান্তে কান্তে

৯ সেধে সেধে নিতুই নিতুই, না নিলে যাবিনে তুই

১০ হেরি নব জলধরে, নয়নে কি জল ধরে

১১ বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম নিকরে

১২ যার প্রেমাবেশে বানাও এই বেশ,
এবে সে করে গো কাননে প্রবেশ
হয়েছে যে বেশ—তাই বেশ্ বেশ্

১৩ তোমাদের যে মাণিক, হয় যদি প্রামাণিক

১৪ অবলার কি আছে মান বিনে
মান রাখ্‌তে কারু মানাই যে মান্‌বিনে।

১৫ সাধ ক'রে সোনা কে না পরে থাকে নাকে।
সে সোনা কাটিলে নাক—ত্যাগ করে না কে ?

১৬ তোরা ভাই বুঝায়ে যায়, বনে নে ভাই আমায়

১৭ চল সবে যাই কানাইকে আন্‌তে
দাদা হলধরে, ডাকে শিঙ্গার স্বরে তাতো হবে মান্‌তে

১৮ দেখে তোর সুখের কান্‌না প্রাণ না কাঁদে কার্‌ না ?

১৯ আমার অঙ্গের ভূষণ ছার্‌ রূপা সোনা
সখী সঙ্গের ভূষণ কৃষ্ণ উপা(সো)সনা।

২০ আমার শ্রবণ বা(সো)সনা রাই নাম শোনা

২১ যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শ(শো)রীরে

২২ আমি যে রাধার লাগি হ'লেম বনবাসী
ধরা চূড়া বাঁশী কতই ভালবাসি

২৩ দুপায়ে ঠেলিলি সুহৃদের রীত, প্রমাদ ঘটালি করিয়ে পিরীত

২৪ সেকি আমার ভুলিবার বাছা, সে যে আমার জগৎ-বাছা

২৫ বল্‌ দেখি এ রবে, কে ঘরে রবে ?

২৬ নেত্র-পলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে

২৭ যতই কাঁদে বাছা বলি সর সর, আমি অভাগিনী
বলি সর্‌ সর্‌, নাহি অবসর কেবা দিবে সর।

২৮ সেবি পদ ঘুচাইব সে বিপদ

২৯ আমার মরণ সময়ে কি কাজ ভূষণে,
এ ভূষণ কভু নাহি যাবে সনে

৩০ কোন্ কাননে ধেনু চরায়, দেখিয়ে বাঁচাও ত্বরায়

৩১ একখানি বাঁশের আগালে, নিদাগ কুলে দাগ লাগালে

৩২ মনে পড়েছে বুঝি বন, এস দেখে জুড়াই জীবন

৩৩ কর্‌তে বলিস্ বা কি, কর্‌বার আছে কি বাকী ?

৩৪ যে মুরলী নিয়ে ফির্‌তে ঝাঁকেপাকে
সে মুরলী আজ পড়েছে বিপাকে

৩৫ শ্যাম সনে, রাই দরশনে

৩৬ শশীমুখে বাঁশী কতই বাজাবে, বলে কুল যাবে

৩৭ একদিন কুঞ্জে মিলন দোঁহার, গলে ছিল বঁধুর নীলমণি হার

৩৮ তোর নিঠুর বচন-বাজে, সবারি মরমে বাজে,

৩৯ যত ভ্রমরা ভ্রমরী, দে'খ যেন আছে মরি
মরি মরি দেখি প্রাণে বাজে

৪০ কি বল্‌বে বা লোকে, হায় যে বাল(লো)কে,

৪১ হেন শশধরে, কোন্ প্রাণে ধ'রে

৪২ সে নবনী অবনীতে প'ড়ে র'ল গো

৪৩ যত শুকসারী, নিকুঞ্জে রৈল সারি সারি

৪৪ যে হ'তে নাই, রাম কানাই

৪৫ দেখা হ'ল কই, এ দুঃখ আর কারে কই ?

৪৬ আমার প্রাণ এ বিরহে, রহে বা না রহে

প্রতি পত্রেই এইরূপ অনুপ্রাস পাওয়া যাইবে। আমি একথা বলিতেছি না যে সব জায়গায়ই অনুপ্রাসগুলি খুব উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-সূচক হইয়াছে, কিন্তু বহু স্থানে যে তাহা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; অনেক স্থলে সেগুলি এরূপ সহজ ভাবে আসিয়াছে যে কবি সেগুলি কোন চেষ্টা করিয়া আনেন নাই—তাহা

অনুপ্রাস বলিয়া চোখে ঠেকিবে না, অথচ অনাড়ম্বরে সেগুলি ভাষার লালিত্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

আমাদের কথিত বাঙ্গলার সমৃদ্ধি যে এই সকল অনুপ্রাসে কি পরিমাণে দেখাইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ধরুন্ একটা শব্দ "ভাল"—কৃষ্ণকমল এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"ভাল ভাল বঁধু ভাল ত আছিলে, ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে" এখানে প্রথম "ভাল ভাল" অর্থ "বেশ, বেশ", দ্বিতীয় "ভাল" অর্থ সুস্থ, তৃতীয় "ভাল" অর্থ "উপযুক্ত", চতুর্থ "ভাল" অর্থ "উৎকৃষ্টভাবে"—ইহার পরেও বাঙ্গলার চলিত ভাষায় আর একটি "ভাল" আছে—তাহার অর্থ "কপাল" এবং "বাসি" শব্দের সঙ্গে ঐ শব্দটি যুক্ত হইলে তাহার যে অর্থ হয় তাহা সকলেই জানেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালী যেরূপ সূক্ষ্মভাবে মস্‌লিন বুনিয়াছিল, যেরূপ নিপুণতার সহিত ঢাকার কারিগর সোনার তার দিয়া অলঙ্কার গড়িত, কথিত ভাষার ছোট ছোট শব্দগুলির মা'রপেঁচ দেখাইয়া বিশেষরূপে বঙ্গ মহিলারা এই ভাষাতে সেইরূপ নানা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাবের বুননি দিয়াছিলেন। অন্তঃকরণের কোমল ভাবগুলি বুঝাইতে কথিত বাঙ্গলা ভাষার যে সম্পদ আছে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তাহা আছে কি না জানি না; এজন্য কেরি, এণ্ডার্সন, স্ক্রাইন প্রভৃতি সাহেবেরা এ ভাষার অতুলনীয় সম্পদ সম্বন্ধে এত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, স্ক্রাইন সাহেব লিখিয়াছেন, "Bengali combines the malli-fluousness of Italian with the power possessed by German for expressing complex thoughts" (বাঙ্গলা ভাষা ইটালিয়ান ভাষার মধুবর্ষী লালিত্যের সঙ্গে জার্ম্মান ভাষার জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা

বিদেশী পণ্ডিতদের প্রশংসা

রাখে)। উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল, তাহা হইতে ঢের বেশী উদাহরণ কৃষ্ণকমলের পুস্তকেই আপনারা পাইবেন,—গোবিন্দ অধিকারীর "হাটে বিকোয় নাক অন্ন সুতো, বিনে তাঁতি নন্দের সুতো" এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। এক 'সর' শব্দের কত অর্থ তাহা ২৭ নং উদাহরণে দেখিবেন, যখন অতি ক্ষিপ্রভাবে কথা বলিবার দরকার তখন কটমট কথায় বাঙ্গালী মেয়েরা পশ্চাৎপদ নহেন,—তাহা 'খচ মচ' হইলেও আমাদের ভাষার অসামান্য শক্তি প্রমাণ করে, যথা রাই উন্মাদিনীতে :—

"হঠাৎ আসিয়া হটে
দেখা দিয়ে পথে ঘাটে
বাটে বাটে বাটপাড়ি করিয়া পলায়
ক'রে কত সাটিবাটি, বেড়াইত বাটী বাটী
কটিতটে আঁটে শাটী,
সবে মিলে মালসাটি
আঁটি সাটি দ্রুত হাঁটি চল না ত্বরায়।"

চলিত কথার উপর কবির কতটা অধিকার ছিল, তাহা এই ভাবের পদগুলি দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের কথিত ভাষার এই জোর বাঙ্গালী মেয়েদের ছড়াগুলি আলোচনা করিলেও বিশেষভাবে দেখা যাইবে, (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ দেখুন), শব্দ ও শব্দাংশগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে এ সকলের পুষ্টি অন্দর মহলেই বেশী হইয়াছে।

কৃষ্ণকমলপ্রমুখ কবিগণ এই যে আমাদের চলিত ভাষার নানারূপ ভঙ্গী, অর্থের বৈচিত্র্য ও অনুপ্রাস মিলাইবার আশ্চর্য্য সুযোগ দেখাইয়াছেন, অতি দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার অভিধান সঙ্কলনকারীরা

এখনও তাহা টের পান নাই, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু ইহাতে তালের 'খচমচ' ছাড়া আর কিছু পান নাই। আমাদের বৈয়াকরণ ও অভিধানরচয়িতারা এখন পর্য্যন্তও সংস্কৃতের পাদোদক পান করিয়া মসগুল হইয়া আছেন, তাঁহারা গিল্টির গহেনার তারিপ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাবলী একদিকে দণ্ডাচার্য্য ও অপর দিকে পাণিনীর গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, অথচ এই ভাষা যে স্বকীয়রূপের প্রভায় আলো করিয়া পল্লীর কুটীরে কুটীরে ঘরের লক্ষীর ন্যায় অপূর্ব্ব অথচ সহজ উপাদেয় শত শত সামগ্রী পরিবেশন করিতেছেন তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি প্রতিদিন এড়াইয়া যাইতেছে, এবং যে কবিরা নিজেদের ভাষার প্রকৃত জোর কোথায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সঘৃণ উপেক্ষা পাইয়া আসিতেছেন। ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর অভিধান এই কবিওয়ালা ও যাত্রা-লেখকদের নিকট যতটা মাল্ মসলা পাইবে, তাহা অপর কোন স্থানে এতটা পরিমাণে পাইবে কিনা সন্দেহ।

আভিধানিকদের নিশ্চেষ্টতা

ভারতচন্দ্রের পরে কৃষ্ণকমল। ভারতচন্দ্রে বঙ্গভাষার ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। শব্দের মাধুর্য্য ও শক্তি আবিষ্কার করার পক্ষে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি অল্প ছিল না। কিন্তু তাঁহার কবিত্বের প্রেরণা বিশেষভাবে জোগাইত সংস্কৃত-সাহিত্য, এজন্য তিনি খাঁটি চলিত কথার সম্পদ হাতে পাইয়াও সংস্কৃতের আইন কানুন দিয়া তাহা মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন, ধরুন তাঁহার অতুলনীয় ছত্রটি "ছলচ্ছল, কলকল, টলট্টল তরঙ্গণ" গঙ্গাধারার প্রবাহ, মিষ্টনিনাদ ও নির্ম্মলতা—এই তিনটি ভাব যে তিনটি বিশেষণ দ্বারা, তিনি বুঝাইয়াছেন, তাহা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ, অথচ তিনি

দুই যুগের দুই আদর্শ

প্রত্যেকটি শব্দের তৃতীয় অক্ষরটি সংযুক্ত বর্ণে পরিণত করিয়া বাঙ্গলাটা সংস্কৃতের ছন্দে মার্জ্জিত করিয়া লইয়াছেন। এই সংস্কৃতের আলোকে আলোকিত জগৎ পার হইয়া আমরা কবি ও যাত্রাওয়ালার রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছি। সহরের বিরাট সৌধমালাসঙ্কুল, তরুলতা-বিরল দৃশ্যাবলী হইতে আসিয়া এখানে যেন আপনার গাঁয়ে পড়িলাম; এখানে যাহা কিছু পাইতেছি তাহা আজন্ম ঘনিষ্ঠতার দরুণ এবং বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা ও প্রতিভাব্যঞ্জনার জন্য এ যেন আমাদিগের নিজ রাজ্যে নিজ মর্ম্মের নিকট ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

রবীন্দ্রবাবুকে কৈফিয়ৎ দেওয়া।

কৃষ্ণকমলকে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ও অপরাপর স্থানে 'প্রশংসা করার দরুণ শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রবাবু তাঁহার কোন প্রবন্ধে আমার প্রতি প্রসন্নভাবে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। যখন বিদ্রূপের বাণ স্বাভাবিক সৌজন্যে মণ্ডিত হইয়াও এত বড় উঁচু জায়গা হইতে আসিয়াছে, ও অনু-প্রাসের কথা লইয়া যখন তিনি প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন, তখন আমার এ সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার সুযোগ আমি ছাড়িতে পারিলাম না।

রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন :—

"আমাদের বন্ধু দীনেশবাবুকর্ত্তৃক পরম প্রশংশিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহা কাহাকেও বাধা দেয় না।

"পুনঃ যদি কোন ক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে করে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।"

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে একার যোগ করা একবারেই

নিরর্থক ; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত একার উকার স্থানে অস্থানে ভাবিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

"আমাদের যাত্রায় ও পাঁচালীর গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।" সবুজ পত্র, ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ৮৯—৯০ পৃঃ।

প্রথম ছত্রের "ক্ষণের" পরিবর্ত্তে "ক্ষণ" থাকিলে অর্থবোধ সহজ হইত না, ব্যাকরণানুসারেও তাহা সিদ্ধ হইত না, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী 'ইক্ষণ' ও 'রক্ষণ' 'এ'কারযুক্ত হইয়াছে। পদ্যে এই রকম ব্যবহার চলিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর গদ্যে "কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে" কথাটার মধ্যে শব্দ দুইটির স্থলে "শব্দটা" লেখা যে ব্যাকরণ মতে একটু বেহিসাবী হইয়াছে,—তাহা তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই সকল অনুপ্রাস মাঝে মাঝে চেষ্টা করিয়া তৈরী করিতে যাইয়া কবি তাঁহার লেখাটা কিছু শ্রুতিকটু করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চারিটি "ক্ষণ" শব্দের যে অন্ততঃ তিনটির পৃথক অর্থ আছে, তাহা দেখাইবার একটা বাহাদুরী আছে। কোন কোন স্থানে অনুপ্রাস অনায়াসে আসিয়া সুন্দর হইয়াছে, কোথায়ও তাহা চেষ্টা করিয়া আনাতে পদ-লালিত্যের ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু ভাষার সম্পদ যাঁহারা নূতন ভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি হওয়া স্বাভাবিক, নূতন আবিষ্কারকে লোকে একটু বাড়াইয়া দেখিয়া থাকে, তার পর, পড়িতে গেলে যে পদটা চোখে ঠেকে গানে সেগুলি বেসুরো শোনায় না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে এ গুলি গান।

রাধা-কৃষ্ণের দোলমঞ্চের নিকট দাঁড়াইয়া চোখ মুখ আবিরে রঞ্জিত করিয়া, কুঙ্কুম ও তুলসীপত্রবাহী সুগন্ধ সমীর ও আকাশ ফাগের ছটায়

আরক্ত ও আলোকিত দেখিয়া, আলুলায়িতকুন্তলা বিরহিণী রাধার মুখে যখন শুনিতাম "আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলি বাজিলে বাঁশী—বঁধুর লাগি পিছল-পথে", কিম্বা "আমি শ্যাম-প্রেম সুখসাগরে—ভাসিয়া বেড়াতাম সখী, চাইতাম না পালটি আঁখি—পাপ ননদিনীর পানে" তখন মন যে দিব্যলোকে আরোহণ করিত, তাহার নেশা আমি এখনও কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য যদি আবাল্যসংস্কারের দরুণ আমার এই সমালোচনায় কতকটা পক্ষপাত আসিয়া পড়িয়া থাকে—তবে তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু এই সংস্কার শুধু আমারই নহে, শত শত, সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং এখনও আছে। যে গান দেশের বহুজনতার প্রাণে এরূপ অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছে—আমার যদিই তাহা ভাল লাগিয়া থাকে, তবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য হয় নাই এবং প্রতিপক্ষ সমালোচকও তাহাতে খুব দোষ দিতে পারিবেন না। কিন্তু শৈশব-সংস্কারের জন্য শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু কোন কোন কবির কবিতার প্রতি অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া কতজন পাঠক সায় দিবেন জানি না। তাঁহার প্রিয় এই কবিতাটি তিনি তাঁহার এক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সর্ব্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে ঝালা ফালা
উঃ কি জলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

এই কয়েক ছত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা" এই মন্তব্যের আলোচনা অনাবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর মতে এই লেখার পূর্ব্বে কোন আধুনিক বঙ্গীয় কবি আর

নিজের মনের কথা বলেন নাই। আমরা সেই কবির প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন নহি। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি ছত্র ধরিয়া তাঁহাকে এই অপূর্ব্ব প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, কবি সম্রাটের যথেচ্ছাচার কি তাহাতে দৃষ্ট হয় না? আমার কৃষ্ণকমল-ভক্তি কি এতটা উর্দ্ধে উঠিয়াছে?

কবিওয়ালাদের প্রতি রবীন্দ্রবাবুর মন্তব্য

"কবি"গণের প্রতি শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই নিকট পীড়াদায়ক হইবে। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসুও একজন ছিলেন, যিনি নববধূর বিরহ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি ব'লে বলা হ'ল না,
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।"

এই কয়েকটি ছত্রে আধফোটা কলিটির সুবাসের ন্যায় বঙ্গীয় বধূর নবজাত সলজ্জ প্রেম যেন ভয়ের সহিত আধ-কথায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার পরের দুই ছত্র অতুলনীয়।

রাম বসু

"হাসি হাসি আসি যখন সে 'আসি' বলে, সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন-জলে"—সে এরূপ নিষ্ঠুর, যে বিদায়ের সময়ও তাহার মুখে হাসি আসিয়াছিল। সেই হাসি দেখিয়া নববধূর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। "তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় রাখিতে, লজ্জা বলে "ছি ছি ছুঁয়ো না" এ যে "বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না," এ বঙ্গ-কুটীরের সেই ফুল-কলিকার প্রেম। বাঙ্গলা ঘরের নববধূ অপর যাহাই হউন না কেন, তিনি বক্তৃতাদায়িনী ছিলেন না।

"তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনী,
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।"

তার হাসি মুখ দেখে কান্না আসিল; কিন্তু সে কান্না তাঁহাকে দেখিতে দিলাম না, মুখ ঢেকে চোখের জল সামলাইয়া লইলাম। এই কবিতার সমস্ত অপূর্ব্বত্ব শেষ ছত্রের "অনায়াসে" শব্দটিতে। সে অনায়াসে চলিয়া গেল, অথচ আমার প্রাণ ছিঁড়িয়া গেল।

কবিদের এইরূপ শত শত পদ আছে, যাহার তুলনা নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "উপস্থিত মত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সুলভ উপন্যাস ও ঝুঁটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে; ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।"

কবি সম্রাটের এই আদেশবাণী আমরা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলাম না। এই অপরাধে যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়—তাহা তিনি করিবেন।

প্রবন্ধ আর বাড়াইব না। কৃষ্ণকমল অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও সাধারণের কথিত ভাষাকে অবজ্ঞা করেন নাই, সেই ভাষার শক্তি তিনি অদ্ভুত ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ সংগীত শাস্ত্রবিৎ হইয়াও বাঙ্গলার দেশজ "মনোহর সাই" রাগিণীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া নানা তাল দ্বারা ভাবের বিচিত্রতার অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। বাঙ্গলার সাধারণের মনোরঞ্জন করা, তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বোচ্চ প্রেমের আদর্শ উপস্থিত করা এবং তাঁহাদিগের প্রাণপ্রিয় গৌরের লীলাকে অপূর্ব্ব কাব্যে পরিণত করিয়া পৌরজনকে উপহার দেওয়া—এই ছিল তাঁহার কাব্যজীবনের ব্রত। তিনি শেষ বয়সে প্রতিদিন লক্ষবার হরিনাম জপ করিয়া, নানা ভাবে সাধনা করিয়া—তাঁহার সেই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ, অশ্রুপ্লাবিত ও আকুল করিয়া ফেলিতেন। ইহা হইতে উচ্চ প্রশংসা-

কৃষ্ণকমল পণ্ডিত ও কবি—কিন্তু জনসাধারণের ভাব ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কারক

পত্র কোথায় থাকিতে পারে? শ্রোতৃবর্গের নয়নজলই তাঁহার সমালোচনা,—তাহা তিনি এত পাইয়াছেন যে তদ্দ্বারা তিনি শত শত নির্ঝরের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি সাধনার ফল, উহা গন্ধহীন ফুলের ন্যায় শুধু বর্ণের ঐশ্বর্য্য দিয়া চোখ বাঁধিয়া দেয় না। দেবনির্ম্মাল্যের ন্যায় তাহা মাথায় রাখিবার বস্তু, তাহা গঙ্গাধারার ন্যায় পূত,—তাহা শুধু ছবি দেখাইবার যন্ত্র নহে, তাহা প্রাণ দেয়, প্রেরণা দেয়—ভক্তি ও প্রেমের অজস্র দান বিলাইয়া দেয়।

দিব্যোন্মাদ

বা

রাই-উন্মাদিনী।

গৌরচন্দ্র।

[রাগিণী বেহাগ, তাল ধ্রুপদ]

চিন্ত চিত্ত শ্রীচৈতন্য, বদান্য-প্রধান মান্য,
শরণ্য বরেণ্য গণ্য, কারুণ্যৈকসিন্ধু [১] ধন্য।
করিতে জীব নিস্তার, করুণা ক'রে বিস্তার,
তারয়ে ভব-দুস্তর, আপনি হ'য়ে প্রসন্ন॥

(তাল রুদ্র)

প্রেম-চিন্তামণি-ধনী গৌরমণি [২]
এমনি দাতা-শিরোমণি কে ভুবনে।

১। কারুণ্যৈকসিন্ধু—করুণার একমাত্র সিন্ধু।

২। প্রেমরূপ চিন্তামণি (বহুমূল্য মাণিক্য—যে মাণিক্য হইতে যাহা কিছু চিন্তা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়) দ্বারা ধনী হইয়াছেন যিনি, এমন যে গৌরচন্দ্র।

শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-ধনে, অসাধনে,[১]
যেচে যেচে কৈল বিতরণে, দীন জনে।

(তাল একতালা)

না স্মরি, পাসরি [২] গৌর-কিশোর,
দিবানিশি বসি করিছ কি সোর,
জান না ব্রজের যশোদা-কিশোর,[৩]

(তাল ধ্রুপদ)

জীব তরাইতে অবতীর্ণ।

(তাল শোয়ারি)

তিন ভাব [৪] মনে করি, স্বাদিতে নিজ মাধুরী,
রাধার স্বরূপ ধরি নবদ্বীপে অবতরি,
নিজ ভাব পরিহরি, নাম ধরি গৌরহরি,
হরির বিরহে হরি, কাঁদে ব'লে হরি হরি।

১। শিব এবং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে ধন বাঞ্ছা করেন, তাহা বিনা প্রার্থনায় (অসাধনে)

২। পাসরি = ভুলিয়া

৩। যশোদা-কিশোর = যশোদার কিশোরবয়স্ক পুত্র (কৃষ্ণ)

৪। নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে পাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রকাশ বিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥

(তাল ধ্রুপদ—কেহ কেহ তাল সুরফাক লিখিয়াছেন।)

দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বার বার,
স্বরূপ[১] দেখারে একবার, নতুবা এবার মরি।

(তাল একতালা)

ক্ষণে গোরাচাঁদ, হ'য়ে দিব্যোন্মাদ[২],
উদ্দীপন ভাবে, ভেবে কালাচাঁদ,

(তাল ধ্রুপদ)

ধ'রতে যায় করিয়ে দৈন্য ॥[৩]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"
চৈতন্য চরিতামৃত আদি পরিচ্ছেদ ৮—৯ শ্লোক।
অথবা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত (চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ৬)

১। স্বরূপ দামোদর, পুরীতে মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী। স্বরূপকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন।

২। ভগবৎ ভাবে উন্মত্ত হইয়া।

৩। দীনতা সহকারে

প্রস্তাবনা।

—:•:—

যে অবধি ব্রজে নন্দ, হ'য়ে এল নিরানন্দ,
গোবিন্দ রাখিয়ে মধুপুরে।
সে অবধি যত দুঃখ, কহিলে সহস্রমুখ,
সে দুঃখ বর্ণিতে নাহি পারে॥
ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরে, করে ক'রে ক্ষীরসরে,
উচ্চৈঃস্বরে বলে "গোপাল আয়"।
শোকে জ্বলে দিবারাত্র, ক্ষান্ত নহে ক্ষণ মাত্র,
নেত্রজলে গাত্র ভেসে যায়॥
ক্ষণে করেন ক্রন্দন, ক্ষণে হ'য়ে নিস্পন্দন,
নন্দন-চরিত্র চিন্তি চিতে।
উৎকণ্ঠায় হ'য়ে পূর্ত্তি, স্বপ্নে দেখে সই মূর্ত্তি,
বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হয় আচম্বিতে॥
কৃষ্ণশূন্য শয্যা হেরি, উঠে হাহাকার করি,
হরি হরি কে হরি হরিল।
বিষাদে যশোদারাণী, নিজ শিরে হানি পাণি,
বিধাতারে কহিতে লাগিল॥

শ্রীনন্দালয়।

—:০:—

যশোদা ও সখীগণ।

[রাগিণী মালকোষ, তাল খয়রা
কেহ কেহ "একতালা" লিখিয়াছেন।]

যশোদা। ওরে রে দারুণ বিধি, তোর এ দারুণ বিধি,
বিধি হ'য়ে অবিধি [১] করিলি, কেন দত্ত-অপহারী হ'লি।
ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি, [২]
কৃপা করি দিলি হেন গুণনিধি,
দিয়ে দুঃখ নিরবধি, দুঃখিনীরে বধি,
কি বাদ সাধি নিধি হ'রে নিলি॥
কত শিবেরি সাধন, গৌরী আরাধন
ক'রে প্রাণভরা ধন' কোলে পেয়েছিলেম;
পেয়ে ধনের মত ধন, মনের মত ধন,
কি দোষে সে ধন হারাইলেম।

১। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।

২। প্রতিনিধি=তুল্য,

বিনে কৃষ্ণ-ধন, আছে আর কি ধন'
জুড়াব জীবন, হেরিয়ে কি ধন,
আমার বাছাধন, জগৎবাছা [১] ধন,
কি ব'লে সে ধনে বঞ্চনা করিলি ॥ ১ ॥
ছিল তোর সনে কি বাদ, সেধে রে সে বাদ,
নিয়ে গোকুলের চাঁদ, মধুপুরে দিলি ;
আমার যত ছিল সাধ, না পূরিল সাধ,
সাধে কি বিষাদ ঘটাইলি।
যদি বল হরি হরিল অক্রূর,
বৃথা কেন মোরে, কহ এত ক্রূর,
বলি' তুই অতি ক্রূর, হইয়ে অক্রূর,
সুখের রাজ-পুর শূন্য করিলি ॥ ২ ॥
সখীগণ। গাম্ভীর্য্যে সাগর তুমি, ধৈর্য্যে বসুমতী,
ত্রিভুবনে তব সম নাহি বুদ্ধিমতী।
ধরণী কাঁপিলে স্থির নহে কোনজন,
তেমনি তোমার দুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন।
পাষাণ গলিত হয় শুনিলে বিলাপ,
ধৈর্য্য ধর,ব্রজেশ্বরি ! যাবে মনস্তাপ।

১। জগৎ-বাছা=জগৎ বাছিয়া যে ধন পাওয়া গিয়াছে, জগতের সার ধন।

[রাগিণী ললিত যোগিয়া, তাল আড়া]

যশোদা। হায় আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম,
পরের কথায় ঘরে দিলেম অনল গো।
অক্রূর বা কোথাকার কে, সে আমাসবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে, সে কেন নীলমণিকে
হ'রে নিল গো।

(তাল একতালা)

আমায় কি ব'ল্‌বে বা লোকে, হায় যে বালকে,
পলকে পলকে শতবার হারাই ;
হেন শশধরে, কোন্ প্রাণে ধ'রে
করে ধ'রে বিদায় দিলেম ভাবি তাই। [১]

(তাল আড়া)

এ ঘর হ'তে ও ঘর যেতে, অঞ্চল ধ'রে সাথে সাথে,
ব'ল্‌তো দে মা ননী খেতে,
সে নবনী অবনীতে প'ড়ে র'ল গো॥

১। এরূপ চন্দ্রতুল্য পুত্রকে কোন্ প্রাণে হাতে ধ'রে বিদায় করিলাম।

ব্রজপথ।

—:o:—

সুবল।

সুবল। (সুরে)
আয় রে প্রাণের শ্রীদাম ভাই, দাম বসুদাম সুদাম ভাই,
ত্বরায় তোরা আয় ভাই সবাই,
ভাই কানাই নিয়ে বনে যাই ॥

(শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালগণের প্রবেশ)

[রাগিণী ভৈরবী, তাল রূপক]

রাখালগণ। প্রাণের ভাই সুবল, বল্‌রে তাই বল্,
ভাই ব'লে, ভাই, বল্ মিছে ডাকিস্ কি কারণ।
যে হ'তে নাই রাম-কানাই বল্, বসিলে উঠিতে নাই বল,
কার বলে আর বনে যাই বল্, ক'রতে সুখের গোচারণ।

(তাল যৎ)

শ্রীদাম। বিনে কৃষ্ণ-গুণধাম, সুখের বৃন্দাবন-ধাম,
হ'য়েছে ক্রন্দন-ধাম, শ্রীহীন শ্রীধাম।[১]

১। শ্রীধাম=বৃন্দাবন শ্রীহীন (লক্ষ্মীশূন্য) হইয়াছে।

কি ডাকিস্ ভাই, ব'লে শ্রীদাম,
শ্রীদাম আর কি আছে শ্রীদাম,
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম, জীবন মাত্র আছে নাম।[১]

(তাল রূপক)

রাখালগণ। যত ধেনু বৎসগণ দুঃখেতে হ'য়ে মগন,
মুখেতে না ধরে তৃণ ঐ দেখ্ ধরায় প'ড়ে অচেতন।

(তাল যৎ)

কৈ কৈ সে প্রাণ কানাই, কৈ কৈ সে দাদা বলাই,
কৈ কৈ সে সবের সে বল, কৈ কৈ সে দিন কৈ।
কারে ল'য়ে বনে যাব, কারে বনফুলে সাজাব,
কারে দেখে প্রাণ জুড়া'ব, কারে দুঃখের কথা কই।

(তাল রূপক)

গেলে কাননে সকলে, ঘিরিলে ভাই দাবানলে,
মরিলে সব বিষজলে, বল্ কে বাঁচাবে জীবন॥

সুবল। শুন ওহে সখাগণ, বলি সব বিবরণ,
আজ মোদের রাখালের জীবন,
জুড়া'তে রাখালের জীবন,
এসে এই বৃন্দাবন, দিলে মোরে দরশন।
আজ নিশি অবসানে, রাখালরাজে করি মনে,
অজ্ঞানে ছিলেম কতক্ষণ।

১। তাহারা আর প্রকৃত পক্ষে নাই—নামে মাত্র জীবিত রহিয়াছে।

দেখি সেই কালশশী, মোর কাছে আসি বসি,
করে চাপি ধরিল নয়ন ॥
বদন দিয়ে শ্রবণে, কহে মোর কাণে কাণে,
"বল্ সুবল আমি কোন্ জন"।
দু'করে ধরিয়া কর, দেখি অতি কোমল কর,
বল্লেম "তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন" ॥
তখনি সম্মুখে আসি, আলিঙ্গিয়ে হাসি হাসি,
ব্রজবাসীর শুভ সুধাইল।
স্পর্শেতে চেতন পেয়ে, সহর্ষে দেখিলেম চেয়ে
সে কালীয়া লুকাইল ॥
না দেখে ভাবিলেম মনে, প্রিয় সখাগণ সনে,
সাক্ষাৎ করিতে বুঝি গেল।
তাই সুধাই ভাই তোদের ঠাঁই, দেখেছিস্ কি ভাই কানাই,
দেখা দিয়ে কেন হেন কৈল ॥
শ্রীদাম। শুন ওহে সুবল ভাই, তোর ভাগ্যের সীমা নাই
তোরে দেখা দিল সে ত্রিভঙ্গ।
আলিঙ্গনে পেলি স্পর্শ, আয় ভাই তোরে করি স্পর্শ,
তোর স্পর্শে জুড়াইব অঙ্গ ॥
জানা গেল যে সম্প্রতি, সব হইতে তোর প্রতি,
অতি প্রীতি করে কালাচাঁদ।
দেখে তোরে সকাতর, আসি প্রাণসখা তোর,
দেখা দিয়ে নাশিল বিষাদ ॥

[রাগিণী টৌরি, তাল মধ্যমান।]

রাখালগণ। তাই বলিরে ভাই রে সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি।
না বুঝে তার চতুরালী, হারাধন পেয়ে হারালি ॥
যখন শ্যাম-সুধাকরে, নয়ন ধ'রেছিল করে,
তখনি তার ধ'রে করে, মোদের কেন না ডাকিলি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,[১]
যতনে[২] করি রক্ষণে, জানা'বি, তৎক্ষণে ;—
কেউ ধ'র্ব কমলকরে,
কেউ থা'কব তার চরণ ধ'রে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'র্বে বনমালী ॥
(সকলের প্রস্থান)

[প্রভাতে উঠিয়ে রাধার প্রিয়সখীগণ।
সকলে মিলিয়ে এল শ্রীরাধাসদন।
দেখে বিধুমুখী ব'সে অধোমুখী হ'য়ে।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাই সম্বোধিয়ে ॥]

শ্রীরাধাসদন।

শ্রীরাধিকা বিষণ্নবদনে উপবিষ্ট।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। উঠ উঠ বিনোদিনি, কথা বলগো শুনি,

১। কমলেক্ষণে=পদ্ম-চক্ষু কৃষ্ণ যদি দেখা দেন। ২। যত্নে ধরিয়া রাখিয়া।

কেন কমলিনি! হ'য়েছ মলিনী,
কি ভাব গো ব'সে একাকিনী?

রাধিকা। এস সবে মোর প্রিয় নর্ম্মসহচরি,
বঁধু ত এল না ব্রজে বল কি আচরি?

[রাগিণী ঝংলাট, তাল একতালা]

মরি হায় কি হইল।
সই কি করি বল্, বিচার ক'রেই বল্,
ছিল যার বলেতে, আমার করি-বল,[১]
ও সে হরি-বলকে[২] বল্ কে হরিল॥

(তাল যৎ)

আমার মনসাধ না পূরিতে, শ্যাম গেল মধুপুরীতে
ত্বরিতে আসার আশা দিয়ে,—প্রাণসজনি গো।
আমার প্রাণ র'ল তার আশাবন্ধ, হ'ল গো তার আসা বন্ধ,
—(সে যে আস্‌বো ব'লে, আর ত ব্রজে এল না গো)—
বুঝি কার আশাবদ্ধ হয়ে,[৩] —প্রাণসজনি গো।

১। যাঁর বলে আমার করীর (হস্তীর) বল ছিল।

২। হরি-বলকে=সিংহ-বলকে।

৩। কারও আশায় আবদ্ধ হইয়া তাঁর বৃন্দাবনে আসা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

(তাল একতালা)

শুন ওগো বিশাখিকে, মন বিনে দুঃখের সাথী কে,
সেবিয়ে কল্পশাখিকে, আমার কল্পনা অল্প না পূরিল ॥১॥ [১]
—(আমার কপাল দোষে সই)—

(তাল যৎ)

বঁধুর দুরুহ বিরহদাহে, অহরহঃ মন দহে,
বন দহে যেন দাবানলে,—প্রাণসজনি গো।
শ্যামজলদ অভাবে, বল সে অনল কে নিভাবে,
বুঝি এই ভাবে ম'র্‌তে হ'বে জ্ব'লে, প্রাণসজনি গো।

(তাল একতালা)

যেমন ক্ষুধিত ফণী, উগারিল নিজ মণি,
ভেকে ভুকিল অমনি, সে মণি-শোকে মরিল ফণী, [২]
আমার তাই যে হ'ল ॥ ২ ॥
(সুরে) শুন প্রাণসখি মোর দুঃখের নিদান,
প্রাণনাথ গেল তবু নাহি যায় প্রাণ।
ওরে অভাগীর প্রাণ, তোরে তাই বলি,
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হ'য়ে কোন্ কাজে র'লি?

১। কল্পতরুকে ভাবনা করিয়াও আমার কল্পনা (কামনা) অল্প পরিমাণেও পূর্ণ হইল না। যথা বিদ্যাপতি—"সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে" (কল্পতরু আমার পক্ষে বন্ধ্যার মত হইল)।

২। যেমন ক্ষুধিত সর্প তাহার মুখের মণি ফেলিয়া রাখিয়া খাদ্যের সন্ধান করিতেছিল, অমনই একটা ভেক মণিটা খাইয়া ফেলিল।

[রাগিণী ঝিঁঝিট, একতালা]

কি কাজ, নিলাজ প্রাণ, তোরে আর'
এ দুঃখে কি সুখে অন্তরে র'লি ?
ওরে যখন শ্যামরায়, গেল মথুরায়,
তুই কেন তার সনে, নাহি বাহির হ'লি ?
—(অভাগিনীর প্রাণ তখন)—
কংসারি-বিরহে, সংসারই অসার,
প্রশংসা-বিরহে [১] থেকে কি সুসার, [২]
ত্যজে সুধাসার, [৩] ভুঞ্জে কে বিষ আর,
এখন বুঝে সারাসার, সার সার বলি ॥
যার আদরে তোর ছিল শতাদর,
সে যদি ত্যজিল ক'রে হতাদর,
এখন কার আদরে বল্, হবে সমাদর,
থাকিয়ে কি ফল, হ'য়ে অনাদর।
যে প্রাণবল্লভ, কোটী প্রাণাধিক,
জগতে কি আছে তাহার অধিক,
ধিক্ ধিক্ হিয়ে, কি কাজ রহিয়ে,
এখনও ফুটিয়ে কেন না পড়িলি ॥ ১ ॥

১। কৃষ্ণের প্রশংসা বা আদর। তাঁর আদর বিচ্যুত হইয়া।
২। সুসার=লাভ।
৩। সুধার সারভাগ।

সে সব কি তব নাহি পড়ে মনে,
ধৈর্য্য ধ'রে র'লি কি ভাবিয়ে মনে,
আমি পাব ব'লে মন, দিয়ে প্রাণমন,
দাসী হ'য়েছিলেম, সে রাঙ্গাচরণে।
প্রাণনাথ যখন ক'রেছে গমন,
তার পাছে পাছে গেছে মোর মন,
তুই রে কেমন, না ক'রে গমন
এ দেহে থাকিয়ে কি সুখ পাইলি ॥ ২ ॥
—(অভাগিনীর পরাণ ওরে)—

বিশাখা। ভেবনা ভেবনা ধনি, বসিয়ে বিরলে।
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়য়ে সেবিলে ॥ [১]

রাধিকা। মনোদুঃখ কারে কই, কেবা বোঝে সই?
কি ছিলেম কি হ'লেম, আর কিবা হই।

(রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা)
সখি! শ্যাম-প্রেমসুখ-সাগরে, [২]

১। "উদ্বেগঃ কলহঃ কণ্ডু সেবনেন বিবর্দ্ধতে"।

২। এই গানের আগাগোড়া সমুদ্রের উপমাটি কবিত্বের ভাবায় বজায় রাখা হইয়াছে—মীনের মতন রাধা প্রেমসাগরে ডুবে থাক্‌তেন, মানের তরঙ্গে উভয়ের আনন্দ বাড়িত, কৃষ্ণ নবীনমেঘের ন্যায় উপরে ছায়া দিয়ে থাক্‌তেন, এজন্য দুর্জ্জনদের নিন্দাবাদরূপ রৌদ্র গায়ে লাগত না। ননদী কুমীরের মত নিজের জালে নিজে জড়াইয়া পড়িত। অক্রূর অগস্ত্যের মত গণ্ডূষ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিয়া ফেলিল। ইত্যাদি।

সদা আমি মীনের মত ডুবে রইতেম।
তখন আমি দুঃখের বেদন জান্‌তেম্ না গো।
—(সুখ-সাগরে ডুবে রইতেম)—
ভাবতেম্ এ সাগর কি শুখাইবে,
আমার এমনি ভাবে জনম যাবে।
—(এই বৃন্দাবন মাঝে)—
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতই বা বাড়িত রঙ্গ।
—(বঁধুর মনে, আমার মনে)—

(তাল খয়রা)

ছিল প্রখর মুখর দুর্জ্জন নিকর,
শারদভাস্কর প্রায় গো।
হ'য়ে প্রবল প্রতাপ, সদা দিত তাপ,
লা'গ্‌তো না সে তাপ গায় গো।

(তাল লোভা)

তাহে কৃষ্ণ-নবজলধরে, সদা থা'কৃত শীতল ছায়া ক'রে।
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে,[১] আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে ॥ ১
—(তাদের সে তাপ লাগ্‌বে বা কেন)—

১। লীলামৃত বরষিয়ে=তাঁর নানারূপ লীলার মাধুর্য্যে আমার উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যাইত।

(তাল খয়রা)

ছিল প্রেমবিবাদিনী,[১] পাপ ননদিনী,
কুম্ভীরিণীর মত ফি'র্‌ত,—(সে সাগরের মাঝে)—
সদা থাক্‌ত তাকে বাকে,[২] দে'খ্‌ত তা'কে বা কে,[৩]
আপনি বিপাকে প'ড়্‌ত[৪] ;—(সে পাপ ননদিনী)—

(তাল লোভা)

আমি ভাসিয়ে বেড়াইতেম সখি,
একবার চাইতেম না পালটি আঁখি ॥ ২ ॥
—(শ্যাম গরবে গরব ক'রে)—
—(পাপ ননদীর পানে)—

(তাল খয়রা)

হায় এমন সময়
দারুণ, অক্রূর আসিয়ে, অগস্ত্য হইয়ে,
গণ্ডূষে গ্রাসিয়ে, গেল গো,—(আমার সুখের সাগর)—
সে যে হ'রে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু,
এক বিন্দু না রহিল গো ;—(আমার কপাল দোষে)—

১। প্রেমবিবাদিনী=আমাদের প্রেমের শত্রু।

২। পাকে চক্রে আমাদেরে ধরিবার ফন্দীতে ফিরত।

৩। তাকে কেই বা লক্ষ্য করিত ? অর্থাৎ আমি নিজের আনন্দে বিভোর থাকিতাম, তাকে দেখিবার অবসর আমার ছিল না।

৪। সে আমাকে বিপদে ফেলিতে চাহিয়া নিজে বিপদে পড়িত।

(তাল লোভা)

সেই সুখের সাগর শুকাইল,

এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল ॥৩॥[১]

—(তৃষিত চাতকীর মত—এক বিন্দু বারির আশে)—

শুন শুন সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ হিয়ার ধন,

কোথা গেল মোরে উপেক্ষিয়ে।

—(আমার প্রাণবল্লভ গো)—

কি হইল হায় হায়, প্রাণ মোর বাহিরায়,

কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র না দেখিয়ে ॥

যাঁহা বিনে অতি অল্প কাল হয় যেন কল্প[২],

কত না উদ্বেগ হয় চিতে।

—(সে দুঃখ ব'লব বা কারে গো)—

না দেখিয়ে তা'র মুখ, বাড়িতেছে কত দুখ,

আর প্রাণ না পারি ধরিতে ॥

—(এখন তারে না দেখিলে গো)—

১। সমুদ্র শুকাইয়া গেল। এখন চাতক যেমন একবিন্দু জলের আশায় মেঘের পানে তাকাইয়া থাকে, আমি অসীম সমুদ্রের জল হারাইয়া সেইরূপ হইলাম, আমাকে কখন কৃষ্ণের এক বিন্দু কৃপা দেবেন, তজ্জন্য দৈবের দিকে চাহিয়া রহিতে হইল।

২। অতি অল্প কাল যাঁর বিরহে এক কল্পের (যুগের) ন্যায় বোধ হয়।

যদি ছাড়ি গেল সেহ, কি কাজ রাখিয়ে দেহ,
মনস্থির করা নাহি যায়।
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো)—
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব,
সখীগণ বল না উপায় ॥

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল খয়রা] *

আমার উপায় ব'লে দে গো, সই,
বঁধু বিনে কেমনে বাঁচিব।
আমি কোথা যাব কি করিব গো।
বঁধুর বিরহানলে, মনপ্রাণ সদা জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবাব ;
সখি বনের অনল দেখে সবে, মনের অনল কে দেখিবে,
এনে ছুরি দে গো তবে, চিরিয়ে দেখাব ;
সজনি ! বল্ কিসে বা প্রাণ জুড়াব গো ॥
যে করে আমার অন্তরে, জানে আমারি অন্তরে,
জান্‌বে কে জনান্তরে,[১] কা'রে বা জানাব।
সখি, না হেরে বঁধুর মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
সে মুখবিমুখ-মুখ,[২] কোন্ মুখে দেখাব ;
আমি এখনি প্রাণ ত্যজিব গো ॥

---

* কেহ কেহ "তাল তেতালা, ঠেকা" লিখিয়াছেন।

১। জনান্তরে=ভিন্ন জন। ২। সেই মুখ আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছে—এমন যে আমি, আমার মুখ কোন্ মুখে দেখাব ?

বিশাখা। (সুরে) বলি শুন গো বিধুমুখি !
কাঁদিলে বল ফল কি ?
বসিয়ে অরণ্যে, ওগো রাজকন্যে,
কাঁদিস্ নে আর সে শঠের জন্যে।

[রাগিণী আলাইয়া, তাল রূপক]

ধনি ! ধৈর্য্য ধর গো, রাজনন্দিনি !
এখন কাঁদ্‌লে আর কি হবে বিনোদিনি !
শঠে প্রাণ দিয়ে, চিরকাল যাবে কাঁদিয়ে,
ব'লেছিলেম যাই, শুন্‌লে না, রাই, কাণ দিয়ে,
এখন ফ'ল্‌ল তাই, সুধাকরবদনি ॥

(তাল খয়রা)

তাই বলি বার বার, ধৈর্য্য ধরিবার,
নৈলে কি এবার, প্রাণ হারাবে ?
হ'ল যা হবার, চিন্তা কি পাবার,
কৃপাপারাবার,[১] ঘরে ব'সে পাবে !
সৌভাগ্য পরবের[২] উদয় হবে যবে,
সেই কৃপাসিন্ধু উথলিবে তবে,
শুন রাজকন্যে, হবে প্রেমের বন্যে,
এই বৃন্দারণ্যে পুনঃ ভাসাইবে ॥[৩]

১। সেই কৃপা পারাবারকে (দয়াসিন্ধুকে)। ২। পর্ব্বের
৩। প্রেমের বন্যা হইয়া বৃন্দাবন ভাসিয়া যাইবে।

(তাল রূপক)

সে রাধারমণ, রাই ব'লে যখন হ'বে মন,
ব্রজে তখনি হবে বঁধুর আগমন,
এখন তাই ভেবে মনস্থির কর কমলিনি ॥

রাধিকা। (সুরে) শুন শুন সখীগণ, আমার এই নিবেদন,
যদি ছেড়ে গেল প্রাণের প্রিয়জন,
তবে আর আমার ছার প্রাণের কি প্রয়োজন।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা।]

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি, বল্, সজনি।
আমার বিচ্ছেদ-জ্বলায়, প্রাণ জ্বালায়,
কিবা দিবা কি রজনী গো।
কৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দারণ্য, জীবন হ'ল প্রেমশূন্য,
আমার যথা গৃহ তথারণ্য, মরিলে বাঁচি এখনি গো ॥

(তাল খয়রা*)

এই ব্রজমাঝে, রমণী-সমাজে,
ছিলেম শ্যাম-গৌরবিনী গো। (সজনি)
হ'ল দারুণ বিধি বাম, হারাইলেম শ্যাম,
হ'লেম প্রেমকাঙ্গালিনী গো।

(তাল লোভা)

যখন ছিলেম কৃষ্ণধনে ধনী, বল্‌ত মোরে কৃষ্ণধনী,
এখন সার হ'য়েছে কৃষ্ণধ্বনি, হারায়ে সে চিন্তামণি গো ॥

---

*। কেহ কেহ "একতালা" লিখিয়াছেন।

(তাল খয়রা)

আমি ধরি তব পায়, রচ সে উপায়,
কি উপায় করি মরি গো।
আমার বিনে শ্যামরায়, ভয় কি আর মরায়,
মরিলে ত্বরায় তরি গো।

(তাল লোভা)

গরল খাইয়ে মরি, কিম্বা বিষধর ধরি,
নৈলে অনলে প্রবেশ করি, ত্যজিব জীবন আপনি গো ॥২॥

বিশাখা। শুন শুন গো রাধিকে, তুই যে মোদের প্রাণাধিকে,
তোকে দেখে রেখেছি জীবন।
বলিয়ে দারুণ কথা, ব্যথার উপর দিস্‌নে ব্যথা,
বল্‌ গো কোথা যাবে গোপীগণ?
কৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দাবনে, তোর বিধুমুখ বিনে,
গোপীগণের জুড়াতে কি আছে?
তুই যদি যাবি গো মরি, তোর সব সহচরী,
বল্‌ কিশোরি যাবে কার কাছে?
জগতে না কার পতি, পরবাসে করে গতি,
কোন্‌ যুবতী পরাণ ত্যজেছে?
হ'স্‌ না ধনি এত ব্যস্ত, পুনঃ পাবি সে সমস্ত
উদয় অস্ত চিরদিনই আছে।
না ক'রে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি, স্থির কর মনবুদ্ধি,
কার্য্য সিদ্ধি হবে ধৈর্য্য হ'লে।

চরণ ধরি, যূথেশ্বরি ![1]   আর বলিস্‌নে 'মরি মরি',
'মরি মরি' শুনে প্রাণ জ্বলে ॥

চিত্রা। (স্বরে) ওগো বিনোদিনী রাজ-নন্দিনি !
তুই যে শ্যামের আহ্লাদিনী, জানি মোরা চিরদিনই ;
তাই বলি রাই ভাবনা কি তোর,
সে ত যায় নাই ধনি, এই ব্রজ ছেড়ে কোন দিনই ॥

[রাগিণী ঝংলাট, তাল একতালা]

বিধুমুখি ! শোন্, বলি শোন্, আমার এই নিবেদন।
হেন মনে লয়, কৃষ্ণ গুণালয়,[2]
সুখের নন্দালয়, করিয়ে প্রলয়,[3]
যায় নাই কংসালয়, তোর সে মুরলীবদন ॥
সে ত জানে কত মায়া,[4] মোদের কত মায়া,[5]
জান্‌তে অক্রূরমায়া প্রকাশিল ;
সখি মন জানিবার আশে, শরদের রাসে,[6]
এমনি ধারা সে ত ক'রেও ছিল।

১। যূথেশ্বরী—গোপীদের দলনেত্রী=রাধিকা।

২। গুণের আলয়।   ৩। ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া।

৪। ছল।   ৫। মমতা।

৬। শরৎ কালের রাসের সময় এমনই ছল করিয়াছিল। ভাগবতে আছে কৃষ্ণ প্রধানা গোপীকে লইয়া বনের ভিতর লুকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর তাঁহাকেও ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন গোপীরা বনে বনে কৃষ্ণকে খুঁজিয়াছিল।

চল চল ধনি! বিপিনে পশিয়ে,
দেখি যেয়ে সবে শ্যাম অন্বেষিয়ে,
বুঝি কোন্ কুঞ্জে, আছে বা বসিয়ে,
রসিক-শেখর মদন-মোহন ॥

[রাগিণী মল্লার, তাল একতালা]

রাধিকা। ভাল ভাল ত ব'লেছ সখি!
তোমার কথার ভাবে, আমার মনের ভাবে,
দুয়ের ভাবে ভাবে, একই হ'ল যে দেখি।
তোর কথা শুনে জীবন জুড়াইল দেখি।
বলি শুন দেখি, মনে ভেবে দেখি,
না দেখিলে তারে বৃথা কি দেখি;
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
ভবনে কি বনে দেখি ॥
যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে থাকি,
—(তখন যেন প্রাণ সই গো)—
সে নটবর বেশে, দাঁড়ায় এসে, দেখি;
দিয়ে গলে পীতাম্বর, বলে পীতাম্বর,
—(রাধে বিধুমুখি! একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি)—
অমনি দেখি ব'লে যদি আঁখি মেলে দেখি,
দেখি দেখি করি পুনঃ নাহি দেখি,
না দেখিলে দেখি, দেখিলে না দেখি,

এ কি দেখি বল দেখি ?[১]

(সুরে) চল চল চল সখি, শ্যাম অন্বেষিয়ে দেখি ॥

(রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান)

কানন।

—:০:—

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

রাধিকা। (কৃষ্ণ-উদ্দেশে)

কোথা রইলে প্রাণনাথ, নিঠুর মুরলী-বদন !

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

বিশাখা। দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের কেবা পায় সীমা ?

বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে।

কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহবলে !

কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর,

দেখনা চলিতে প্যারী কাঁপে থর থর !

এলায়ে প'ড়েছে ধনীর সুদীঘল কেশ ;

অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ।

১। না দেখিলে অর্থাৎ চক্ষু বুজিলে দেখিতে পাই, অথচ দেখিলে অর্থাৎ চক্ষু মেলিলে দেখিতে পাই না।

চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায়,
ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথায় !
ললিতে ! রাইকে ধর ধর, বারণ কর অমন ক'রে যেতে ।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

ললিতা । রাই ! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি ।
অমন ক'রে যা'স্‌নে যা'স্‌নে গো ধনি ।
—(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই)—
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু ; (রাধে প্রেমময়ি !)
'মরি মরি' হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো ॥
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি ;-(চঞ্চলা হইলি কেন)-
'না জানি আজ', কোথা প'ড়ে প্রাণ হারা'বি গো ॥
কত কণ্টক আছে গো বনে, (ধীরে যা গো কমলিনি !)
ফুটিবে দুটি চরণে গো ॥
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে, গহন কানন মাঝে ।
—(দেখিস্ ধনি দেখিস্ দেখিস্)—
কমল-পদে দংশে পাছে গো ॥
হ'ল নয়নধারায় পিছল পথ,—(আর কাঁদিস্‌নে বিধুমুখি)—
যাস্‌নে রাধে এত দ্রুত গো ॥
মোদের কাঁধে দুটী বাহু থুয়ে,—(আমরা ত তোর সঙ্গে যাব)—
কমলিনি, চল্ গো পথ নিরখিয়ে ॥
রাধিকা । সখি ! আমার কণ্টকাদির ভয় নেই ।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

[১] যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,[২]
বিচারিলেম আগে, পাছের কাজে।
—(যা যা ক'র্‌তে হবে গো—আমার বঁধুর লাগি)—
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্ক-মাঝে ॥
—(সখি! আমায় যেতে যে হবে গো—
—রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।

১। এই গানটি কৃষ্ণকমল পূর্ব্ব সূরীদের পদ ভাঙ্গিয়া রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস ৩৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাধার অভিসার-উপলক্ষে নিম্নের পদটি রচনা করিয়াছিলেন।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল পথ চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূরতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
মণিকঙ্কণ পণফণী-মুখবন্ধন শিখই ভুজগগুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥"

২। হৃদয়ে দাগ লাগিল। অর্থাৎ নূতন অনুরাগের রেখা হৃদয়ে পড়িল।

—(সখি ! আমায় চ'ল্‌তে যে হবে গো—
—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম ॥
—(সদা আমায় ফির্‌তে যে হবে গো—
——কণ্টক-কানন মাঝে)—
এনে বিষবৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
—(কত যতন ক'রে গো—ভুজঙ্গ দমন লাগি)—
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে ক'ব, কত,
হত-বিধি সব ক'ল্লে হত ॥
—(সে সব বৃথা যে হ'ল গো—আমার করম দোষে)—
না দেখে সে বাঁকানন,[১] কত সুখের বা কানন,
সে কানন[২] কানন[৩] হ'য়েছে।

১। বাঁকা শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ। প্রাকৃত বঙ্ক (বক্র)। বাঁকানন=বঙ্কিম মুখ। কৃষ্ণের বঙ্কিম ভঙ্গীর সৌন্দর্য্যের জন্য 'বাঁকা' কথাটার অর্থের গৌরব হইয়াছে। বাকা ('বাঁকা') শব্দ বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে "সুন্দর" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন জিনিষ 'ভাল' বা 'সুন্দর' বুঝাইতে চলিত কথায়, "বেশ বাকা" এই শব্দের ব্যবহার আমরা শুনিয়াছি। এখানে "বাঁকানন" শব্দটি পরবর্ত্তী "বা কানন" শব্দের সহিত যমক মিলাইবার খাতিরে ব্যবহৃত হইয়াছে। নতুবা হয়ত "বাঁকা-নয়ন" লিখিত হইত।

২। কানন=প্রমোদ উদ্যান। ৩। কানন=জঙ্গল।

—(প্রাণবল্লভ বিনে গো—কত শোভার বৃন্দাবন)—
শুষ্কপ্রায় তরুলতা, নাহি কা'রও প্রফুল্লতা,
ফুল পাতা ঝরিয়ে প'ড়েছে ॥
—(হায় সে শোভাই ত' নাই গো)—
—(যার শোভা তার সঙ্গে গেছে)—
এই না বকুল কুঞ্জে, কুসুমিত লতা পুঞ্জে,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিরাজ গো ॥
—(অতি মধুর স্বরে গো)—
ভ্রমরা ভ্রমরী সব, হ'য়ে আছে যেন শব,
মরি মরি কোথা রসরাজ গো ॥
—(দেখে ধৈরয ধরিতে নারি—বৃন্দাবনের দশা)—
দেখে যত শুকশারী, পাসরি সে সুখসারি,[১]
সারি সারি ব'সে অধোমুখে।
—(অতি সকাতরে গো)—
দেখে বৃন্দাবনের কুহু,[২] পিকগণ না বলে কুহু,
উহু উহু দেখে বাজে বুকে ॥
—(আর সহে না সহে না—বঁধুর বিরহ জ্বালা)—
সকলে দেখি শোকার্ত্তা, দেহে যেন নাহি আত্মা,
বঁধুবার্ত্তা কা'রে বা সুধা'ব ?
—(ও তাই বল্ গো সজনি)—

১। সুখসারি=সুখসমূহ।

২। কুহু=অমাবস্যা, এখানে গাঢ় অন্ধকার।

দেখ বংশীবট ওই, যাই তার নিকটে সই,
দুঃখ কই, তবে বুঝি পা'ব ॥
—(ত্বরায় চল্ গো সজনি)—

(বংশীবটের নিকট গমন)

(সুরে) শুন শুন বৃক্ষরাজ, বল কোথা রসরাজ,
না হেরে গোবিন্দে, মরে গোপীবৃন্দে,
একবার দেখাও দেখাও সে মুখারবিন্দে।

[রাগিণী সুরট, তাল আড়া]

বল বল বংশীবট, কোথা শঠশিরোমণি,
সে রমণী-লম্পট।
তুমিত সুবংশী বট, নহত সামান্য বট ;[১]
আমা সবার মান্য বট।[২]
তোমার ছায়াতে বসি, বাজায় বাঁশী কালশশী,
তাতেই তুমি নাম ধরেছ বংশীবট,
কাননে প্রশংসী বট, কৃষ্ণপ্রেমের অংশীবট ॥

১। তুমি সামান্য বটগাছ নহ
২। বট = নিশ্চয়।

(তাল একতালা)

[১]ওহে, তমাল তাল হিমতাল ধর, রসাল শাল শিংসপ হে,
বলি, শুন হে সরল,[২]তুমিত সরল,[৩] বল বল কোথা কেশব হে ॥
—(যদি দেখে থাক ব'লে দেও হে)—
তোমরা তীর্থবাসী পরহিতকর, [৪]

১। এই গান ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকের অনুরূপ "বৃক্ষাদিন্ প্রতি গোপীবাক্য :—

"চূত প্রিয়ালপনসাসনকো-বিদার
জম্বর্কবিল্বকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভাবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনং নঃ।

তথা তত্রৈব ৭।৮ শ্লোকঃ—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈ র্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ইতি।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ১৫ শ পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহাপ্রভু পুরীর সমুদ্রতীরস্থ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ভাবাবেশে উক্ত শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর এই ভাব রাধিকায় আরোপ করা হইয়াছে।

২। সরল=দেবদারু।

৩। সরল=সোজা (গাছের পক্ষে লম্বা)।

৪। "তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার"—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৫প।

এ বিপদে মোদের পরহিতকর,
বল কোথা আছে ব্রজ-শীত-কর, [১]
গোপী-চকোর-নিকর-বল্লভ হে ॥
(তাল আড়া)
মরে হে গোপিকা সবে, দেখাও হে তাঁকে সবে,
না দেখিলে সে কেশবে, কে স'বে আর এ সঙ্কট ॥
(তাল একতালা)
ওগো মালতি, জাতি, কুন্দলতিকে,
যূথি কনকযুথিকে গো ;
ওগো লবঙ্গলতিকে, চপলমতিকে
দেখেছ কি যেতে অন্তিকে [২] গো ।
অবশ্য দেখেছ বল্লভ রাধার,
মকরন্দ ছলে বহে অশ্রুধার,
সবায় দেখে প্রেমাঞ্চিত, ক'রনা বঞ্চিত,
নারী হ'য়ে নারীজাতিকে গো ॥[৩]

১। ব্রজশীতকর=ব্রজকে যে শীতল করে।

২। অন্তিকে=নিকটে —"তুলসি মালতি মাধবি যূথি মল্লিকে। তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইল তোমার অন্তিকে।" চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৫ প।

৩। তোমরা অবশ্যই রাধাবল্লভকে দেখিয়াছ—তোমরা লতা—সুতরাং নারীজাতি,—আমি নারী, আমাকে প্রেমাঞ্চিত, (প্রেম-বিহ্বলা) দেখিয়া বঞ্চনা করিও না, তোমরা যদি তাঁহাকে না দেখিবে, তবে তোমাদের অশ্রুধারা বহিতেছে কেন ? কারণ ঐ যে মধুক্ষরিত হইতেছে—উহাই ত তোমাদের অশ্রুবিন্দু।

(তাল আড়া)

যদি কেহ দেখে থাক, দেখাইয়ে প্রাণ রাখ,

—(নইলে প্রাণ আর বাঁচে না গো)—উচিত নহে কপট ॥

(সখিগণের প্রতি)

সখি! অভাগিনীর দুর্দ্দশা দেখে বংশীবট নীরব হ'য়ে রইল, কোন কোথাই ব'ল্লেনা। চল, সখি, আমরা কদম্ব কাননে যাই।

সখিগণ। তবে চল যাই।[১]

(সকলের প্রস্থান)

কদম্বকানন।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

রাধিকা। এই ত কাননে গো, এই ত কাননে,

সখি গো! এই ত কাননে কানু চরাইত ধেনু।

১। ইহার পরে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামীর সংস্করণে এই কয়েকটি কথা আছে;—"ললিতা। আমরা তোমার অনুগত, প্যারি! তুমি যেখানে যাবে, সেইখানেই যাব। রাই, তবে চল যাই। (স্বগতঃ) আহা! প্রেমময়ী প্রেমবিহ্বলা হ'য়ে বনের বৃক্ষলতাকে বঁধুর কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের পরিণাম কি এই? রাজনন্দিনী রাই উন্মাদিনী! (সকলের কদম্ব-কাননে গমন)।"

এই ত কদম্বমূলে, বাজাইত বেণু,
—(মনের কতই বা সুখে)—
বেণুরবে ধেনু চরাইত,—(কতই বা সুখে)—
আমি তোমা সবায় নিয়ে সনে,
সদা আস্‌তেম শ্যাম দরশনে—(কতই বা সুখে)—

(তাল খয়রা)

এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে,
চাঁদের হাট মিলাইত গো।
—(সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো)—[১]
কভু প্রিয়সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রীঅঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াইত গো॥
—(বঁধুর কতই রঙ্গে)—
লয়ে সহচর-দলে, ফুল ফল দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো।
তখন সে মুরলীধরে, সে মুরলী ধ'রে,
নাম ধ'রে বাজাইত গো।
—(অভাগিনী রাধার—কলঙ্কিনী রাধার)—

(তাল দশকুশী)

তখন শুনিয়ে মুরলী ধ্বনি, আমি হ'তেম যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি।

১। "সেরূপ মনে জাগিল এই বনে এ'সে" পাঠান্তর

—(অমনি বে'র হ'তেম গো—বঁধুর লাগি সখি)—

চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত,[১]

মণিময় নূপুর মানি ॥

—(ফিরে চে'তেম না গো—চরণ পানে)—

(তাল লোভা)

আমি আসিতেম বাঁশীর তানে।

তখন কে বা চাইত পথপানে ॥

(তাল খয়রা)

এক দিন চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল,

হইল গোকুলশশী গো।

অমনি 'কোথা রাধা' ব'লে পড়িল ভূতলে,[২]

ধরিল সুবল আসি গো ॥

—(হায় কি হ'ল বলি)—

সে যে দেখে অচেতন, করিল যতন,

চেতন যদি না হ'ল গো।

তখন বঁধুর সে বোল, যাইয়ে সুবল,

সকাতরে জানাইল গো ॥

—(সুবল কেঁদে কেঁদে)—

১। "তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ" গোবিন্দদাস।

২। চাঁপাফুল দেখিয়া রাধার চাঁপার মত রং মনে পড়িয়া গেল।

(তাল দশকুশী)

তখন শুনিয়ে বঁধুর কথা, আমার মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে।
—(হায় হায় কি ক'র্‌ব গো—বঁধুর লাগি)—
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
এলাম আমি সুবল সাজিয়ে ॥
—(ধড়াচূড়া প'রে গো—সুবলের)
—(বৎস কোলে ল'য়ে গো—কাঁচলী ঢেকে)—[১]
দেখে নীলগিরি ধূলায় প'ড়ে, অমনি তুলে নিলেম ধূলা ঝেড়ে,
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার উপরি।
—(কত যতন ক'রে গো)—
আমার পরশে চেতন পে'য়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে,
'কোথা আমার পরাণ কিশোরী' ॥
—(সুবল বল্ বল্‌রে—কেঁদে কেঁদে বলে)—[২]

(তাল লোভা)

ব'ল্‌লেম আমিই তোমার সেই দাসী,
—(নাথ! আমায় বুঝি চেন নাই হে)—

১। বক্ষ আবরণ করিবার জন্য কাঁচলী (বক্ষ-আবরণী-জামা) ঢাকিয়া গোরুর বাছুর লইয়া চলিলাম। কোন কোন কবির "সুবল মিলনে" বড় ফুলের মালা দিয়া স্তন ঢাকিবার কথা আছে।

২। আমাকে সুবল ভ্রম করিয়া কেঁদে কেঁদে বলিলেন "আমার প্রাণ-কিশোরী রাধা কোথায় সুবল বল।"

অমনি হৃদয়ে ধরিল হাঁসি—(বঁধু কতই বা সুখে)—

(সুরে) নিকুঞ্জকানন সখি, ওই দেখা যায়।

নিকুঞ্জবিহারী হরি, বিহরে যথায়॥

চল, সখি! ওই কুঞ্জে করি অন্বেষণ।

বুঝি বা বসিয়া আছে শ্রীমধুসূদন॥

(সকলের প্রস্থান)

নিকুঞ্জবন।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

[রাগিণী সিন্ধু, তাল রূপক]

রাধিকা। মরি হায় গো সখি! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে

কত সুখে নিশি কাটাইতেম,

দেখে মনে প'ল বঁধুর গুণ যে।

সেই কুঞ্জ শূন্য র'য়েছে, শ্যাম গেছে তার চিহ্ন আছে,

সখি! দেখে কি পরাণ বাঁচে, আমার দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে॥

(তাল খয়রা)

বঁধু চরণ দুখানি, পসারি[1] সজনি,

এইস্থানে এই খানে বসিত গো।

১। পসারি=প্রসারিত করিয়া।

কত আদরে, বিনোদ নাগর আমারে,
উরূপরে ক'রে বসাইত গো ॥
করে করি করীদশন [১] চিরুণী,
আচরি চিকুর, বানাইত বেণী,
সখি ! সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত গো ॥

(তাল রূপক)

কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত,
বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত, দুটী নয়নের জলপুঞ্জে ॥ [২]

(তাল খয়রা)

বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম নিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো।
কত যতন ক'রে, মনের মতন ক'রে,
মনমথ-শয্যা নিরমিত গো ॥
শয়ন করিয়ে সে কুসুম শেযে, [৩]
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,

১। করীদশন=হাতীর দাঁতের।

২। আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মুখ আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া যাইত। এই আনন্দাশ্রুর কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্ব্বত্র সুলভ, যথা—
চণ্ডীদাসে, "কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নেরই জলে ॥"

৩। কুসুম শেযে=কুসুম শয্যায়।

কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারা নিশি জেগে পোহাইত গো ॥

(তাল রূপক)

কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বঁধু ছাড়া হ'য়ে,
যায় নাই কেন বিদরিয়ে, থাকিয়ে কি হ'ল গুণ যে ॥

(বিষণ্ণভাবে উপবেশন)

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

ললিতা। দেখনা বিশাখে ! রাইয়ের কি ভাব হইল।
কি ভেবে নীরবে ধনী [১] বসিয়ে রহিল !
শত মুখে কইতেছিল পূর্ব্ব-সুখ-কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা ! [২]

বিশাখা। শুন গো ললিতে ! রাধা প্রেমের সাগর।
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর।

১। "শ্যাম-ভাবিনী" = পাঠান্তর।

২। মহাপ্রভু স্বরূপের কাছে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া মাঝে মাঝে এলাইয়া পড়িতেন। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনেক গান আছে—

"এই না কৃষ্ণকথা কইতেছিল,
বল স্বরূপ কেন এমন হ'ল।"

প্রচলিত অনেক গানে রাধার সম্বন্ধে এই ভাবের আরোপ করা হইয়াছে, যথা—

"কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে রাই কেন এমন হ'ল,
ওগো বিশাখা দেখে যা, রাই বুঝি প্রাণে ম'ল।"

সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ,
মুরলীর ধ্বনি, ধনীর হ'ল উদ্দীপন ! [১]

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

রাধিকা। অতি দূরে বুঝি সই, বাজে ঐ মুরলী।
—(শ্রবণ পাতিয়ে, শুন গো)—
ঐ শুন নাম ধ'রে বাজে বাঁশী,
সখি ! চল্ গো একবার দেখে আসি।
—(ধৈরয না মানে প্রাণে)— [২]

(তাল খয়রা)

বল্ কে কে যাবে, চল্ গো যে যাবে,
শশিমুখে বাঁশী কতই বাজাবে ?
গেলে কুল যাবে, ব'লে, যে না যাবে,
না যাবে না যাবে, আমার কি যাবে ?

১। বংশীধ্বনির ভাবাবেশ হইল।

২। রাধিকার প্রথমকার উক্তি দ্বিধা মূলক, "বুঝি" ও "অতি দূরে" কথায় এই দ্বিধার ভাব অনুমিত হইতেছে, তখনও ঠিক বাঁশী কিনা বুঝিতে পান নাই, এই জন্য অতি করুণ সুরে লোভা তালে ধীরে ধীরে এই গানটি গাহিতেছেন, কিন্তু তার পর আর সে দ্বিধা নাই, তখন নিশ্চয় বাঁশীর সুর বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। অমনই তাড়াতাড়ি কৃষ্ণসঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়াছেন, এক মুহূর্ত্তও আর ব্যয় করিবেন না। এই জন্য পরবর্ত্তী গানটির খয়রা তাল ও দ্রুত ছন্দ।

কে যাবে না যাবে ক'রে সময় যাবে, [১]
বিলম্ব দেখিয়ে, সে রসময় যাবে, [২]
যে যাবে সে যাবে, থাক্ যে না যাবে, [৩]
এখন না গেলে আমারই পরাণই যাবে।

(তাল লোভা)

বুঝি এত দিন পরে বিধি' মিলাইল হারানিধি ॥

(তাল খয়রা)

শোন গো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে,
বল দেখি এ রবে, [৪] কে ঘরে রবে ?
শুনে যে এ রবে, কুলের গৌরবে,
ঘরে রবে তবে, রবে রবে রবে। [৫]
গোকুলশশী ত্যজি' যে রাখে দুকুল,
দুকুল দিয়ে বেঁধে রাখুক্ সে দুকুল,

১। কে যাবে এবং কে না যাবে—এই ক'রে বৃথা সময় যাবে।

২। চলিয়া যাইবে—দেখা হইবে না।

৩। যে না যাইতে চায়, সে প'ড়ে থা'ক্।

৪। এই রব (বংশীরব) শুনিয়া কে ঘরে থাকিবে।

৫। কুলের গৌরব স্মরণ করিয়া যে এই রব শুনিয়াও ঘরে রহিবে, সে তবে চিরকালের জন্যই রহিয়া যাইবে। "রবে, রবে, রবে," এই তিন বার একই কথার প্রয়োগ দ্বারা সে যে একবারেই রহিয়া যাইবে, কবি তাহাই বুঝাইতেছেন।

আমাদের দুকুল, কৃষ্ণ অনুকূল,
তা বিনে মোদের এ দুকুল কি রবে? [১]

(তাল লোভা)

আমার বিলম্ব সহে না প্রাণে,
আমি বে'র হ'লেম শ্যাম-দরশনে।
—(তোরা যাস্ না যাস)—

(গমন করিতে করিতে মেঘ দেখিয়া
নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি)

ললিতা। ওগো বিশাখিকে! দেখেছিস্ বিধুমুখীকে,
মেঘ দেখে ধনী কেন স্তব্ধ হ'য়ে র'ল?

বিশাখা। ললিতে!
দেখ্ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার, [২]
কত ধার বহে তিলে তিলে। [৩]

১। কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যে নারী তাহার 'দুকুল' অর্থাৎ স্বামীর কুল ও শ্বশুর কুল রক্ষা করিতে চায়, সে তাহার 'দুকূল' অর্থাৎ আঁচল দিয়া তার সেই কুল দুইটি দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখুক। আমাদের তাহাদের সঙ্গে কোন দরকার নাই। আমাদের দুই কুল (ইহলোক ও পরলোক) উভয়ই কৃষ্ণের অনুগত, তাঁহাকে ছাড়া আমাদের ইহকাল ও পরকাল কি করিয়া থাকিবে?

২। অসাধারণ।

৩। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার কত ধারা বহিতেছে।

দেখে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর,
অতঃপর আসি দেখা দিলে ॥ [১]
ইন্দ্রধনু দেখে ধনী, ভাবে শিখীপুচ্ছশ্রেণী,
শোভে কিবা চূড়ার উপর।
বকশ্রেণী যায় চ'লে, ভাবে মুক্তাহার দোলে,
বিদ্যুৎ দেখে ভাবে পীতাম্বর ॥
হেম তনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্লকদম্বজিত, [২]
যথোচিত [৩] শোভিত হইল।
ক্ষুব্ধ দেহ লুব্ধ মনে, অনিমেষ দুনয়নে,
মেঘপানে চাহিয়া রহিল ॥ [৪]

১। প্রচলিত এক গানে আছে, "হেরে নব জলধরে। নয়নে কি জল ধরে।"

২। স্বর্ণবর্ণ তনু রোমাঞ্চিত হইয়াছে, সেই রোমাঞ্চ কদম্বপুষ্পকে জয় করিয়াছে।

৩। সুন্দরভাবে।

৪। গোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৪ শ্লোকে বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য— "নবাম্বুদলসদ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ।
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ।
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং॥"
চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য, ১৫ পরিচ্ছেদ)
"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ, ইন্দিবরনিন্দি সুকোমল।

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি স্বরে)

আয় আয় সজনি ! একবার দেখ্ সজনি !
সত্বর এসে এখনই, অসাধনে চিন্তামণি,
বুঝি বিধি দিলে আনি, দুঃখিনীদের সময় জানি।[১]

[রাগিণী ললিত, তাল আড়া]

আয় আয়, দেখ্ দেখি গো সবে' এই সে [২]
(মোরা) যার উদ্দেশে, বনে এসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে, দেখিলাম এই সকল।
(ঐ দেখ্) সে আমাদের ভালবেসে,
আপনি এসে দেখা দিল ॥
এ যে বড় ভাগ্যোদয়, সে যে নিঠুর নিরদয়,
হয়েছে সদয় ;—
জুড়াইতে তাপিত হৃদয়, বৃন্দাবনে উদয় হ'ল।

জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল। কহ সখি কি করি উপায়। কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর চিত্ত-চাতক না দেখি পিয়াসে মরি যায়। সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বক-পাঁতি ভাল। ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল।"

১। দুঃখিনীদের সুসময় উপস্থিত দেখিয়া বিধাতা বিনা সাধনায় চিন্তামণিকে বুঝি আনিয়া দিলেন।

২। এই সে-ই যার উদ্দেশে আমরা বনে আসিয়া দুঃখের সাগরে ভাসিয়া এই সকল দেখিলাম।

শুন গো প্রাণ-সজনি, আজ বুঝি গত রজনী,
হ'বে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল ॥[১]

(তাল খয়রা)

বহু দিনে অরি[২] করি পরাজয়,
ঘরে এল হরি হ'য়ে গো বিজয়,
সহচরিচয়, শুভ পরিচয়[৩]
কর ব'লে সবে হরি জয় জয়।
হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কুম লেপন,
মুক্তাহার তাহে দিব আলেপন,
পয়োধরে করি ঘটের স্থাপন,
আম্রশাখা দিব (বঁধুর) কর-কিশলয় ॥[৪]

১। বিগত রজনী, আমাদের আজ শুভ হইবে, এই জানিয়া শুভক্ষণে পোহাইয়াছে।

২। কংসকে জয় করিয়া।

৩। শুভপরিচয় কর ব'লে হরি জয় জয়।—হরির জয় গান করিয়া হরির সঙ্গে আবার আনন্দময় পরিচয় স্থাপন কর।

৪। প্রবাদ এই মথুরায় যাওয়ার পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা "ভাব সম্মিলনের" সৃষ্টি করিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এখন শরীরই হচ্ছে দেবালয়, বাহিরের কৃষ্ণ আর বাহিরের পথ দিয়া, বাহিরের আঙ্গিনার আলিপনায় পা দিয়া বাহিরের মঙ্গল কলস ও কদলীতরুর শুভচিহ্নে অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে আসি-বেন। তিনি দেহে আসিবেন না, চিন্ময়রূপে মনে আসিবেন। দেহ

(তাল আড়া)

হৃদাসনে বসাইয়ে, নয়ন জলে চরণ ধুয়ে,
দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখকমল ॥[১]

(তাল খয়রা)

কিবা দলিতকজ্জল, কলিত উজ্জ্বল,
সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।
যেন বকালী সহিত, ইন্দ্রধনুযুত,
তড়িত-জড়িত নবজলধর ॥
স্থূল মুক্তাহার, দুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনীকান্তি, ধরে পীতাম্বর ॥

হইবে দেবায়তন—এই জন্য ভাব সম্মিলনে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—"পিয়া যব আওব এমঝু দেহে। মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে। বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিহানে। আলিপন দেওব মতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার।" ইত্যাদি। কৃষ্ণকমল বিদ্যাপতির এই পদ হইতে এই গানের ভাব নিয়াছেন।

১। মাথার চুল দিয়া স্বামীর পা মুছাইবার রীতি বহু প্রাচীন। হিন্দুদের এটি চিরন্তন প্রথা। য়িহুদিদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত ছিল—বাইবেলে ইহার কথা আছে।

২। এটি চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ১৫ পরিচ্ছেদের একটা অংশের ভাবানুবাদ। মেঘ দেখিয়া রাই সত্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন ইহাই মনে

(তাল আড়া)

আমরা গোপিকা যত, তৃষিত চাতকীর মত,
চেয়ে আছি বঁধুর পথ, তাই ত লীলামৃত [১] দিতে এল ॥

(কৃষ্ণভ্রমে মেঘের প্রতি)

(সুরে) এস এস গোপীর জীবন !
মনে প'ড়েছে বুঝি বন, এস দেখে জুড়াই জীবন,
যে হ'তে গে'ছ ত্যজি বন, তখনি যেত এ জীবন,
ওষ্ঠাগত হ'য়েও জীবন, কেবল দে'খ্‌ব ব'লে যায়নি জীবন ॥

[রাগিণী ভৈরব, তাল একতালা]

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়া'য়ে ওখানে, এসহে,
একবার নিকুঞ্জ কাননে, কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে, জ'ান্‌বে,
সবে কত দুঃখে রক্ষে ক'রেছে জীবন ॥
ভাল ভাল বঁধু ! ভাল ত' আছিলে ?
ভাল সময়, ভাল এসে দেখা দিলে, [২]

করিয়াছেন—সুতরাং মেঘের আসবাবগুলি এস্থলে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। (গোবিন্দলীলামৃতের ৮ম সর্গ ৪প দেখ)।

১। "লীলামৃতব রিষণে" (চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৫) এই গানটি সমস্তই চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাবানুবাদ।

২। "ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে" পাঠান্তর।

আর ক্ষণেক পরে দেখা, দিলে প্রাণসখা, দেখা হ'ত না,
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ ॥
আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি,
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
কিন্তু কমলিনীগণের একই দিনমণি।[১]
নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা, সাজে কি হে তাকে,[২]
বঁধু যা হ'ক্ দেখা হ'ল, দুঃখ দূরে গেল, যাক্ হে—
এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন ॥[৩]
আমার হৃদয়কমলে, রাখিয়ে শ্রীপদ,[৪]
তিল আধ ব'স, ব'স হে শ্রীপদ[৫]

১। আমার মত···একই দিনমণি—এটি একটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ভাবানুবাদ।

২। চক্ষুর পলক আছে এজন্য যিনি আগে বিধাতাকে নিন্দা করিতেন অর্থাৎ পলকের বিরহ যিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তার এত বিলম্বে দেখা দেওয়া কি উচিত?

৩। গত কথা বলিতে গেলে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আসে, এজন্য ক্ষমাশীলা বলিতেছেন—এই আনন্দের মুহূর্তে সে সকল কথা থা'ক্।

৪। আমার হৃদ্‌পদ্মের উপর তোমার শ্রীপদ রাখিয়া।

৫। হে শ্রীপদ=হে কৃষ্ণ, আধ তিল মাত্র সময়ের জন্যও উপবেশন কর, তাহাতেই আমি ধন্য হইব।

না সেবিয়ে পদ, হ'ল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ।[১]
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হবে পদদ্বয়,
কোটী শশী শীতল, হ'তেও সুশীতল, তোমার পদতল,
একবার পরশে শীতল হইবে এখন ॥[২]

(কোন উত্তর না পাইয়া)

[রাগিণী সুরট যোগিয়া, তাল আড়া]

এই যে নব ভাব সব, দেখা'লে শ্রীবৃন্দাবনে।
বঁধু মান ক'রে কি মৌনী হ'য়ে দাঁড়া'য়ে র'লে ওখানে ॥
মানে যে কাঁদায়েছিলেম পায় ধ'রে সাধায়েছিলেম,
কেঁদে কি তা শোধ করিলেম,
এখন ধ'রতে হবে কি চরণে ?
বুঝি কোন নূতন যুবতী, হবে নূতন রসবতী,
নূতন পড়া পড়া'য়েছে পেয়ে নূতন ভূপতি।
পুরুষ [৩] হ'য়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধ'রে,
হবে না তা' ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে ॥

১। পদসেবা করিয়া।

২। তোমার কোটী-শশী-তুল্য শীতল পদস্পর্শে আমার তাপিত চিত্ত শীতল হইবে।

৩। ব্রজে নারীর পায় ধরাই নিয়ম, কিন্তু মথুরায় যদি অন্য নিয়ম

নূতন রাজ্যের নূতন রীতি, নূতন রাজার নূতন প্রীতি,
নূতন প্রেয়সীর প্রতি, নূতন দেখা'বে সম্প্রতি।
যেয়ে নূতন নূতন দেশে, উচিত নূতন প্রকাশে,
নূতন নূতন, নূতন এসে, মিশে কি সে পুরাতনে॥ [১]

(ধীরে ধীরে মেঘের গমন)

(শশব্যস্তে সখীগণের প্রতি) [২]

(রাগিণী মল্লার, তাল কাওয়ালি)

সখি ! ধর ঝট পীতপট, [৩] নিপট কপট শঠ,
লম্পট-শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট, কোথা ঘুচাইবে সঙ্কট,
বিকট বিরহ যে ঘটায়॥

থাকে, অর্থাৎ সেখানকার ঐশ্বর্য্যলুব্ধা নারীরা যদি পুরুষের পায় ধরিয়া থাকে, তবে তুমি তোমার মথুরার প্রেয়সীর প্রতি সে নিয়ম খাটাইও। ব্রজগোপী মরিলেও পুরুষের মান ভাঙ্গিবার জন্য তার পায়ে ধরিতে পারিবে না। বৃন্দাবনে পুরুষকেই বলিতে হইবে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

১। নূতনের সঙ্গে পুরাতন এক্ষেত্রে মিশিবে না।

২। এতক্ষণ স্থির মেঘকে দেখিয়া কৃষ্ণভ্রমে রাধা বিনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ মেঘ চলিয়া যাওয়াতে অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া ত্রস্তভাবে অপমানিতা নারী-সুলভ সকাতর ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিতেছেন। সুরটিও করুণ কান্নার বিনানো ভাব ছাড়িয়া ঈষদুগ্র ত্রস্তভাব ধারণ করিয়াছে।

৩। পীতপট=পীতবাস।

ঠেকে যে শঠের পাটে ব্রজের অবলা ঠাটে,
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে, কাঁদিয়ে বেড়াই গো ;—[১]
সে যে হঠাৎ আসিয়ে হটে,[২] দেখা দিয়ে পথে ঘাটে,
বাটে বাটে বাট্‌পাড়ি[৩] করিয়ে পলায় ॥
জাননা কি চোর খাটি, দেখা দিয়ে পরিপাটী,
ক'রে কত সাটী বাটী,[৪] বেড়াইত বাটী বাটী।
উহার বাঁশীটি না সিঁধকাটি, নারী বুকে সিঁধ কাটি,
মরমের গাঁটী কাটি, নিয়েছে মন লুটি পাটি।
কাটাইয়ে কুটি নাটি,[৬] ক'রে মোদের কুলমাটি,
ত্যজিয়ে গোকুলমাটি, যাইবে কোথায় গো ;—
সখি! কটিতটে আঁটি শাটী,[৭] সবে মিলে মাল সাঁটি,[৮]
আঁটি সাঁটি[৯] দ্রুত হাঁটি, চল না ত্বরায় ॥

[মেঘের প্রস্থান।

১। যে শঠের পাল্লায় পড়িয়া আমরা গোঠে, ঘাটে, বাটে, কাঁদিয়া বেড়াই।
২। হটে=হঠকারিতার সহিত।
৩। রাস্তায় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া বাটপাড়ি করিয়া পলায়।
৪। সাটি বাটি=মৌখিক আত্মীয়তার ভাণ করিয়া।
৫। সিঁধ কাটিয়া।
৬। কাটাইয়ে কুটি নাটি=ছুঁতো নাতা কাজ করাইয়া লইয়া।
৭। আঁটি শাটী=শাড়ী আঁটিয়া।
৮। মাল সাঁটি=মাল সাট করিয়া।
৯। আঁটি সাঁটি=আঁট সাঁট হইয়া।

(সকাতরে)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

গেল গেল, সখি! হায় হায় শ্যামকে ধরা ত গেল না।
ধরা গেল না, দুঃখ আর গেল না,
গেল না গেল না তবু প্রাণ ত গেল না॥
বঁধু গেল উপেখিয়ে,[১] প্রাণ র'ল আর কি দেখিয়ে,
কি হবে জীবন রাখিয়ে;—
মরি, মরি, সহচরি! কি করি তাই বল না।
বিধি যদি পাখা দিত, উড়ে গেলে ধরা যে'ত,
তা হ'লে কি বঁধু যেত!
এমন দারুণ বিধি, তাও ত দিল না॥

(মেঘের গমনপথ পানে চাহিয়া)

[রাগিণী মনোহরসাই, মিশ্রিত তাল লোভা]

ওহে, তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,
অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয়।[২]

১। উপেক্ষা করিয়া।

২। রোরুদ্যমানা, পরিত্যক্তা রমণীর বিনাইয়া কান্না এবং অতুলন প্রেমের নিবেদনে এই গীতিকাটি দিব্যোন্মাদরূপ কাব্য-মুকুটের কৌস্তভ-মণি স্বরূপ হইয়াছে। সুকোমল ভাব-ব্যঞ্জনায় ইহার মত গীতি বৈষ্ণব-সাহিত্যেও দুর্লভ।

দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু! তিলেক দাঁড়াও।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু!
বঁধু তারে কি বধিতে হয় হে?

(তাল পোস্তা)

এথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে;
যদি মনে মনরত, না হয় মনের মত,
কাঁদ্‌লে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে!
তা'তে যদি মোদের জীবন না থাকে,
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে, তাই হবে;
বঁধু যথা যে না থাকে, তা'কে আর কোথা কে,
ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে?

(তাল লোভা)

তুমি যেও যথা সুখ পাও,
অভাগিনীর দুটো মুখের কথা শুনে যাও হে ॥

(পোস্তা)

বঁধু মোরা ম'রে যাই, তায় ক্ষতি নাই,
প্রেমের কলঙ্ক হবে!
বলি শুন হে কেশব, ব'ল্‌বে লোক সব,
প্রেম ক'রে ম'ল গোপিকা সবে।
আর এক দুঃখ, শুন হে কই তবে,

অকৈতব ভাবে ঘটা'লে কৈতবে,[১] এই হবে হে,

বঁধু জাম্বুনদ-হেম, সম যেই প্রেম,

হেন প্রেমের নাম, আর কেউ না লবে।

(লোভা)

মোরা মরিলে না দেখ্‌ব তাও,

দুঃখের সময় দুটো মুখের কথা ব'লে যাও হে ॥

(গোস্তা)

দাসীর এই নিবেদন, মনের বেদন, শুন বংশীবদন !

বঁধু আমরা কুলনারী, কিঙ্করী তোমারই,

সইতে নারি দারুণ বিরহ বেদন।

হ'য়েছিল যখন সে মথুরায় আসা,

ব'লেছিলে তখন হবে ত্বরায় আসা, শ্যাম হে !

মোদের আশাপাশ দিয়ে, গিয়েছ বাঁধিয়ে,

নিরাশ্বাস দিয়ে করহে ছেদন।[২]

১। অকৈতব ভাবে ঘটালে কৈতবে=সরলতার মধ্যে অসরলতা আনিলে। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম" চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২প।

২। তুমি আসিবে বলিয়া আশা দিয়া গিয়াছ, এই আশার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরা মরিতে পারিতেছি না। একবার বলিয়া যাও যে আসিবে না। এই নিরাশার কথা দিয়া আশা-সূত্র ছেদন করিয়া যাও, আমাদের মরিতে আর কোন বাধা থাকিবে না।

(লোভা)

একবার বিধুবদন তুলে চাও,
—(জন্মের মত দেখে লই হে নাথ)—
গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও হে ॥

(রাধিকার মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (সকাতরে)

[রাগিণী আলাইয়া, তাল রূপক]

ও তোর চরণ ধরিয়ে বলি, প্যারি ! ধৈরয ধর।
নয়ন মেলে মোদের বচন ধর,
ও ত নয় তোর গিরিধর,[১] চেয়ে দেখ্‌ ঐ বারিধর,[২]
দুটি নয়নধারায় ধরা ভাসাস্‌নে, ধনি !
হেরে নবীন ধারাধর ॥ [৩]

(একতালা)

রাই গো ! অঙ্গের অম্বর, সম্বর সম্বর,
ও তুই বাঁচ্‌লে পাবি তোর, সে পীতাম্বর।
বলি শুন বিনোদিনি ! গেছে এত দিনই—রাধে !
কেন উন্মাদিনী হ'য়ে ত্যজ্‌বি কলেবর ? (সে বঁধুর লাগি)-

১। কৃষ্ণ।
২। মেঘ।
৩। মেঘ।

—(কেন মেঘ দেখে রাই এমন হ'লি)—
—(কাল মেঘ বুঝি তোর কাল হইল !)—
—(তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলেম !)—
—(বনে এনে বুঝি তোরে হারাইলেম !)—
—(আগে জান্‌লে বনে আন্‌তেম না গো !)—

(তাল খয়রা)

এমনি ক'রে যদি পরাণ ত্যজিবি,
পেতে প্রেমের হাট কি আপনি ঘুচা'বি,
ব্রজে তব শোকানলে, মরিবে সকলে,—রাধে !
কথা শুন্‌লে কি আর সেথা বাঁচ্‌বে নটবর [১]
—(ও তোর মরণ কথা গো ধনি !)—
ও তুই বাঁচিলে তোর বঁধু পাবি,
আবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি হ'বি,
আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়াইবি,
যদি শ্যাম বিরহে, রাই ! প্রাণ হারা'বি,
ও তোর সাধের বঁধু কারে দিয়ে যা'বি।
—(তাই বলি বলি রাই ! গা তোল্‌ ধনি !)—

(তাল রূপক)

কেন অধৈর্য্য হইলি গো,—রাধে !
ও তুই হ'য়ে ধৈর্য্যের ধরাধর ॥

১। তোর মৃত্যুর কথা শুনিলে কি আর কৃষ্ণ বাঁচবেন ?

ললিতা। হায় হায় বিশাখে! ধনীর একি ধারা দেখি!
মূর্চ্ছাগত হ'ল কেন জলধর দেখি!
শুন গো, বিশাখে, সবে কর সুমন্ত্রণা।
যাহাতে রাধার শীঘ্র ঘুচে এ যন্ত্রণা॥
বিশাখা। শুন গো ললিতে! তবে যে উপায় করি।
রাধার শ্রবণে আমি চেতন মন্ত্র পড়ি॥
তোমরা রাইকে ঘিরে কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
দেখিবে এখনি ধনী পাইবে চেতন॥

(তাল রূপক)

সকলে। (সুরে) একবার নয়ন মেল বিনোদিনি!
দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি!
(ধীরে ধীরে রাধিকার চৈতন্য সঞ্চার)
রাধিকা। এখানে বসিয়ে তোরা কে গো বল দেখি?
সখীগণ। একি বল সুধামুখি! আমরা তব সখী।
—(রাই কি চিননা চিননা!)—
রাধিকা। তোদের কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি?
সখীগণ। একি বল, তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী।
—(রাই কি ভুলেছ ভুলেছ—আপনা চিনিতে নার!)—
রাধিকা। কোন্ রাধা হই আমি বল সখীগণ!
সখীগণ। বৃষভানুসুতা তুমি মোদের প্রধান।
—(তা কি জাননা জাননা!)—
রাধিকা। তবে বল দেখি, সখি, এসেছি কোন্ স্থানে?

সখীগণ। ভুলেছ কি বিধুমুখি! এসেছ কাননে।

—(তা কি মনে নাই মনে নাই!)—

রাধিকা। রাজকন্যা হয়ে আমি কি জন্যে বা বনে?

সখীগণ। কৃষ্ণহারা হ'য়ে বনে এলে অন্বেষণে!

—(তা কি ভুলেছ ভুলেছ!)—

রাধিকা। কোথা গেছে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়ে?[১]

—(হায় হায়, কি কহিলে গো)—

সখীগণ। মথুরায় নিয়ে গেছে অক্রূর হরিয়ে!

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল জলদ খয়রা]

রাধিকা। কি শুনালি কি শুনালি গো প্রাণালি,[২]

আমার বনমালী বুঝি ব্রজেতে নাই।

—(প্রমাদের কথা—আমার মরমে বেদনা দিলি)—

—(আমার নিবা অনল জ্বালাইলি)—

তবে প্রাণনাথ বিনে, কেন এত দিনে,

বজ্রবুকীর[৩] প্রাণ বাহির হয় নাই॥

—(প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'ল)—

১। ধীরে ধীরে মনস্তত্ত্বের গূঢ় কৌশল প্রকাশ করিয়া কবি রাধিকার চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। যখন রাধার সম্যক্ রূপে স্ব অবস্থার অনুভূতি হইল, তখন তিনি আবার কৃষ্ণশোকে বিধুরা হইলেন।

২। প্রাণের আলি=প্রাণের সখী।

৩। বজ্রবুকী=বজ্রের মত শক্ত হৃদয় যার সেই আমি।

আমি মরেছিলেম, সে ত বেঁচেছিলেম আলি,
তোরা সখি আলি, কেন হেথা এলি,
এলি এলি পুনঃ ক'রে চতুরালী,
কেন গো বাচালি বাঁচালি রাই।[১]
যদি প্রাণনাথ মোরে ছেড়ে গেল।
আমার বাঁচন হ'তে মরণ ভাল॥

(রাধিকার পুনর্মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (শশব্যস্তে)

[রাগিণী বাহার, তাল একতালা]

মরি কি হ'ল কি হ'ল, হায় হায় সখি!
ত্বরা এসে তোরা দেখ্ দেখ্ দেখি,
ও মা! একি দেখি, বুঝি বিধুমুখী,
দুঃখিনীগণে কি উপেখিয়ে যায়।
খ'সে প'ল ধনীর বসন ভূষণ,
দেখনা লেগেছে দশনে দশন,
প্যারী প'ড়ে ধরাসনে, বিচ্ছেদ-হুতাশনে,
রসময়ীর রস নাই রসনায়॥
শীর্ণ কলেবর, কাঁপে থরথর,
হ'ল এ কি জ্বর, ক'র্‌লে জরজর!

১। এসেছিলি ভালই, কিন্তু কৌশল ক'রে প্রাণ বাঁচালি কেন?

দুনয়নে ধারা, বহে দরদর,
সত্বর ইহার উপায় কর কর ;
ধনীর প্রতি লোমকূপ, যেন ব্রণরূপ,
রুধির উদগম তাহার উপর ![১]
গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে,
মুখে নাহি সরে, কেবল "গো গো' করে[২]
বিধুমুখ হেরে, হৃদয় বিদরে,
আজ্ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায় ॥
সু-বর্ণ জিনিয়ে, যে সুবর্ণ[৩] ছিল,
দেখ সে সুবর্ণ, বিবর্ণ হইল,
কর্ণমূলে ধনীর না পশিল ধ্বনি,

১। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই প্রকারের ভাবের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই কৃষ্ণকমল রাধার প্রতি এই ভাব আরোপ করিয়াছেন—যথা "প্রতি রোমে রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদগম।"

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য, ১০ম পরিচ্ছেদ)

২। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণের বিবিধ নাম উচ্চারণের চেষ্টায় ভাবে গদগদ হইয়া ঐরূপ অর্দ্ধভগ্ন শব্দ উচ্চারণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উড়িয়া গান "জগমোহন পরিমণ্ড জাও" গাইতে গাইতে ভাবাবেশে "জজ গগ পরি পরি গদগদ বচন" (অন্ত্য ১০প) এবং মাধবাচার্য্যকৃত "হে দীন দয়ার্দ্রনাথ হে" পদ গাইবার চেষ্টায় শুধু "অয়ি দীন, অয়ি দীন কহে বারেবার" এরূপ অনেক স্থলে আধ উচ্চারণের উল্লেখ আছে।

৩। সুন্দর বর্ণ।

কমলিনী নয়নকমল মুদিল ;

হায় নিদারুণ বিধির কি দারুণ বিধি,

দিয়ে রাধানিধি, বঞ্চনা করিল।

বিধি অক্রূর রূপ ধরি, হ'রে নিল হরি,

সেই শোকানলে, সবে জ্বলে মরি,

আছে প্রাণ কেবল, হেরিয়ে কিশোরী,

আবার মেঘরূপে[১] ব'ধে গেল কি রাধায়॥

(সুরে) নয়ন মেল গো কিশোরি ! ব্রজের সুখের হাট কি ভেঙ্গে যাবি ! তুই কিসের লাগি ধূলায় প'ড়ে !—গা তোল গো কিশেরি ! মোদের তোমা বিনা কে আর আছে ? মোরা দাঁড়া'ব আর কার কাছে, মোরা তোর হ'য়ে আর কার হইব, কার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াব ?

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

ও গো প্রাণ সজনি গো ! প্যারী বুঝি পরাণ ত্যজিল,

সখি ! উপায় কি করি বল্‌গো !

প্রাণসখি গো ! ব্রজে দিবসে আঁধার হ'ল।

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-সাগরে, তরিবার আশা ক'রে,

১। মেঘ দর্শনে রাধার কৃষ্ণভ্রম হইয়া এই অবস্থা হইয়াছিল, এজন্য সখীরা বলিতেছেন, প্রথম অক্রূর হইয়া বিধাতা কৃষ্ণকে হরিয়া নিলেন, তারপর মেঘরূপে আসিয়া রাধিকাকে বধ করিলেন।

ছিলেম রাই-তরণী ধ'রে, সে তরী ডুবিল ;
বিধি যখন বাদে লাগে, যে ডাল ধরে সে ডাল ভাঙ্গে,
আমাদের কি কর্ম্মযোগে[১], তাই বুঝি ঘটিল ;
মোদের এ কুল ও কুল দুকুল গেল গো,
মোদের শ্যাম গেছে, রাইও উপেক্ষিল।
বড় আশা ছিল মনে, আসিবে শ্যাম বৃন্দাবনে,
সবে যেয়ে বনে বনে, কুসুম তুলিব ;
সাজা'য়ে রাই ল'য়ে সনে, বসাইব একাসনে,
শ্যাম সনে রাই দরশনে, নয়ন জুড়াব ;
মোদের সকল আশা ফুরাইল,
মোদের ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেল।

(তাল খয়রা)

আর কি বৃন্দাবনে, তোমায় ক'রে মনে,
আ'স্‌বে সে কালশশী ?
—(বলি কি ভেবে আজ এমন হ'লি, কমলিনি !)—
—(তুই কি ব্রজলীলা সাঙ্গ দিলি, আজ অবধি)—
হায় হায় আর কি বিধুমুখে, শ্যাম-সনে কৌতুকে,
দেখ্‌ব না সে মধুর হাসি !
আর কি এ সবারে,[২] ফুল আনিবারে,
ব'ল্‌বি না কাননে যেতে !

১। কর্ম্মদোষে। ২। এই সকল সখীদিগকে অর্থাৎ আমাদিগকে।

হায় আর কি সে শোভার, বৈজয়ন্তী হার,
গাঁথ্‌বি না শ্যামকে পরা'তে!
আর কি কদম-তলে, রাধা রাধা ব'লে
বাজ্‌বে না বঁধুর বেণু!
হায় আর কি ক'রে ছল, নিয়ে সখীদল,
যাবি না ভেটিতে কানু।
আর কি বঁধু সনে, ব'সে একাসনে,
ব'লিবি না রসের বাণী;
—(মোদের সকল সাধ কি ঘুচাইলি)—
মরি আর কি নয়ন ভরি, যুগল-মাধুরী,
হে'র্‌ব না গো বিনোদিনি।
ললিতা। বিনে প্রাণের বিধুমুখী, যেদিকে ফিরাই আঁখি,
শূন্যময় দেখি ত্রিভুবনে;
যেন হেন জ্ঞান হয়, ব্রজ কি হইল লয়,
রসময় রসময়ী[১] বিনে।
বসুধা হইল সুধা,[২] সুধাংশু হারা'ল সুধা,[৩]
সুধামুখী রাই যদি ম'ল;
জ্ঞান হয় আজ অবধি, নিধিপতি হতনিধি,[৪]
রত্নাকর রত্ন-শূন্য হ'ল।

১। কৃষ্ণ এবং রাধা বিনে। ২। শূন্য। ৩। অমৃত।
৪। নিধি অর্থাৎ মণিহীন।

বিশাখা। আনিয়ে কমলতন্তু, নাসাগ্রে ধরিয়ে কিন্তু,
দেখা গেল না চলে নিশ্বাস ; [১]
দেখিলাম ধ'রে নাড়ী, লক্ষিতে[২] নাহিক পারি,
তবে প্যারী বাঁচার কি বিশ্বাস।
—(ধনী বুঝি বাঁচে না বাঁচে না দেখ কি আর ললিতে)—
রাই যদি ত্যজিল দেহ, মিছে কি কর সন্দেহ,
অনুমতি দেহ, সবে মিলে ;
—(রাইকে যদি হা'রালেম হারা'লেম—গহন কাননে এনে)—
লইয়ে কিশোরীর দেহ, চল যেয়ে ত্যজি দেহ,
ঝাঁপ দিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে।
—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না, রাখ্‌ব না, রাখ্‌ব না,
শ্যাম-বিরহে রাই-বিরহে)—
চিত্রা। এত কি কপালে ছিল, রাধার মরণ দেখ্‌তে হ'ল,
ব'সে সবে রাধার সম্মুখে !
যখন হরি গেল ছেড়ে, তখন যদি যেতেম ম'রে,
এ শেল ত না পশিত বুকে।
শুনে রাধার বৃত্তান্ত, রাধা-শোকে রাধাকান্ত,
প্রাণান্ত ক'র্‌বে গো তখনি !

১। মহাপ্রভুর অজ্ঞানাবস্থায়ও এইরূপ করা হইত, তাহাই রাধিকাকে আরোপ করা হইয়াছে, যথা "সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হ'ল।" (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ৬ প)

২। — টের পাওয়া গেল না।

না শুনিতে তার সে তত্ত্ব, সবে হ'য়ে একচিত্ত,
আত্মঘাত ক'র্‌ব গো এখনি।

ললিতা। আন গো, বিশাখে ! বিষ খাইয়া মরিব।
প্যারী বিনে এ পরাণ কি কাজে রাখিব !

বিশাখা। আমি যেয়ে বিষহ্রদে পরাণ ত্যজিব।
শ্যাম-বিরহ রাই-বিরহ সহিতে নারিব !

চিত্রা। আমি ত এখনি, সখি, অনলে পশিব।
এ ছার জীবন আর কি কাজে রাখিব ॥

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না রা'খ্‌ব না—ওগো ওগো ও বিশাখে)—

চম্পকলতা। আমিত যমুনা জলে ঝাঁপ দিয়ে মরিব।
এ পাপ পরাণ রেখে কি আর করিব ॥

—(প্রাণ আর রাখ্‌ব না রাখ্‌ব না—ওগো ওগো ও চিত্রে)—

রঙ্গদেবী। আমিত এখনি যেয়ে ভুজঙ্গ ধরিব।
নতুবা পর্ব্বতে চড়ি অঙ্গ ঢেলে দিব ॥ [১]

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না রা'খ্‌ব না, ওগো চম্পকলতিকে)—

১। রাজা কিম্বা রাণী মরিলে সহচর সহচরীরা এক সময়ে সত্যই এই ভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেন, সুতরাং একথাগুলি একবারে কবি-কল্পনা বা অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু উপলক্ষে পর্ব্বত হইতে পড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে বহু লোক প্রাণ দিয়াছিল, হর্ষ-চরিতে তাহার উল্লেখ আছে। সেই সকল সংস্কার ও প্রবাদ দেশময় ছিল, কবিরা তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন।

[শ্রীহরি বিরহে রাধার শেষ দশা দেখি ॥
মূর্চ্ছাগত হ'ল যত প্রিয় নর্ম্মসখী ॥
হেন কালে হঠাৎ আসিয়ে চন্দ্রাদূতী ।[১]
হেরিয়ে সবার দশা বিষণ্ণা যুবতী ॥]

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী ।(সাশ্চর্য্যে)

[রাগিণী টহর মল্লার, তাল একতালা]

হায় হায় ! একি, বিপদ হেরি বিপিনে ।
ওমা ! একি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে ।
এ সব কনকপুতলী, পড়িয়াছে ঢলি,
বিপিন-বিহারী শ্রীহরি বিনে ॥
গজোৎখাতে যেন কমল কানন,[২]
মহাবাতে যেন হেম-রম্ভাবন,
সেই দশা দেখি হয় সম্ভাবন,
গোকুলের কুলযুবতীগণে ॥

১। চন্দ্রাদূতি বা চন্দ্রাবলী যে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিপক্ষ—ইহা বঙ্গীয় কবিরা কোথা হইতে পাইলেন, জানা যাইতেছে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাধিকা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন, কিন্তু ঐ কবিরই পরবর্ত্তী কবিতায় চন্দ্রাবলী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বর্ণিত দেখা যায়।

২। চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য ১৮ পরিচ্ছেদে দেখ—"গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী।"

—(হায় হায়, কি ভাবে আজ এমন হ'ল—
—কাননের মাঝে)—
হায় হায় কেন আচম্বিতে, ত্যজিয়ে সম্বিতে,
এ সব বনিতে, প'ড়ে অবনীতে, [১]
—(এদের ভাব যে বুঝিতে নারি)—
হেরে বিপরীতে, ধৈরয ধরিতে,
নাহি পারি চিতে হ'ল কি মরিতে।
সহসা কি দশা হ'ল সবাকার,
শবাকার যেন দেখি সব আকার, [২]
হায় হায় প্রতিকার, করে কে বা কার,
সে বাঁকার বুঝি এই ছিল মনে ॥ ১ ॥
দেখি কলাবতীগণ, হ'য়েছে বিকলা, [৩]
অবিকলা যেন কলানিধির কলা, [৪]
সহজে সরলা, গোপকুলবালা,
পশ্চাৎ না গণি ঘটা'য়েছে জ্বালা।
কুটিল কালার প্রেম-ফুল-বনে,
বিচ্ছেদভুজঙ্গ ছিল তা' না জেনে,
কুসুমের লোভে, পশিয়ে সে বনে,
ভুজঙ্গ-দংশনে ম'ল কি প্রাণে ॥ ২ ॥

১। এই সকল স্ত্রীরা মাটীতে পড়িয়া আছেন। ২। সকলের যেন মৃতের আকার দেখ্‌ছি। ৩। বিকলা—কলাশূন্যা, অপূর্ণাঙ্গী।
৪। যেন অংশহীন চন্দ্র।

মরি ! যে রাধার রূপ, বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী,
যার সৌভাগ্য গুণ, বাঞ্ছে অরুন্ধতী,
যার স্থানে ব্রজ-যুবতী-সংহতী,
শিক্ষা করে কলাবিলাসসন্ততি।
যে রমণী রমণীর শিরোমণি,
শ্যাম গুণমণির হিয়ার হৈমমণি,
সে রমণীর দশা দেখিয়া এমনি,
কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধরে বা প্রাণে [১] ॥ ৩ ॥

(তাল লোভা)

হায় গো যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হেমহার।
—(বঁধুর হিয়ার ধন আজ ধূলায় প'ড়ে গো)—
মরি মরি ! হরি-হারা হ'য়ে হেন দশা কি তাহার ॥
হায় গো ! কুন্দন কনক [২] জিনি তনুকান্তি ছিল।
(—সোণার বরণ কাল হ'ল গো, কাল ভেবে দিবানিশি)—
হেম-কমলিনী কেন মলিনী হইল ॥

১। চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৮ পরিচ্ছেদে—রাধা সম্বন্ধে উক্তি—"যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যার ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা। যার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী। যার পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী। যার সদ্গুণের কৃষ্ণ না পান পার। তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার।"

২। সোণাকে কুঁদিয়া স্বর্ণপুত্তলী নির্ম্মাণ করিলে যেরূপ হয়।

হায় গো ! কোটীচন্দ্র জিনি ধনীর মুখচন্দ্র-শোভা ।
—(দশা দেখে কি পরাণে মানে গো—বিনোদিনীর)—
সেই মুখচন্দ্র আজি দেখি হতপ্রভা ॥
হায় গো ! নাটুয়া [১] খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল ।
—(নয়ন, মনোমোহনের মনোমোহন গো)—
সে নেত্রযুগল দেখি হ'য়েছে অচল ॥
হায় গো ! অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি ।
—(চরণ, কমল হ'তেও সুকোমল গো)
আল্‌তা পরা'ত বঁধু কতই বাখানি ।
হায় গো ! এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে,
—(বঁধুর দরশন লাগি গো—অনুরাগে)—
হেন বাঞ্ছা হ'ত তখন পাতিয়ে দি হিয়ে ॥
(স্বগতঃ)
দেখি সব সখী ধূলায় প'ড়ে অচেতন ।
এ সবারে তুলি আগে করিয়ে যতন ॥
ইহাদের মুখে রাধার বৃত্তান্ত জানিব ।
যে হয় কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাতে করিব ॥
(সুরে)
উঠগো ললিতে সখি, দেখ নেত্র মেলি ।
বল বল, কেন হেন হইল সকলি ॥

১। নটুয়া=নর্ত্তনশীল।

উঠগো বিশাখাসখি, দেখনা চাহিয়ে।
বল গো কি জন্যে সবে অরণ্যে পড়িয়ে॥
—(কেন এমন বা হ'লি গো)—
উঠগো সুচিত্রে দেখ মেলিয়ে নয়ন।
বল সবার এই দশা হ'ল কি কারণ॥
—(ভাব ত বুঝিতে নারি গো—
—কি ভেবে আজ এমন হ'লি)—
উঠগো চম্পকলতা বল কথা শুনি।
কি ভেবে আজ বিনোদিনী হ'ল গো এমনি॥
—(রাই কেন ধূলায় বা প'ড়ে গো—যতনের ধন)—
উঠ রঙ্গদেবি দেখ হইয়ে চেতন।
বল গো কি লাগি ধনীর ধরায় পতন॥

(সখীগণের চৈতন্য ও ধীরে ধীরে উত্থান)

বিশাখা। (সকাতরে) ওগো চন্দ্রাসখী! রাইকে দেখ এসে কাছে।
রাই আমাদের আছে কি না আছে প্রাণে বেঁচে॥

[রাগিণী ললিত ভৈরব, তাল যৎ]

দেখ চন্দ্রাদুতি সতি, তুমি ত সুমতিমতী,[১]
শ্রীমতী শ্রীমতী [২] মোদের কি মতে এমতি হ'ল।

১। সুমতিমতী—সুমতিযুক্তা, বুদ্ধিশীলা।
২। দ্বিতীয় "শ্রীমতী" শব্দটি রাধার নাম।

হেরে নবজলধরে, নয়নে কি জল ধরে,[১]
ভেবে শ্যামজলধরে ; ধ'র্‌তে যেয়ে ধরায় প'ল ॥
ভেবেছিলেম রাইকে নিয়ে, গহন কাননে গিয়ে,
লীলা-স্থান দেখাইয়ে, করিব শীতল।
ক'র্‌তে চাইলেম ভাল মনে,
মা'র্‌তে রাই আনিলেম সনে,[২]
হত্যে [৩] কি করিলেম বনে, কি কর্‌তে কি ঘটে গেল ॥

ললিতা। দেখ রাধার সম্প্রতিক, হ'ল ব্যাধি কি গতিক,
কফাত্মিক বাতিক কি পৈত্তিক।
হ'ল কি সান্নিপাতিক, নতুবা কি সাংঘাতিক,
কি বা হ'ল অন্তিম সাত্বিক !

চন্দ্রা। ওগো ! তোরা ব্যস্ত হ'স্‌নে, কোন চিন্তা নেই ;
ব্যাধি নহে রাধিকার, এ যে সাত্বিক বিকার !

ললিতা। চন্দ্রে ! তবে বল দেখি, রাই বাঁচাবার উপায় বা কি ?

চন্দ্রা। শোন বলি গো সজনি, চিত্রকারিণীকে আনি,
অচিরে রচিয়ে চিত্রপটে।
বৃথা কি বিলম্ব কর, আমার মন্ত্রণা ধর,
আনি ধর রাধার নিকটে ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমল, মৃগমদ নীলোৎপল,
রাখ সখি নাসা-অগ্রে ধ'রে।

১। নয়নে কি জল ধরে, চোখ জল ধারণ কর্‌তে পারল না, অর্থাৎ চোখ হ'তে জল পড়্‌তে লাগল। ২। সনে=সঙ্গে। ৩। হত্যে=বধ।

আমি রাইকে কোলে নিয়ে, শ্রবণে বদন দিয়ে,
'কৃষ্ণ দেখ' বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥ [১]
সবে কর জয়ধ্বনি, ধ্বনিতে বুঝিবে ধনী,
গুণমণি এ'ল বৃন্দাবনে।
"চেতন পেয়ে"—
যখন শ্যামকে দে'খ্‌তে চা'বে চিত্রপট দেখান যা'বে,
স্থির হ'বে সে রূপ দরশনে ॥

(রাধিকার নাসাপ্রান্তে সৌগন্ধি-যোজনা
ও সম্মুখে চিত্রপট সংস্থাপন)

সকলে। জয় রাধাবল্লভের জয়! জয় শ্যামসুন্দরের জয়!

চন্দ্রা। —(রাধিকার প্রতি)
(সুরে) ওগো চন্দ্রাননে! ও গো হরিণনয়নে!
হের হের মেলিয়ে নয়ন।
উঠাইয়ে বিধুমুখে, দেখ না তব সম্মুখে,
দাঁড়ায়েছে সে বংশীবদন ॥

(রাধিকার চৈতন্য)

[রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল একতালা]

রাধিকা। কো-কো-কো-কোথা গো, বি-বি-বি-বিশাখে,
দে-দে-দে-দেখা সে, ব-ব-ব-বঁধুকে।

১। মহাপ্রভুকেও কৃষ্ণনাম শুনাইয়া চেতন করা হইত, চৈতন্য-চরিতামৃতের অনেক স্থলেই এই কথার উল্লেখ আছে।

না-না-না-না-দেখে, বি-বি-বিধুমুখে,
প-প-পরাণ যে, যা-যা-যায় দুঃখে ॥
ম-ম-ম'রেছিলাম, হায় গো বিশাখা,
বাঁ-বাঁচা'লি ব'লে, দে-দেখা'বি সখা,[১]
দে-দে-দেখা সখা, বি-বি-বি-বিশাখা,
ধ-ধ-ধরি হরি, তা-তা-তাপিত বুকে ॥
ব-বলিতে নার ললিতে সই,
ললিত ত্রিভঙ্গ ক-ক-ক-ক-কই,
চি-চি-চি-চিত্রে, সে সুচিত্রে,[২]
না হেরিয়ে চিত্তে মা-মা-মানে কই।
কো-কো-কোথা বল চম্পকলতিকে,
লু-লু-লুকালি সে, চঞ্চলমতিকে,[৩]
একবার তা-তা-তাকে, দে-দে-দে আমাকে,
নইলে মরি তো-তো-তোদেরই সম্মুখে ॥
শোন গো র-র-র-রঙ্গদেবিকে,
শ্যাম-দর্শন-পণে রা-রা-রাই দেবিকে,

১। সখাকে দেখাবি ব'লে আমায় বাঁচাইয়াছিস্।
২। সে সুচিত্রে=সে সুন্দরকে।
৩। সেই চঞ্চলমতি কৃষ্ণকে কোথায় লুকাইলি?

সু-সু-সু-দেবিকে, কি-কি-কি-নিবি কে,
দে-দেখা'য়ে তারে, কি-কি-কিন্ আমাকে। [১]
তু-তু-তু-তু-তুঙ্গবিদ্যে ইন্দুরেখে,
কি-কি-কি-কি কাজ আর এ জীবন রেখে,
ম-ম-ম-ম-মরি, দে-দে-দেখা হরি,
জন্মের মত যা-যা-যা-যা-যাই দেখে ॥
(স্থিরনেত্রে সম্মুখস্থ চিত্রের প্রতি) [২]

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

এস এস, নাথ ! রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে !
যদি দাসী ব'লে দেখা দিলে, দুটী নয়ন প্রহরী করিয়ে।
আসিয়ে কংসের চর, কাটি মোর এ পাঁজর,
বঁধু, তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
বঁধু, আমার হৃদয়মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তা'তে সুখে শয়ন কর তুমি, দুটী শীতলচরণ সেবি আমি
বঁধু, পরম যতন করিয়ে।

১। হে রঙ্গ-দেবিকে, হে সুদেবিকে, তোরা তাঁকে আমায় দেখিয়ে কি পণ নিবি বল্—তাঁকে দেখিয়ে আমায় কিনে রাখ।

২। যাঁহারা যাত্রায় এলায়িত-কুন্তলা, অশ্রুনয়না বিহ্বলা রাধিকার এই অর্দ্ধোচ্চারিত গদগদ ভাষার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই এই পদের সম্পূর্ণ মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন।

বঁধু তুমি আমার বক্ষের রতন, ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভুজঙ্গিনীর যেমন মণি, তুমি আমার হও তেমনি,
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিব না ছাড়িয়ে।

(চিত্রপট আলিঙ্গন)

(সখীগণের প্রতি)

[রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল একতালা]

হায় হায় সহচরি, কি করি কি করি,
হেরিলাম হরি, কি হ'ল কি হ'ল!
ও রূপ দর্শনে যেমন, জুড়াইল মন, এ কেমন,—
হায় হায় পরশে তেমন কেন না হইল। [১]
প্রাণ সখি! ও কি হ'ল গো, কি হ'ল,
বঁধু দেখা দিয়ে আবার কোথা লুকাইল,
ভাব্‌লেম হারানিধি বিধি মিলাইল,
আমার কপাল দোষে পুনঃ হ'রে নিল।
যেমন তৃষ্ণাতুরে, মৃগতৃষ্ণা হেরে,
বারি জ্ঞান ক'রে, গেল গো সত্বরে, [২]
গিয়ে না পাইল জল, হইল বিকল, মরিল,—
হায় হায় আমার কপালে তাই বুঝি ঘটিল॥

১। ছবি দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়াইল, কিন্তু ছবিতে শ্যামাঙ্গের স্পর্শ-সুখ হইল না।

২। মৃগতৃষ্ণা দেখিয়া জলজ্ঞান করিয়া তাড়াতাড়ি গেল।

তোরা ত দেখা'লি ব্রজেন্দ্রতনয়,
পরশিয়ে দেখি সে ত এ ত নয়,
আমার দুঃখের সময়, আসি রসময়, জ্ঞান হয়,—
ও সে রসময় বুঝি বিষময় হ'ল ॥
কি বা এসে নাগর, আলি, কৈল নাগরালী,[১]
নাকি চতুরালি, তোদের চতুরালী,[২]
তোরা করিয়ে কপট, এনে চিত্রপট, সন্নিকট,—
বুঝি কহিলি লম্পট বৃন্দাবনে এল ॥

চন্দ্রা। রাধে! শান্ত হও, কান্ত পা'বার উপায় করি।

রাধিকা। ওগো সখি! দেহ মোরে যোগিনী সাজা'য়ে।
বঁধু অন্বেষণ করি মধুপুরী যেয়ে ॥
ভিক্ষা-ছলে বেড়াইব নগরে নগরে।
অবশ্য পাইব মোর বিনোদ-নাগরে।

চন্দ্রা। (সুরে) কি কহিলি রাজকন্যে, তুই যাবি বঁধুর জন্যে,
যোগিনী হইয়ে, শুনিয়ে দহিছে হিয়ে,
মোরা মরি নাই রাই এখনও আছি বাঁচিয়ে।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

তুই হে মোদের রাই গরবিনী,
ব্রজের রমণী মাঝে রাই ধনি!

১। সেই নাগর আসিয়া বুঝি ছল করিল।

২। কিম্বা হে চতুর সখীগণ এ তোদেরই কৌশল?

তোর যে গরব শ্যামগরবে, মোদের গরব তোর গরবে,
ধনি, তুই কেন মথুরা যাবি, যেয়ে সবার গরব ঘুচাইবি ॥
—(আমরা ত মরি নাই মরি নাই)—
মোরা তোর হ'য়ে মথুরায় যাব,
তোর প্রাণনাথকে এনে দিব,
—(তুই রাজার মত থাক্ না ব'সে)—
—(আবার পায়ে ধ'রে লোটাবে এসে)—
ভাবিস্‌নে গো রাজনন্দিনি ॥

রাধিকা। শুন গো চতুরা চন্দ্রে ! আনিতে গোকুলচন্দ্রে,
সাজ তবে অবিলম্ব করি।
যাত্রা কর স্মরি হরি, মনের কপট পরিহরি,
হরি যেন ঘটান শ্রীহরি ॥

চন্দ্রা। ওগো রাধে চন্দ্রাননে ! আন্‌তে নবঘনশ্যামে,
যাই তবে মথুরাধামে।

[রাগিণী বেলড়, তাল একতালা]

তবে যাই, রাই, যাই মথুরা নগরে,
আন্‌তে তোমার বিনোদ নাগরে।

১। শ্যামের গৌরবে তোর গৌরব, কিন্তু তোর গৌরবে আমাদের সবার গৌরব—তুই যদি যোগিনী হ'য়ে মথুরায় যাস, তবে আমাদের সকলের গৌরব নষ্ট হবে।

যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
দে'খ্‌ব অন্বেষণ করে।
যেখানেতে পা'ব লম্পট মাধব,
রাধে ! যেয়ে এনে যে দিব,
আমি চ'ল্লেম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে ॥
তবে তোর আর ভাবনা কিসে,
রাধে ! প্রেমময়ি ! ভাবনা কি ? সে
ব'সে আছে তোর চরণ ধ'রে ॥ [১]
একবার হেসে কথা কও গো রাই,
অনেক দিন হে হাসি দেখি নাই,
বলি বলি যাত্রাকালে,
তোর হাসি বদনখানি, দেখে যাই পুরে ॥

রাধিকা। চন্দ্রে ! তবে যাও।

চন্দ্রা। তবে চ'ল্লেম।

(চন্দ্রার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

রাধিকা। চন্দ্রে ! ফিরে এলে কেন ?

চন্দ্রা। একটী কথা মনে প'ল, তা'তে ফিরে আসা হ'ল,
দিয়েছিল দাসখত, স্বহস্তের দস্তখত,
আছে রাই তোর হস্তগত, প্রশস্ত মত ;— [২]

১। তুই মনে কর্ যেন সে তোর পা ধ'রে ব'সে আছে।

২। প্রশস্তির মত ?

দে দেখি সে খৎখান মোরে,
—(যদি যেতেই হ'ল সে মথুরায়)—
তবে ল'য়ে যাই তাই হস্তে ক'রে ॥

রাধিকা। খৎ নিয়ে কি কর্‌বি, চন্দ্রে ?

চন্দ্রা। ব'ল্‌ব আগে রীতিমত, তা'তে যদি না হয় রত,
দেখাইয়ে দাসখত, বাঁধ্‌ব আপন জোরে ;—
লোকে যদি সুধায় মোরে, কেন বাঁধ রাজার করে,
তখন ব'ল্‌ব গরব ক'রে

ব'ল্‌ব আমাদের আমাদের আমাদের রাজার,
রাজার খতের খাতক নিলাম ধ'রে।
—(তারে মোদের ভয় কি ?—রাজা হ'ক্ না কেন)—
—(সে মথুরার রাজা হ'ক্ না কেন)—
—(সেত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে)—
বল্‌ব খতের খাতক নিলাম ধ'রে ॥

রাধিকা। এই খৎ নিয়ে যা। (খৎ প্রদান)
(চন্দ্রার হস্ত ধরিয়া)

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যাবে মথুরা,
আনিতে মোর পরাণবল্লভে।
আমার শপথ লাগে, বুলি সখি তোমার আগে,
মোর এই কথাটী রাখিবে ॥
বেঁধনা তার কমল-করে ভৎর্সনা ক'র না তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুঃখ।

যখন তা'রে মন্দ ক'রে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে,

তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥ [১]

চন্দ্রা। বলি, রাধে!

সহিতে না পার যদি ব'ল্লে কিছু কান্তে,[২]

তবে কি বল গো তাঁর চরণ ধ'রে আন্‌তে?

রাধিকা। কি ব'ল্লে চতুরে? তার চরণ ধ'র্‌বে? ছি ছি! ভর্ৎসনাও

ক'র না, চরণও ধ'র না।

ব্রজের বিপদ সব জানা'বে ভঙ্গীতে। [৩]

সেই মাত্র বুঝে, যেন না বুঝে সঙ্গীতে ॥

সভা বুঝে ক'বে কথা নহিলে না কহিবে।

আসে কি না আসে হরি নিশ্চয় জানিবে ॥

চন্দ্রা। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই তবে,

যা হয় তা করা যাবে।

১। এই কয়েকটি ছত্রের বর্ণিত প্রেম অতুলনীয়। আর একটি চলিত গানে আছে "আমি মরি মরিব, তারে বেঁধ না। সে আমারই প্রিয়, সে যেখানে সেখানে থাকুক, তারে রাধানাথ বই তো বলিবে না।" বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব সঙ্কলিত, ৩৫৭ পৃঃ।

২। কান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণকে কিছু বলিলে যদি সহ্য করিতে না পার।

৩। ভঙ্গীতে—ইঙ্গিতে।

(কাত্যায়নী স্তব)

মালসী।

[রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা]

যোগেশ্বরি, জগদীশ্বরি, যোগমায়া জগদম্বে।
তোমায় স্মরণ করি, যাই মা যাত্রা করি,
পাই যেন শঙ্করি, হরি অবিলম্বে॥
বৃন্দাবনে তব নাম কাত্যায়নী,
কৃষ্ণ-সুখের তুমি হও অত্যায়িনী,[১]
ওগো নারায়ণি, সর্ব্বপরায়ণি,
তোমাপরায়ণীর কি দুঃখ সম্ভবে॥
জগদম্বালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
এ সব বালিকে,[২] মা তব বালিকে,
তুমি মহামায়া মহেন্দ্রজালিকে,
মোহ নাহি হয় তবেন্দ্রজালে কে?[৩]
কৃপা কর নরমস্তকমালিকে,
ত্বরা যেন পাই সে বনমালীকে,
ওগো ত্রিকালিকে, তোমা বই, কালিকে!
মনের কালীকে বল কে ঘুচাবে?

(চন্দ্রার প্রস্থান)

১। বিধায়িনী, যোগমায়া (বড়াই) কৃষ্ণ-রাধার মিলন ঘটাইয়াছিলেন।

২। আমরা বালিকারা।

৩। তোমার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হয়, এমন কে আছে?

মথুরাপুর।

—•—

রাজপথ।

কলসী-কক্ষে নাগরীগণের গীত

[গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

[রাগিণী ঝংলাট, তাল একতালা]

নাগরীগণ। চল্ নাগরি, নিয়ে ঘাঘরী,
যমুনায় বারি, আন্‌তে যাব।
যা'ব জলের ছলে, সবাই মিলে,
ভুবনমোহন রূপ, দেখ্‌তে পাব॥
—(আমাদের রাজার)—
যা'ব রাজগরবে গরব ক'রে,
রাজপথে কারে ভয় করিব?
দিব ঘোমটা টেনে, আড় নয়নে
লোকের পানে কেন চাব?
—(মোরা গরব ক'রে)—
(নেপথ্যাভিমুখে চন্দ্রাকে দর্শন করিয়া)
[রাগিণী গৌরসারঙ্গ, তাল আড়া]
ও মা! দেখ্ নাগরি, ও কি হেরি,
এলো ভুবন আলো ক'রে।

মরি কি রূপমাধুরী, নিল মোদের মন হ'রে ॥
সৌদামিনী প'ল খসি, নাকি অকলঙ্ক শশী,
উর্ব্বশী কি ও রূপসী, পশিল মথুরাপুরে ॥
মরি কত রূপের নারী ! আছে এত রূপের নারী,
দেখা থাক্, শুনি নাই; নারী-রূপে নয়ন ধ'র্‌তে নারি।
এ নারী যে হরনারী বিনা নয় অপর নারী, [১]
তা নৈলে কি হ'য়ে নারী, নারীর মন ভুলা'তে পারে ॥

(চন্দ্রার প্রবেশ)

নাগরী। (চন্দ্রার প্রতি)

পরিচয় বল সতি, কি নাম, কোথা বসতি,
এখানে আগতি কি কারণ ?
সধবা না কি বিধবা, অথবা হতবান্ধবা,
নতুবা সহায়হীনা কেন ?
সজল দুটী নয়ন, চঞ্চল গমন মন, [২]
বনদগ্ধে যেমন হরিণী।
যে দেখি রূপলাবণ্যা, জ্ঞান হয় রাজকন্যা,
সেই ধন্যা যে তব জননী।

১। এ নারী নিশ্চয়ই হরনারী (গৌরী)।

২। চঞ্চল গতি ও চঞ্চল মতি।

চন্দ্রা। প্রেমকাঙ্গালিনী নাম, কোথা পা'ব গ্রাম ধাম,
বনে বাস করি নিরবধি ;
নহি সধবা বিধবা, নহি গো হতবান্ধবা,
(কিন্তু) অধবা ক'রেছে দারুণ বিধি।
আমি রাজকুমারী নই, রাজকুমারীর দাসী হই,
ত্রিভুবন জয়ী যাঁর রূপে।
তাঁ'র হ'য়েছে অচিন্ ব্যাধি, সে ব্যাধির মুখ্যৌষধি,
হেথা আছে, বল পাই কিরূপে ?

নাগরী। সুরূপে ! কি ব'ল্লে ? তোমার নাম প্রেমকাঙ্গালিনী ?
আর রাজকুমারী নও, রাজকুমারীর দাসী হও ?

চন্দ্রা। হাঁ।

নাগরী। মরি মরি ! এত রূপবতী যার দাসী।
না জানি সে রাজকন্যা কতই বা রূপসী ?
সধবা বিধবা নারী এত মাত্র জানি।
অধবা কাহাকে কহে কভু নাহি শুনি।

চন্দ্রা। চিরপরবাসে থাকে যে যুবতীর পতি।
সে নারী অধবা, তার বড়ই দুর্গতি !

নাগরী। বিজ্ঞে ! কখনও যা শুনি নাই,
ভাল ভাল শুনা'লে তাই,
যে ঔষধি চাহ, তাহা আছে কার কাছে ?

১। আমি ভিখারিণী, কোথায় রাজ্য পাইব ?

চন্দ্রা। ও গো ? মথুরাতে যে নূতন ভূপতি হ'য়েছে।

নাগরী। কাঙ্গালিনি !

আমাদের মহারাজ, নহে কভু কবিরাজ,

ঔষধ পাইবে কি করিয়ে ?

চন্দ্রা। ওগো !

নহে যদি কবিরাজ, আসিয়ে মথুরা-মাঝ,

কুঁজীর কুঁজ কে দিল সারিয়ে ?

নাগরী। (সাশ্চর্য্যে) ওমা ! ওমা ! হাঁ ত' ! সত্যই ত ব'লেছ।

(জনান্তিকে) তাও ত' জানে ! (চন্দ্রার প্রতি) ওগো।

তবে সেখানে যাও।

চন্দ্রা। ওগো ওগো নাগরী গো, আমাকে তাই ব'লে দে গো,

কেমন ক'রে রাজার কাছে যাব ?

কোথা গেলে রাজার দেখা পাব ?

ওগো বল্ দেখি তাই, কি সন্ধান ক'রে যাই ?

নাগরী। সম্মুখের সপ্তদ্বারে আছে দ্বারিগণ।

সে সব দ্বারে প্রবেশিতে নারিবে কখন।

অতএব যাও তুমি অন্তঃপুর-দ্বারে।

লক্ষ লক্ষ দাসী তথা যাতায়াত করে।

প্রবেশ করিও যেয়ে তাদের সঙ্গতি।

দেখিতে পাইবে যথা আছেন ভূপতি।

চন্দ্রা। তবে আমি চ'ল্লেম।

(চন্দ্রার প্রস্থান)

মথুরা।

অন্তঃপুর।

কক্ষ।

(কক্ষের পার্শ্বে একখানি মণি-পর্য্যঙ্ক)

চন্দ্রা। (নেপথ্যে "জয়রাধে ! শ্রীরাধে ! জয়রাধে শ্রীরাধে !")

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

কৃষ্ণ। হায় কে শুনালে রে,
সুধামাখা সুধামুখী রাধার নাম।
রাধার নাম শুনে শ্রবণ জুড়াইলে।
যেন আমার হৃদয়-মরুস্থলে,
মরি মরি ও কে সুধা বরষিলে॥

(অবসন্ন-ভাবে পর্য্যঙ্কে উপবেশন)

(তাল ছোট দশকুশি)

নাম শুনিয়ে মোর দুটী কর্ণ, সাধ করে কোটী কর্ণ,[১]
দুটী বর্ণ ধরে কি মাধুর্য্য।
—(প্রেমময় রাধানামের)—

১। আমার দুটি কর্ণ অর্ব্বুদ কর্ণ হইতে চাহে।
"কর্ণ ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যাঃ স্পৃহাং"
বিদগ্ধমাধব, ৩৩ শ্লোক।

ওষ্ঠাবলী চাহে ওষ্ঠ, হৃদয়ে হ'য়ে প্রবিষ্ট,
নষ্ট ক'র্‌লে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কার্য্য ॥ [১]
—(নামের বালাই যে যাই রে)—

(তাল লোভা)

বিধি কতই বা অমিয় ঢেলে,
না জানি এই দুটী বর্ণ নিরমিলে ॥

(তাল ছোট দশকুশি)

আমার বৃন্দাবন মনে প'ল রাজ্যপদ তুচ্ছ হ'ল,
কোথা র'ল প্রাণের কিশোরী।
—(আর যে ধৈরয ধরিতে নারি কিশোরী বিনে)—
কোথা মা যশোদা পিতা নন্দ, কোথা সে সব সখাবৃন্দ,
সে আনন্দ র'য়েছি পাসরি ॥
—(ধিক্ ধিক্ মথুরারাজ্যে)—

(তাল লোভা)

মরি রাধা নামটী যে বলিলে,
—(কতই বা অমিয় মাখা)—
সে যে আমায় বিনা মূলে কিনে নিলে ॥

১। ওষ্ঠ তাঁর ওষ্ঠের সঙ্গে মিলন চায় ("প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর) নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিল।

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

চন্দ্রা। (স্বগত) যা হ'ক্, জানা গেল ভোলে নাই,
এ সময় নিকটে যাই ॥

(কৃষ্ণের নিকটে গমন)

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাকে দর্শন করিয়া)
কি নাম তোমার, নারি! কোথায় বসতি?
কি কারণে, কহ মোরে, হেথায় আগতি?

চন্দ্রা। মহারাজ!
নিকটে কি তব দিব পরিচয়,
মনেতে স্মরণ কিছু নাহি হয়;
কি জানি দেশেতে কি জানি গ্রাম,
কি জানি রাজার কি জানি নাম।
—(আমি ভুলে যে গেলেম)—
—(হেথা এসে সব ভুলে যে গেলেম)—
কি জানি আমিত কাহার দাসী,
কি জানি কাজেতে এখানে আসি;
কি জানি কহিতে কি জানি কই,
থাক্, পাওয়া যাবে ক্ষণেক বই।[১]
—(ভাল বলা যে যাবে)—
—(মনে হ'ল কথা বলা যে যাবে)—

১। পাওয়া........বই, ক্ষণেক পরে হয়তঃ স্মরণ হবে, এখন কিছুই মনে হইতেছে না। বই=বাদে।

আমি কাঙ্গালিনী, তুমি মহারাজ,
এত পরিচয়ে আছে কিবা কাজ ?

কৃষ্ণ। কাঙ্গালিনি !
এক স্থান হ'তে যদি যায় অন্যস্থানে,
পূর্ব্বকথা কিছুই কি তার নাহি থাকে মনে ?

চন্দ্রা। হাঁ মহারাজ ! তাই ত বোধ হয় !
না জানি মথুরাপুরের আছে কি ক্ষমতা।
যে এখানে আসে, সেই ভুলে পূর্ব্বকথা !

কৃষ্ণ। যা হ'ক্, কাঙ্গালিনি ! আমি একটী কথা জিজ্ঞেস্ করি ;
রসময় রাধানাম, অমিত অমৃতধাম,
কিরূপে তোমার জানা শোনা ?
—(এ নাম কোথা পেলে হে)—

চন্দ্রা। শুন বলি গুণধাম, রসময় রাধানাম,
আমা সবার হয় উপাসনা।[১]
—(তাই তে জানা যে আছে হে)—
—(আমাদের সাধনের ধন)—

কৃষ্ণ। তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, তুমি যে ধন চাও তাই দিব।

চন্দ্রা। কি ধন দিবে মহারাজ ?

কৃষ্ণ। রজত, কাঞ্চন, মণি যত চাও।

চন্দ্রা। (ঈষদ্ধাস্যে) মহাশয় !

১। রাধানামই আমার উপাসনা।

রজত কাঞ্চন মণি, ধন ব'লে নাহি গণি,
চিন্তামণিভূমি মোদের দেশে।
কল্পতরু বৃক্ষ সব, কত রত্ন হয় প্রসব,
কি দিবে কেশব সবিশেষে ?

মহারাজ! আমরা ধনের কাঙ্গালিনী নই; কেবল ছুটো কথা জানতে এসেছি।

কৃষ্ণ। কি কথা, বল।

চন্দ্রা। মহারাজ!

আমাদের যুথেশ্বরী, মন প্রাণ পণ করি,
কিনেছিল অমূল্য রতন।
সাধ ক'রে পরিতেন বক্ষে, রাখিতেন সদা চক্ষে চক্ষে,
যক্ষে যেমন রক্ষে করে ধন॥
যেয়ে দুষ্ট কংসচরে, দিবসে ডাকাতি ক'রে,
সে মাণিক হরিয়ে এনেছে;
মাণিকশোকে সে রমণী, মণিহারা যেন ফণী
উন্মাদিনী, তেম্‌নি হ'য়েছে॥
আপনার সুবিচার, সুপ্রচার [1] সদাচার
সমাচার পাইয়ে সে ধনী।
পাঠায়ে দিলেন মোরে, মহারাজার সুবিচারে
পাইতে পারেন কি না মণি ?

১। আপনার সুবিচার ও সদাচারের কথা সুপ্রচার (সর্ব্বত্র প্রচারিত)।

কৃষ্ণ। তোমাদের যে মাণিক, হয় যদি প্রামাণিক,[১]
সে মাণিক পাইবে নিশ্চয়।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা কৈলে রাজন, দিব বহু নিদর্শন,
তবে তোমার হবে ত প্রত্যয়?

কৃষ্ণ। হাঁ, তা হবে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল পেলেম তবে।

শুন হে সুবিচারক, তুমি সর্ব্বসম্পাদক,
সে ধনীর খাতক একজনে।

—(তাই বলি হে মহারাজ—সে যে বড় দুঃখের কথা)—

হ'য়ে বিশ্বাসঘাতক, আপাততঃ পলাতক,
সে খাতক আছে এই স্থানে॥

—(ত'রে দেখা'য়ে দিব হে, এখন আর পালাতে না'র্‌বে)—

ত'ার দস্তখত খত, আছে মোর হস্তগত,
সাক্ষী যত র'য়েছে জীবিত।

—(কেউ ত' মরে নাই মরে নাই,—শুন ওহে বিচারক)—

নিবেদিলেম তব পায়, বল করি কি উপায়,
ধনী ধন পায় হে ত্বরিত॥[২]

—(ও তাই বল বল হে—তুমি ত চতুর বট)

কৃষ্ণ। সুলোচনে। সে খাতকের যথাসর্ব্বস্ব বেচে আদায় কর।

চন্দ্রা। ভাল, মহারাজ!

১। এটি যদি প্রমাণিত হয়।

২। যাতে ক'রে যার ধন সে শীঘ্র তাহা পাইতে পারে।

দেখ দেখি বিচার ক'রে সর্ব্বস্ব নিলেম ধ'রে,
তা'তেও যদি না হয় পরিশোধ ?

কৃষ্ণ। এই আজ্ঞা দিলেম তোমারে, বন্ধন করিয়ে তা'রে,
কারাগারে কর নিয়ে রোধ ॥

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! যদি রাজ-পরিবারের কেহ হয় ?

কৃষ্ণ। অবোধিনি ! রাজাজ্ঞা কি কখনও লঙ্ঘন হয় ? রাজ-সম্পর্কীয় থাকুক, যদি আমিও হই, তথাপি ঐ আজ্ঞা বলবতী।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! ভাল সুবিচার বটে ; এখন আমি একটী কথা জিজ্ঞেস করি ;
দেখিলেম স্বসাক্ষাৎ রাধানামে অশ্রুপাত,
কি জন্যে হইল মহাশয় ?
না জানি সে রাধা কে ! জান কি সে রাধাকে ?
সে রাধা তোমার কেবা হয় ?

কৃষ্ণ। চতুরে !
ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যাতে বৃন্দাবন ;
তাহে গোপী মধ্যে রাধা আমার জীবন।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ মোর হয় সব—
সহায়, গুরু, শিষ্য, দাসী, রমণী,[১] বান্ধব !

১। রাধার সম্বন্ধে সমস্ত গোপী আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, স্ত্রী ও বান্ধব, এই বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ।

চন্দ্রা। ভাল ভাল, রাধারমণ!
যদি এ মন, তবে কেন এমন ?

কৃষ্ণ। দেখ কেমন ?

চন্দ্রা। কথায় যেমন, কাজে নয় তেমন।

কৃষ্ণ। মুখরে! তুমি কথায় কথায় যে ব্যঙ্গ ক'র্‌চ,
তোমায় যেন চিনি চিনি করি, কিন্তু চিনিতে না পারি॥

চন্দ্রা। কি ব'ল্‌লে, সুশীল!
চিনিতে না পার কিন্তু কর চিনি চিনি!
চিটাতে মজা'লে মন কোথা পা'বে চিনি ? [১]
যখন তোমার মন ছিল হে চিনিতে, [২]
জ্ঞান হয় তখন বুঝি পারিতে চিনিতে।

কৃষ্ণ। চপলে! যাই বল, তোমার সঙ্গে যেন কোথায় দেখা শুনা ছিল।

চন্দ্রা। সুধীর! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চো না ?

[রাগিণী কালাংড়া, তাল আড়া]

এখন আমায় চিন্‌বে কেন,
আর কি চিনার দিন র'য়েছে ?
যে কালে চিনিতে শ্যাম,
সেই কালেরে কালে খেয়েছে।

১। যে চিটা গুড়ের আস্বাদ মাত্র জানে, সে চিনি কোথায় পাবে ?
২। যখন তুমি চিনির আদর জান্‌তে।

শুন বলি বাঁকা সোণা, যদি থাকে দেখা শোনা,
তবে হবেই চিনা শুনা, শুনাচিনার কি ফল আছে ?
দেখে দুঃখে প্রাণ বাঁচে না, কে বা ব'সে দিবে চিনা, [১]
যে চিনায় দুঃখ ঘুচে না, কাজ কি সে চিনা ;—
যদি থাকে চিনার চিনা, [২] তবে চিনা হবে পাছে ॥
কালস্য কুটিলা গতি, যেন ভুজঙ্গের গতি,
সদা করে গতাগতি, হয় কোথা স্থিতি !
সে কাল বিষম ভাবে, র'য়েছে যে সমভাবে,
কুবুজী কুবুঝি, ভাবে [৩] বুঝি ধূলপড়া দিয়েছে ?
(খত দেখাইয়া)
মহারাজ !
দেখ দেখি এই খত্, কা'র হাতের দস্তখত্ ?

কৃষ্ণ। হাঁ, এখন আমি তোমাকে চিনেছি।
তুমি চন্দ্রা সুচতুরা থাক বৃন্দাবনে,
তা' নৈলে এমন কথা কহিতে কে জানে ?
চন্দ্রা সখি ! বল বল, বৃন্দাবনের সুমঙ্গল,
কুশলে ত আছে বন্ধুগণ ?

১। কে আর ব'সে ব'সে তোমায় পরিচয় দিতে যাবে ?

২। যদি প্রকৃত চেনা কোন দিন হ'য়ে থাকে।

৩। কুবুজী—দুষ্টবুদ্ধি (কুবুঝি) ভাবে এইরূপ বোধ হয় যে, সে ধূলাপড়া দিয়াছে।

পিতা নন্দ মহাশয়, পরম করুণাময়,
কিরূপে বা রেখেছেন জীবন ?
মাতা মোর যশোমতি, যেন স্নেহ মূর্ত্তিমতী,
মন বেঁধে আছেন কি মতে ?
না দেখিয়ে একক্ষণ, বৎসহারা ধেনু যেন,
কাঁদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে।
কেমন আছে সখাগণ, যাদের সনে গোচারণ,
করিতেম কানন মাঝে সুখে।
মরি তাদের কতই প্রীতি, ছিল যে আমার প্রতি,
খেয়ে ফল দিত মোর মুখে!
যত ব্রজ-গোপ-রামা, আমার পরাণসমা,
কেমন আছে আমাহারা হ'য়ে ?
কেমন আছে শ্রীরাধিকা, সে যে মোর প্রাণাধিকা,
হিয়ার হেমহার কোথা প্রিয়ে ?

চন্দ্রা। লম্পট ! বৃথা কথায় প্রয়োজন কি ?

[রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল একতালা]

বলি থাক্ ও সে সব কথা থাক্,
ও সে সুখে থাক্, কি বা দুঃখে থাক্,
বেঁচে থাক্, থাক্ বা না থাক্,
তা'তে তোমার কাজ কি ?
তুমি ত শ্যাম সুখে আছ, পেয়ে পরের রাজকী ॥[১]

১। রাজকি (রাজগি)=রাজত্ব।

চাতকিনী বারি বিনে, পিপাসায় মরিলেও প্রাণে,
চেয়ে থাকে মেঘেরই পানে ;—
সে কি তারে বধে প্রাণে, শিরে পেড়ে [১] বাজ্ কি ?
তুল'না অবলার কথা, তার কথা কি বলার কথা,
কথায় কথায় বা'ড়্‌লে কথা, শু'ন্‌তে হয় দু'কথা ;
সুখীর কাছে দুঃখীর কথা, কইলে লাগে বা কোথা ;
র'য়েছ ভুলে যে কথা, কি ফল তু'লে সে কথা,
এ যে কথা কথারই কথা ;—
দেখে তোমার ব্রজের কথা মনে প'ল আজ কি ?
যে গেছে সব তারই গেছে, কুল গেছে মান গেছে,
রূপ গেছে লাবণ্য গেছে, প্রাণ যেতে ব'সেছে ;
তায় তোমার কি বোয়ে গেছে, আরও বিষয় বেড়েছে ;
পাঁচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পদে যদি সে হারে,
হানি কি সে জানিতে পারে ;— [২]
সে কথা সুধাই তোমারে, বল রসরাজ কি ?
ছিলে ধেনু গোপের পাড়া, হেথা কত হাতী ঘোড়া,
সেখানে পড়িতে ধড়া, হেথা জামা জোড়া ;

১। পেড়ে=নিক্ষেপ করিয়া।

২। যে পাঁচ দ্রব্যের কারবার করে, তার যদি এক দ্রব্যের ক্ষতি হয়, তাতে তার কি আসে যায় ? (রাধা গেলে তোমার অতি সামান্য ক্ষতিই হয়)।

রাই-পদে লোটান মাথায়, পাগ্‌ড়ি বেঁধেছ তেড়া ; [১]
ছিলে নন্দের ধেনুর রাখাল,
তার পরে রাইরাজার কোটাল,
হেথা এসে হ'য়েছ ভূপাল ;—
তাই বলি কপালী [২] গোপাল, উচিত কথায় লাজ কি ?

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! তুমি আর আমায় বঞ্চনা ক'রনা ! আমার আনন্দধাম ব্রজধামের প্রিয়জনবর্গ কে কেমন আছেন তাই বল।

চন্দ্রা। শুন, নিঠুর বিদগ্ধ ! বন যেন দাবদগ্ধ হে,
মুগ্ধপ্রায় পশুপক্ষিগণ।
—(তোমার বিরহেতে হে)—
শিশু আদি বৃদ্ধ যুবা, খেদান্বিত হ'য়ে কে বা হে,
দিবানিশি না করে রোদন ॥
—(দুঃখ আর ব'ল্‌ব বা কত হে—ব্রজবাসিগণের)—
তব পিতা নন্দরাজে, না যান জনসমাজে,
গৃহ মাঝে থাকেন অন্ধপ্রায় হে।
—(তোমায় হারা হ'য়ে হে)—
শোকেতে তব জননী করে ক'রে ক্ষীর ননী,
'খা নীলমণি' ব'লে মূর্চ্ছা যায় হে ॥
—(রাণী প্রবোধ মানে না, মানে না—তব মুখ না দেখিয়ে)—

১। তেড়া=বঙ্কিম ছন্দে। বক্র ভাবে।
২। কপালী=ভাগ্যবান।

সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছেদরূপ অসি,
মরি কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশীরাশিজিত যে শশী ;—
হ'ল সে শশী অসিত-চতুর্দশীর প্রায় ।[১]
প্যারী হেরে নিজকরে, নখরনিকরে,
ভেবে শীত করে, আবরণ করে,
পুন দেখি করতল, ভেবে শতদল
'একি হ'ল' বলি, দূরে ক্ষেপ করে ;
তাতে হয় পুনঃ কঙ্কণ ঝঙ্কার,
শুনে ভ্রম হয় ভ্রমর-ঝঙ্কার,
অমনি করে 'উহু' রব, ভাবে কুহুরব,
বলে হ'ল দেখি একি কুহুরব ;—
তখন মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় প'ড়ে যায় ।[২]
যে ভাবেতে রেখে এলেম রাধিকায়,
এতক্ষণ বুঝি ত্যজেছে সে কায়,
হায় বিধি নিরদয়, তোমার হৃদয়,
বজ্রে গঁঠে'ছিল বধিতে কি তায় ;

১। বহু সংখ্যক শশীকে (শশী-রাশি) জয় করেছে যে শশী, সেই রাধা-শশী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ম্লান হইয়াছে।

২। রাধা নিজ হস্তের নখ দেখিয়া শীতকর অর্থাৎ চন্দ্র মনে করিতেছেন, চন্দ্র দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্রকে মনে পড়ে, সুতরাং নখগুলি, হাত দিয়ে আবরণ করিয়া সেই হাত দেখিয়া পদ্মভ্রমে কৃষ্ণের কথা মনে করিতেছেন,

যার শ্বাসেতে না চলে কমলেরি আস্, [১]
তবে কি তার আর বাঁচারই বিশ্বাস,
—(ধনীর সহচরী সবে রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে)—
সবে হ'য়েছে নিরাশ, প'ড়ে চারিপাশ,
নাহি কারও চেতন প্রকাশ ;—
যদি দে'খ্‌তে থাকে আশ, চল হে ত্বরায়।

কৃষ্ণ। শুন চন্দ্রে! কথায় আর নাহি প্রয়োজন
অবিলম্বে প্রিয়ার কাছে করহে গমন॥
দুই এক মধ্যে আমি যাব বৃন্দাবন।
এ কথা অন্যথা মোর না হবে কখন॥

চন্দ্রা। শঠশিরোমণি! কি বল্লে? দুই এক মধ্যে?
দুই এক দিবস, কি মাস, কি বৎসর, কি যুগ?

কৃষ্ণ। (ঈষদ্ধাস্যে) চন্দ্রে! আমি কালই যাব।

চন্দ্রা। ও হে কিতব [২] আর কি তব "কাল" বিশ্বাস করি?

তখন 'একি হল' বলে হাত দূরে ক্ষেপ করিতে যাইয়া কঙ্কণের ঝঙ্কার শুনিয়া ভ্রমর ঝঙ্কার মনে করিয়া আবার তাঁহারই কথা মনে হইল। নিরুপায় হইয়া রাধা "উহু" এই শোক-ব্যঞ্জক কথা উচ্চারণ করিতে যাইয়া "কুহু" রব প্রতিধ্বনিতে শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাধার নখগুলি চন্দ্রের ন্যায়, করতল পদ্মের ন্যায়, কণ্ঠস্বর কোকিলের ন্যায়—এই গানের ইহা হচ্ছে গৌণ ব্যঞ্জনা। সমস্ত গানটি একটা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ভাবানুবাদ।

১। শ্বাস-বায়ুতে কমল্ তন্তু বিচলিত হয় না।
২। কিতব—কুটিল।

কাল যাব বলি আর না দিও আশ্বাস।
কালের কালেতে মোদের না হয় বিশ্বাস !
এক কাল ভেবে রাইয়ের সোণার বরণ কালী !
আবার কি বল, শঠ, যাব সেই কালি ?

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! আমিই কি স্বভাবে আছি ?

চন্দ্রা। ওহে ! তোমার আর কি হ'য়েছে ?
"আরও দেখি চিক্‌না বেড়েছে !
(সুরে) ওহে নিরদয় হে, এই বলি শোন হে ;—
যদি কাল বরণ তোমার গৌর হ'ত,
রাধার চিন্তা তবে জানা যে'ত। ১

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! ভাল ব'লেছ, আমারও অন্তরে যাই,
তুমি দেখি ব'ল্লে তাই।
আমার মনের কথা তোমায় বলি তবে,
কাল ঘুচে গৌর হ'তে হবে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল দেখা যাবে, এখন বল কখন যা'বে ?

কৃষ্ণ। (উঠিয়া) চন্দ্রে ! তুমি যাও আমি আস্‌ছি,
সেখানে দেখা পাবে।

চন্দ্রা। তবে আমি এখন চ'ল্লেম।

(সকলের প্রস্থান)

১। "যদি তোমার কালবরণ ঘুচে যেয়ে গৌরবর্ণ হ'ত, তবে বুঝিতাম তুমি রাধাকে চিন্তা কর—অর্থাৎ গৌরাঙ্গী রাধাকে চিন্তা ক'রে ক'রে তোমার বর্ণ তাঁর ভাবানুযায়ী হয়েছে।

প্রস্তাবনা ।

চন্দ্রামুখে ধনী কৃষ্ণ-আগমন শুনে ।
আনন্দে আনন্দবারি বহে দুনয়নে ॥
মনেতে উদয় হ'ল নানা ভাবোল্লাস ।
অকস্মাৎ কুঞ্জদ্বারে দেখে পীতবাস ॥
গোস্বামীসিদ্ধান্তমতে স্বয়ং ভগবান ।
বৃন্দাবন ত্যজি' এক পদ নাহি যান ॥
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ ।
তার হেতু প্রোষিত ভর্ত্তৃকা-রসাস্বাদ ॥
স্ফূর্ত্তিরূপে মুর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে ।
তখনি ভাবেন কৃষ্ণ এলেন বৃন্দাবনে ।
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী ।
এই রূপে কতদিন কাটেন কিশোরী ॥ ১
দন্তবক্র বধ করি ব্রজেতে আসিয়ে ।
বসন্তে করিল রাস গোপীগণ ল'য়ে ।

১ । নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যলীলার এই ব্যাখ্যা । জীব তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না । জীব এবং তিনি অভিন্ন । তাঁহারই রূপাস্বাদ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং কৃত্রিম বিরহের সৃষ্টি করেন ।

নিকুঞ্জকানন।

রাধিকা ও সখীগণ।

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

রাধিকা। (শশব্যস্তে)

তব পথ নিরখিয়ে, ব'সে আছি সই।
তুমি চন্দ্রা একা এলে, প্রাণনাথ কই ?

চন্দ্রা। রাধে ! প্রেমময়ি !

অঘটন ঘটা'তে পারি কৃপা হ'লে তোর।
ঘটন ঘটাতে কি অসাধ্য হয় মোর ?
(সুরে) ধৈর্য্য ধর গো রাই বিনোদিনি !
পা'বি এখন তোর সে গুণমণি।

(কুঞ্জদ্বারে কৃষ্ণ)

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ?
—(দেখ্ দেখি গো, ও বিশাখিকে)—
ও কি বারিধর কি গিরিধর !
ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল !
—(দেখ্ দেখি গো, ও ললিতে)—

না কি মদনমোহন ঘরে এল ?
ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা !
—(নবজলধরের মাঝে)—
না কি চূড়ার উপর ময়ূরপাখা ?
ও কি বকশ্রেণী যায় চ'লে !
—(নিশ্চয় করিতে নারি গো)—
না কি মুক্তামালা দোলে গলে ?
ও কি সৌদামিনী মেঘের গায় !
—(দেখ্ দেখি গো সহচরি)—
না কি পীতবসন দেখা যায় ?
ও কি মেঘের গর্জ্জন শুনি।
—(বল্ দেখি গো ও সজনি)—
না কি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ? [১]

বিশাখা। (কৃষ্ণের প্রতি) প্রাণবল্লভ! ওখানে দাঁড়ায়ে কেন ?
(অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক)
এস এস, রাধানাথ! দাঁড়াও রাধাসনে।
মন নয়ন জুড়াই মোরা যুগলদরশনে !!

১। একবার মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম করিয়াছিলেন, এবার কৃষ্ণকে মেঘ ভাবিয়া দ্বিধা বোধ হইতেছে। কৃষ্ণদর্শন-সৌভাগ্যকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। এজন্য একি সত্যই কৃষ্ণ নাকি তাঁর চোখের ভ্রমে মেঘই কৃষ্ণরূপে দেখা দিয়াছে—এই দ্বিধা ও ব্যাকুলতায় গানটি পরম-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

[illegible] বা রাই-উন্মাদিনী

(রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন)

[রাগ মুলতান, তাল খর্ররা]

সখীগণ। ওগো, দেখ্ সহচরি ! যুগল মাধুরী,
শ্যামের বামে প্যারী, কিবা সেজেছে !
রূপে কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন,
আর কি এমন জগতে আছে !
ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে, দাঁড়া'ল ত্রিভঙ্গী,
দেখনা সঙ্গিনি, রঙ্গিণীর কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে ;—
দেখ উভয়ে উভয়াঙ্গে, হেলা'য়ে শ্রীঅঙ্গে,
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গে, ঝলক দিতেছে !
উভয়ের নেত্র উভয়েরি আস্যে, [১]
সুহাস্য প্রকাশ্য উভয়েরি আস্যে
পীযূষে ঔদাস্য ক'রেছে ;—[২]
হের তনুর সহিত, তনুর মিলন,
মনের সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি কি মিলন হয়েছে ;—

১। উভয়ের মুখের দিকে উভয়ের চক্ষু নিবদ্ধ।

২। মধুকেও হার মানাইয়াছে।

ঔদাস্য (উদাস)—নিষ্প্রভ

যেন তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধা পান ক'রে, ম'জে র'য়েছে !!
নবকাদম্বিনী সহ সৌদামিনী,
জম্বুনদহেম, মরকতমণি,
সবে এ রূপে উপমা দিয়েছে ;—
নবঘনঘটায় কি লাবণ্য আভা ? [১]
সৌদামিনী সেও হয় ক্ষণপ্রভা, [২]
কিরূপে এ রূপে মিলেছে ;—
সখি হেম মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা কি হয় গণিত, এ রূপের কাছে ? [৩]
মরি কি বা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,
রাধা রূপ তাহে, মাধুর্য্যের ধুর্য্য ;[৪]
হেরে মন অধৈর্য্য হ'য়েছে ;—
কোটী নেত্র যদি দিত জড়বিধি,
হেরিতেম ও রূপ, ব'সে নিরবধি,

১। নব মেঘে কি এত লাবণ্য আছে ?

২। সৌদামিনীও ক্ষণমাত্র আলো দেয়।

৩। মরকত মণি ও সোণা ইহারা কঠিন, তা কি এ রূপের কাছে গণ্য হয় ?

৪। "যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যেব ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাহা বাড়ায় মাধুর্য্য ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ প।

বিধি তায় অবধি ক'রেছে ;— [১]

যদি দিল দুনয়ন, তাহে ক্ষণক্ষণ,

পলক-মিলন ক'রে রেখেছে ॥ [২]

দিব্যোন্মাদ সমাপ্ত।

১। বিধি অবিধি করেছে—বিধাতার এ বিধান ভাল হয় নাই। সবে দুটি চোথ তার মাঝে আবার পলক দিয়েছেন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য সৃজন। যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন, বিধি হঞা হেন অবিচার। মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার।

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২১ প।

২। "দুটি আঁখি দিল ··তাহে দিল নিমেষাচ্ছাদন"

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২১ প।

বিচিত্রবিলাস।

(ব্রজলীলা)

গৌরচন্দ্র।

[রাগিণী বেহাগ, তাল বড় চৌতাল]

মজরে মানস-ভৃঙ্গ, গৌরাঙ্গপদারবিন্দে।
বৃথা ভ্রম ভবারণ্যে, বিষয় কেতকী-গন্ধে।
রাগ-পরাগে[১] হ'য়ে অন্ধ, মায়া কাঁটায় হ'বি বন্ধ,
ক্রমেতে ঘটিবে মন্দ, পাবিনে সুখ-মকরন্দে।

গৌর করুণাময়,

তরুণ-অরুণ-কিরণ-নিন্দিত হেম বরণ,
অরুণ নয়ন, অরুণ বসন, অরুণাঙ্গজ[২]-ভয়নিবারণ ;

(তাল সুরফাঁক)

মাধুর্য্যেতে ইন্দু কোটী, গাম্ভীর্য্যেতে সিন্ধু কোটী,
বাৎসল্যে জননী কোটী, বদান্যে কামধেনু কোটী ;

১। অনুরাগ রূপ পরাগে (পুষ্পরেণুতে)।

২। অরুণাঙ্গজ = রবি-সুত (যম)।

(ধ্রুপদ)

দয়ালের শিরোমণি, যারে করে চিন্তা মুনি,[১]
এসে সে প্রেম-চিন্তামণি, বিলাইল জীববৃন্দে।

(সোওয়ারি)

ভাব-পারাবার গোরা, রাধা-ভাবে সদাই ভোরা,[২]
দুনয়নে বহে ধারা, যেন সুরধুনীর ধারা ;

(ছোট চৌতাল)

মান-ভরে হরি পরিহরি, সহচরীগণ-করে ধরি,
যেমন করি বিলাপে কিশোরী ;[৩]

(সোওয়ারি)

তেম্‌নি করি, গৌরহরি, কাঁদে উন্মাদীর পারা ;

(যৎ)

ক্ষণে বলে উচ্চরায়, ওহে স্বরূপ রামরায়,[৪]
মরি মরি মরি, মম প্রাণহরি,
কোন্ কাননে ধেনু চরায়,
এবার দেখাইয়ে বাঁচাও ত্বরায় ;

১। যে চিন্তা-মণিকে মুনিরা চিন্তা করে, সেই চিন্তামণি জগতের জীবদিগকে বিলাইল। ২। ভোরা—বিহ্বল।

৩। মানের ভরে হরিকে পরিত্যাগ করিয়া সখীদের জনে জনের হাতে ধরিয়া শেষে রাধিকা যেরূপ বিলাপ করেন।

৪। স্বরূপ দামোদর ও রামরায় (বিদ্যানগরের রাজা উড়িষ্যার রাজ-

(খয়রা)

ক্ষণে বলে, সখি ! দেখ দেখ দেখি,
অপূর্ব্ব রূপসী কে আসিছে দেখি,
বুঝি. মান ভাঙ্গিবার আশে, এ নিবাসে আসে,
নারী-বেশে শ্যামরায় ;[১]

(ধ্রুপদ)

ক্ষণে নাচে বাহু তুলে, জিতং জিতং জিতং ব'লে,
ভেসে যায় নয়নের জলে, পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে ।

প্রস্তাবনা ।

শুন হে রসিকগণ ! রসামৃত আস্বাদন
কর, তর্ক-গরল ত্যজিয়ে ।
অভাজন জন ভাষে, রসাভাস দোষাভাসে,
শুধিবে করুণা প্রকাশিয়ে ॥[২]

১.। গৌরাঙ্গ একবার গরু চরাইতে নিযুক্ত কৃষ্ণকে দেখিতে চাহিতেছেন, আর একবার ভাবিতেছেন কৃষ্ণ স্ত্রীবেশে রাধিকার মান ভাঙ্গাইতে আসিতেছেন (রাধিকার মালিনীর বেশে, বণিক বধূর বেশে, দোয়াসিনী বেশে প্রভৃতি বিবিধ রমণী বেশে আসিবার কথা চণ্ডীদাস ও অপরাপর কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন) ।

২ । আমি অভাজনের ভাষে (বাক্যে) যদি রস-ঘটিত কোন দোষ

কৃষ্ণলীলা পারাবার, সাধ্য কার বর্ণিবার,
অনন্ত[১] না পায় অন্ত যার।
আমি রাঙ্গা টুনী তাতে,[২] নিজ তৃষা ঘুচাইতে,
স্পর্শিমাত্র, সেও কৃপা তাঁর॥
ব্রজপুর-পুরন্দর নন্দন শ্যাম সুন্দর,
প্রকট হইয়ে নন্দীশ্বরে।[৩]
দাস সখা মাতা পিতা, যত গোপের বনিতা,
সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করে॥
বৃন্দার সেবিত বন, নাম তার বৃন্দাবন,
নিত্য তথা করে গোচারণ।
সখা সহ করে খেলা, গিরি কুঞ্জে করি মেলা,
সু-কৌশলে ল'য়ে গোপীগণ॥
'একদা' না হইতে ভানূদয়, মিলে সখা সমুদয়,
মন্ত্রণা করেন বসি সবে।
নিত্য মোরা কানুভাই, সেধে সেধে নিয়ে যাই,
আজি কানু মোদের সাধিবে॥

১। শেষ নাগ যার সহস্র মুখ।

২। চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নানাস্থানে নিজকে চৈতন্যচরিতামৃতরূপ মহাসমুদ্রে "রাঙ্গাটুনী" বলিয়া নিজের দৈন্য দেখাইয়াছেন। কবি কৃষ্ণকমল তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

৩। নন্দীশ্বরে=বৃন্দাবনের যে অংশে নন্দের রাজধানী (?)।

ব্রজপথ।

(রাখালগণের প্রবেশ)

শ্রীদাম। ভাই সুবল! ঐ দেখ সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণে রঞ্জিত ক'রে উদয় হ'য়েছেন, তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত র'য়েছ কেন? শীঘ্র গোচারণে যাবার উদ্যোগ কর।

সুবল। ভাই শ্রীদাম! আজ আমরা কানাইকে আন্‌তে নন্দালয়ে যাব না, দেখি দিকি কানাই এসে সবাইকে সেধে নিয়ে যায় কি না।

(নেপথ্যে শিঙ্গার ধ্বনি)

শ্রীদাম। (সচকিতে) ঐ শুন দাদা বলদেব ঘন ঘন শিঙ্গার ধ্বনি ক'চ্ছেন! সখাগণ! আর বিলম্ব করা হবে না, বলাই দাদার রাগ ত জান!

[রাগিণী ললিত, তাল রূপক]

চল যাই ভাই, সবাই ভাই কানাইকে আন্‌তে।
দাদা হলধরে, ডাকে শিঙ্গার স্বরে, তা'ত[১] হ'বে মান্‌তে॥

(তাল খয়রা)

আর কি সাজে ব্যাজ, ত্বরায় কর সাজ,
নিয়ে রাখাল-রাজ, বিপিনেতে-যাই;

১। সে ডাকতো মান্‌তে হবে।

তা নৈলে ভাই আজ, রাখাল-সমাজ
হ'তে মেরে ধ'রে তাড়া'বে বলাই।[১]
সে রাঙ্গা[২] নয়নে, চাহে যার পানে; সে পারে জা'নতে॥
ও ভাই কানাই মোদের প্রাণ,
সে বিনে সে বনে কেবা রাখে প্রাণ,
তার প্রতি কি ফল বিফল অভিমানে!
যখন বিষজল পান করে গেল প্রাণ,
সে না দিলে প্রাণ, বাঁচতাম কেমনে।
কর এই প্রতিজ্ঞা তবে, আজ যদি সাধা'বে,
ভিন্ন হ'বে সবে যেয়ে বনান্তে॥[৩]

সুবল। ভাই শ্রীদাম! ভাল ব'লেছ, তবে চল নন্দালয়ে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীনন্দালয়

প্রাঙ্গণ।

(রাখালগণের প্রবেশ)

রাখালগণ। (কৃষ্ণের প্রতি) এতক্ষণে কি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল?

১। তা না হ'লে রাখাল সমাজ হ'তে আজ বলাই মেরে ধ'রে আমাদিগকে তাড়িয়ে দেবে। ২। বারুণীপানে রাঙ্গা চোখ।

৩। তাকে আনতে চল যাই, কিন্তু আজ যদি সে সাধায়, তবে বনে যেয়ে তার সঙ্গে আমরা সকলে ভিন্ন হব।

কৃষ্ণ। সখাগণ! আমি অনেকক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছি, তোমরা এখনও এলে না কেন তাই ভাব্‌ছিলাম।

রাখালগণ। ভাই কানাই! কৈ, গোচারণে যাবার ত কোন উদ্যোগ দেখ্‌ছিনে, আজ বুঝি তোর বনে যাওয়ার ইচ্ছে নেই?

[রাগিণী ললিত যোগিয়া, তাল একতালা]।

আজ বনে যাবি কিনা যাবি কানাই,
ও তাই জান্‌তে এসেছি;
এমন ভাবিস্‌নে মনে, তোরে নিতে এসেছি।
সেধে সেধে নিতুই নিতুই, না নিলে যাবিনে তুই,
আমরা কি ভাই তোর এতই কেনা নফর হ'য়েছি।
উঠিল গগনে বেলা, ছুটিল সব ধেনু মেলা;
ব'য়ে গেল খেলার বেলা, এখনও ক'র্‌লিনে মেলা; [১]
আজ কাননে যেয়ে গোপাল! ভিন্ন করে দিব গো-পাল,[২]
দিনেক দুদিন একা গো পাল,[৩] সবে এ মন্ত্রণা ক'রেছি।
কাননে কাল খেলায় হেরে, ব'য়েছিলে কাঁধে ক'রে,
সেই কথা কি মনে ক'রে, বসিয়ে র'য়েছ ঘরে;
এ যে তোর অন্যায় ভারি, আমরাও ত ভাই খেলায় হারি,
দশদিন তোরে কাঁধে করি, না হয় একদিন কাঁধে চ'ড়েছি!

সুবল। (সাভিমানে) ভাই কানাই! ঐ দেখ গাভীবৎস সকল

১। মেলা=প্রস্থান, এখনও পূর্ব্ববঙ্গে "মেলা কর্‌ল" অর্থ যাত্রা কর্‌ল।

২। তোমার গরুর পাল ভিন্ন করে দেব।

৩। দিনেক দুদিন তুমি একাই তোমার গরু পালন কর।

বনে যাবার জন্তে ব্যস্ত হ'য়ে বারম্বার হাম্বারব ক'র্ছে, ওদিকে দাদা বলদেব ঘন ঘন শিঙ্গার ধ্বনি ক'র্ছেন, তুমি গোচারণে যাবে কি না শীঘ্র ক'রে বল, আমরা আর বিলম্ব কর্তে পারিনে।

কৃষ্ণ। (সানুনয়ে) ভাই সুবল! অকারণে কেন তোমরা আমার প্রতি রোষ প্রকাশ ক'রছ? তোমরা ত সকলেই জান,— মা আমাকে একদণ্ড না দেখ্লে পাগলিনীর মত হ'ন; আমি শুয়ে থেকে স্বপনেও তোমাদের সঙ্গে খেলা করি, তোমাদের নিয়ে গোচারণে যাব, তাতে কি আমার অসাধ[১]?

[রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়া]

সাধে কি বিলম্ব করি, যাইতে কাননে,
ভাইরে বৃথা অনুযোগ কর সবে অকারণে।
মা যে আমায়, দেয় না বিদায়,
ভাইরে সুবল, হ'ল কি দায়,
বুঝা'য়ে মায়, নে ভাই আমায়,
তা নৈলে বল্ যাই কেমনে।

(তাল খয়রা)

জননীর বাঞ্ছা, গৃহেতে রাখিতে,
ভাইরে! তোদের বাঞ্ছা, কাননেতে নিতে,

১। অসাধ=অনিচ্ছা

কিন্তু আমার বাঞ্ছা, সবার মন তুষিতে,
এক দেহে তা' বা ঘটে কি মতে;
যদি বলি যাই মা গোঠে, অমনি যে মা কেঁদে ওঠে,
আবার না গেলে ভাই, তোমরা সবাই, কত দুঃখ কর মনে।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! তুমি যে উভয়সঙ্কটে প'ড়েছ, তা আমরা বেশ্ বুঝিছি; আচ্ছা ভাই, আমরা মা যশোমতিকে বুঝিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

অন্তঃপুর।

যশোদা।

(কৃষ্ণ ও রাখালগণের প্রবেশ)

রাখালগণ। (কৃতাঞ্জলি হ'য়ে) মাগো যশোদে! আমরা প্রণাম করি।

যশোদা। (সাদরে) কে ও শ্রীদাম? ও'কে সুবল? এস এস, বাছা সকল চিরজীবী হও, আমার গোপালের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে এসেছ?

রাখালগণ। মা ব্রজেশ্বরি! আমরা ঘরে ব'সে খেলা ক'র্‌ব না; বড় আশা ক'রে এসেছি, আজ ভাই কানাইকে নিয়ে গোচারণে যাব।

[রাগিণী ভৈরবী, তাল রূপক]

ওমা ব্রজেশ্বরি গো!

তোমার নীলরতনে, দিতে মোদের সনে,
ক'রনাকো মনে কিছু ভয় ;
বেলা অবসান হ'লে আনিয়ে দিব গোপালে,
মা তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয়।

(তাল খয়রা)

সঁপে দে গো মোদের হাতে,
রাখ্‌বো সদা সাথে সাথে,
সেধে সেধে, দিব খেতে, ক্ষীর সর নবনী ;
সকলে ফিরাব ধেনু, বাজাইয়ে শিঙ্গা বেণু,
ছায়াতে রাখিব কানু, তাপিত হ'লে অবনী ;
শিলা-কণা কুশাঙ্কুরে, [১] ল'ব সদাই কাঁধে ক'রে,
তাই করিব বনান্তরে, যা'তে সুখে রয়। [২]

যশোদা। বাপ্‌ শ্রীদামরে! আমি প্রতিদিন গোপালকে বনে পাঠিয়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে থাকৃব ? বাছা সকল! আমি তোদের ক্ষীর সর নবনী দিচ্ছি ; তোরা আজ্‌ এইখানে ব'সে খেলা ধূলো কর্‌।

শ্রীদাম। মাগো! তুমি ভাই কানাইকে গোচারণে পাঠাতে কেন এমন ভীত হ'চ্ছ ? তোমার গোপাল সামান্য ছেলে

১। যদি পথে শিলাকণা ও কুশাঙ্কুর দেখিতে পাই।

২। বনান্তরে—দূরবনে, সেইভাবে কাজকর্ব যাতে কানু সুখে থাকে।

নয়? মাগো! কোন ভয় কর না, হাসিমুখে ভাই কানাইকে সাজিয়ে দেও; আমরা বনে গিয়ে খেলা ক'র্‌ব।

যশোদা। বাপ্‌রে! আমি গোপালকে বনে পাঠাতে সাধে কি এমন করি! আমার যে কপাল বড় মন্দ! তা'ই যদি না হবে, তবে অবোধ কাঁচা ছেলের উপর কংসরাজা এরূপ নিষ্ঠুর কেন হবেন! কৈ, আমি ত মনেও কখন কারও মন্দ করিনি। হায়! যে "মা আমাকে চাঁদ ধ'রে দে" ব'লে কেঁদে ওঠে, যে মা ব'লে আজও চেয়ে খেতে জানে না, যে ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তারও আবার শত্রু। বিধাতা এ অভাগিনী চির-দুঃখিনীর ভাগ্যে যে কি সর্ব্বনাশ লিখেছেন, তা তিনিই জানেন।

শ্রীদাম। মাগো! তোমার গোপাল যদি সামান্য ছেলে হ'ত, আর মা কাত্যায়নী যদি সহায় না থাক্‌তেন, তা হ'লে কি পূতনা, অঘাসুর প্রভৃতি নিদারুণ কংসচরদের হাতে রক্ষে ছিল! তুমি কিছু চিন্তা কর না।

যশোদা। শ্রীদামরে! আমি জগজ্জননী কাত্যায়নীর সাধন ক'রেই বাছাধন গোপালকে পেয়েছি; মনে মনে জানি যে, তাঁর দেওয়া ধন তিনিই রক্ষে ক'র্‌বেন, তবু যে মন কেন বোঝে না, তা কেমন ক'রে ব'লব? বাছারে! আজ তোমরা গোপালকে রেখে যাও, কাল আমি বেশ্‌ ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে দেব, তোমরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেও।

শ্রীদাম। মাগো! আমরা কেন যে ভাই কানাইকে নেবার জন্য

এত জিদ্ ক'র্‌ছি তা তুমি কি জান না ? যে দিন আমরা বিষজল পান ক'রে সকলে অচেতন হ'য়ে প'ড়েছিলাম যদি ভাই কানাই সঙ্গে না থা'ক্‌ত, তবে সে দিন কে আমাদের বাঁচাত ?

সুবল। মাগো ! আমরা গোচারণে [১] কোন গাছের তলায় সকলে মিলে খেলা করি ; খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, অমনি ভাই কানাইকে বলি ; কানাই তখনই কোথা হ'তে সুমিষ্ট ফল ও শীতল জল এনে সকলের জীবন রক্ষে করে। মাগো ! এত গুণের কানাইকে ছেড়ে কেমন ক'রে বনে যাব ?

সুদাম। মাগো ! আমরা বনে যেয়ে সকলে খেলায় মত্ত হ'য়ে পড়ি, আমাদের গাভীবৎস সকল কে কোথায় যায়, তা আমরা কিছুই দেখিনে ; খেলা ভাঙ্‌লে, ভাই কানাই, যেই বাঁশীর শব্দ করে, যে যত্‌দূরে কেন যাক্ না, অম্‌নি উচ্চপুচ্ছ হ'য়ে হাম্বারব ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। মাগো এই সকল গুণেই আমরা ভাই কানাইকে রাখালরাজ ব'লে ডাকি। (যশোদার চরণ ধারণ পূর্ব্বক) রাখালরাজকে রেখে আমরা কিছুতেই যাব না।

যশোদা। রাখালগণ ! যদি তোমরা নিতান্তই গোপালকে নিয়ে যাবে, তবে বলরামকে ডেকে আন।

১। গরু চরাইবার কালে।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরামরে! (কৃষ্ণের হস্ত বলরামের হস্তের উপর সমর্পণ পূর্ব্বক) অভাগিনীর প্রাণ তোর হাতে হাতে সঁপে দিলাম।

[রাগিণী ভৈরবী, তাল খয়রা]

ধর্ নে বেণু-ধর্,[১]
দে'খ রে'খ বনে কাছে হলধর।
পলকে পলকে, হারাই যে বালকে,
তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধর।
তোরা ত বনে কানু নিবিরে,
যায় না যেন বাছা নিবিড়ে,[৩]
দেখেচি স্বপন, ভীত হয় মন,
কংস-চরে চরে নিবিড়ে;
তাই বলি, হলি! থে'ক সচকিত,
বনে যেন ঘটে না রে বিপরীত,
দিলাম দুধের গোপালে, চরা'তে গো-পালে,
না জানি কপালে, কিবা ঘটে মোর।

১। বেণুধর=বলরাম।

২। চাহিয়ে অধর=অধরের দিকে দৃষ্টি করিয়া। অধর শুক্‌নো দেখিলে ক্ষুধা বুঝিতে পাই।

৩। নিবিড় বনে।

গোঠে মাঠে যেয়ে, ওরে বাছা রাম,
মাঝে মাঝে সবে, ক'রিবি বিরাম,
প্রবল হ'লে রবি, তরুতলে র'বি,
অনিলেতে[১] সবে, হ'বি এক ঠাম ;
নিকটে নিকটে, চরা'বি গোগণ,
ক্ষণে ক্ষণে বাছা দে'খ রে গগন,
যদি সাজে ঘন সঘনে গগন
নিয়ে ধেনু বৎস, আসিবি রে ঘর[২]।

(রাখালগণের প্রস্থান)

শ্রীরাধাসদন।

রাধিকা।

(সখীগণের প্রবেশ)

ললিতা। অগো রাধে! ও বিধুমুখি! আজ যে বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছিস্?

রাধিকা। ললিতে! বিশাখে! তোরা আমাকে কি করতে বলিস্?

১। ঝড় হইলে সকলে এক ঠাঁই মিলিত হ'বি।

২। যদি গগনে ঘন মেঘ সাজিয়া উঠে, তবে ব্রজবালকদিগকে লইয়া ধেনু-বৎস সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিও।

বিশাখা। আমাদের বাক্য তবে শুন চন্দ্রাননে।
বঁধুর সময় হ'ল যাইতে কাননে ॥
বেণু শুনে না ধ'রিবি ধৈরযের লেশ।
এখনি সাজাই আয় নটিনীর [1] বেশ ॥

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোভা]

আয় আয় বিনোদিনি!
বেশ্ ক'রে বেশ ক'রে দি'গো তোরে।
তোরে এমনি ক'রে সাজাইব,
সে বেশ বারেক হে'রে, যেন মনোহরের [2] মন হরে ॥
কেন বলি[3] ও তুই শুনিলে সে মোহন বাঁশী, অম্‌নি হবি বনবাসী,
তখন বসন ভূষণ রাশি, এসব প'ড়ে র'বে গৃহান্তরে ॥

(তাল দশকুশী)

ধনি! না বাজিতে কানুর বেণু, কুসুমে মাজিয়ে তনু,
রতন ভূষণ পরাইব।
—(যে অঙ্গে যা সাজে গো)—
বেঁধে দিব লোটন খোঁপা, পৃষ্ঠে দু'লবে দোলন ঝাঁপা,
পাশে পাশে কনক চাঁপা দিব ॥

১। নটিনীর=নর্ত্তকীর।

২। যিনি সকলের মন হরণ করেন তাঁহার অর্থাৎ কৃষ্ণের।

৩। আমরা এখুনি তোকে সাজাইতে ব্যস্ত কেন, তাহা বলছি, কারণ শ্যামের বাঁশী শুন্‌লে তুই বেশ ভূষার কথা ভুলে যাবি।

ধনি ! নট[১] খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে দিব অঞ্জন,

শ্যাম মনোরঞ্জন করিতে।

—(শ্যামমনোমোহিনি গো)—

ও তোর রাঙ্গাপায়ে যাবক[২] দিয়ে, নীলাম্বর পরাইয়ে,

তিলক রচিব নাসিকাতে ॥

—(রাই আর বিলম্ব ক'রিস্‌নে)—

(লোফা)

ক্ষণেক ধৈরয ধ'রে, বেদীর[৩] উপরে

এ'স ব'স অবিলম্বে, শ্যামমনোহরে।[৪]

ললিতা। শুন গো রূপমঞ্জরি ! তুমি বাঁধগো কবরী,

সিন্দূর পরাও মঞ্জুলালি ![৫]

কস্তূরিকে ! সাবধানে, কুণ্ডল পরাও কাণে,

হেরি হৃষ্ট হ'বে বনমালী।

রতি ![৬] পরাও মতিহার, রস[৭] ! দেও চুরি তার

রত্নকাঞ্চী পরাও লবঙ্গ !

১। নট=নৃত্যশীল।

২। যাবক=আল্‌তা।

৩। বেদী=পুষ্পবেদী।

৪। শ্যামমনোহরে=শ্যামের মন হরণ করেন যিনি—সম্বোধনে, রাধিকে।

৫। মঞ্জুলা আলি=মঞ্জুলা সখী।

৬। রতি=রতিমঞ্জরী।

৭। রস=রসকলি ?

গুণ।[১] কমল চরণ, যাবকে কর রঞ্জন,
দেখে সুখী হ'বে সে ত্রিভঙ্গ।
[না হইতে সাজ সারা, নগরে পড়িল সাড়া,
গোঠে যায় শ্যাম সুধাকরে।
শুনিয়ে বেণুর ধ্বনি, ব্যাকুল হইয়ে ধনী,
কহিছে সখীর করে ধ'রে॥

রাধিকা। (সচকিতে) সখীগণ! ঐ শোন, কি মধুর বংশীধ্বনি হল।

[রাগিণী বেলোড়, তাল তেওট্]

ঐ যায় গো, ঐ যায়,
বিপিন-বিহারী হরি বিপিন-বিহারে।

১। গুণ=গুণচূড়া। রাধিকার বেশভূষা পরাইবার উপলক্ষে কবি গোবিন্দ দাসের এই পদটি এই সঙ্গে পঠিতব্য। যথা:—

"ললিতা-উল্লাস-প্রাণী, সুবর্ণ চিরুণী আনি, মন সাধে আচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বাঁধে, করি মনোহর ছাঁদে, সারি সারি দিলা নানা ফুল॥
চিত্রা সময় জানি, সুবর্ণের সিঁথি আনি, যতনে দেঅল সিঁথি মূলে।
চম্পক-লতিকা ধনী, অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি, যতনে পরাঅল ভালে॥
নানা রত্ন কর্ণমূলে, রঙ্গ দেবী পরাইলে, শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হয়্যা, গজমতি হার লয়্যা, গলে দিয়া নিরখিয়া চায়॥
বাকী আভরণ ছিল, তুঙ্গবিদ্যা পরাইল, ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দদাস অভিলাষী, হইতে রাধার দাসী, তবেই মনোরথ পুর॥

পাতিয়ে শ্রবণ, কর গো শ্রবণ,
নাম ধ'রে বাজিছে ঘন, বঁধুর বাঁশী মধুর স্বরে।
সখি! ঝট [1] পরিহর [2] বেশ;
চল যাইয়ে সত্বরে, অট্টালিকোপরে,
হেরি মনোহরের মনোহর বেশ; [3]
যার প্রেমাবেশে বানাও এ বেশ,
এবে সে করে গো, কাননে প্রবেশ,
হ'য়েছে যে বেশ সেই বেশ্ বেশ্ বেশ্,
সখিরে! আগে দেখা'য়ে সে বেশ, শেষে ক'র বেশ।
ব্যাজ কি আর সাজে, কাজ কি আর সাজে,
'সে ধন আমার' রাখাল মাঝে, রাখাল সাজে
চল্লেগো ভুবন আলো ক'রে॥

(সকলের প্রস্থান)

ছাদ।

রাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)

[রাগিণী বেলোড়, তাল তেওট]

ঐ যায় গো, ঐ যায়,
বিপিন-বিহারী হরি বিপিন-বিহারে।

১। ঝট=শীঘ্র।
২। পরিহর—ত্যাগ কর, এখন আর বেশভূষা করিবার সময় নাই
৩। চল যাইয়া সেই মনোহর কৃষ্ণের বেশ দর্শন করি।

(ললিতার স্কন্ধে বাহু সংস্থাপন পূর্ব্বক
মূর্চ্ছিতার ন্যায় পতন)[১]

ললিতা। ওমা! এ আবার কি!

[রাগিণী ঝিঁঝিট, খয়রা একতালা]

ওগো রাধে!

ধনি, তোরে নিয়ে মোদের হ'ল একি বিষম দায়।

শ্যামকে না দেখিলে ম'রবি, দেখ্‌লেও এমন ক'র্‌বি,

রাধে! তবে কিসে জীবন ধ'র্‌বি, না দেখি উপায়।

শুনিয়ে মুরলী, পাগলিনী হ'লি,

উপেক্ষিয়ে বেশ, শ্যাম দেখিতে এলি,

ভাল, এলি এলি, নয়ন ভ'রে আলি!

দে'খ্‌রি বনমালী, কি হ'ল গো তায়।

মোরা ভাবি শ্যামকে তোকে রা'খব সুখে,

তাঁর সুখে, তোর সুখে, আমরাও থাক'ব সুখে,

এত দুঃখে যদি পাওয়া গেছে সুখে,

ক্রমেই সুখের বৃদ্ধি হবে সুখে;

কেবা জানে ধনি! এমন দশা তোর,

দুঃখে সুখে হ'বি, সমানই কাতর,

১। স্বরূপের কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুও এইভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই গানে কৃষ্ণদর্শন-জাত আনন্দে রাধার

ও তোর দেখে দুখের কান্না, প্রাণ না কাঁদে কা'র্ না,
কিন্তু সুখের কান্না দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।

বিশাখা। (রাধিকার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) ওগো রাধে! শ্যামরূপ দর্শন ক'রে কোথা সুখী হ'বি, তা'তে এ আবার কি দেখি।

রাধিকা। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) সখি! আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধন, সকলেরই ফল ঐ শ্যামরূপ দর্শন, তা'তে যে আমি কেন এমন হ'লেম, তা কি শুন্‌বি?

[রাগিণী দেবগিরি, খয়রা একতালা]

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম,
নয়ন ত মম, মনোমত নয়!
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন, হ'তেছিল সম্মিলন :—
নয়ন পলক দিলে এমন সুখেরই সময়।
দরশনের বাদী, ত্রিবিধ বৈরী,
বল কেমন ক'রে, প্রাণ ভ'রে হেরি,
আমার ঘরে গুরুলোক, নয়নে পলক, সুখে উপজয় শোক ;—
আবার আনন্দ মদন দুইই হৃদয়ে জাগয়। [১]

১। যখন নয়নের সঙ্গে নয়নের ও মনের সঙ্গে মনের মিলন হইতেছিল, সেই শুভ মুহূর্ত্তে চোখে পলক পড়িয়া গেল, যে মিলন হইতেছিল তাহাতে বাধা ঘটিল।

আমার কৃষ্ণদর্শনের পথে তিন শত্রু। ঘরে গুরুজন, চোখের পলক

(লোফা)

বিধি জানে না বিধিমত সৃজন,
—(সখি ! নয়নের বা কি দোষ দিব,—অরসিক বিধি)—
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তা'রে কোটী নেত্র না দেয়
কেন গো ;
যদি দিলে বা দুটী নয়ন,
তাতে দিলে আবার পক্ষ-আচ্ছাদন। ১

দর্শন হয় না ; হৃদয়ে প্রেমজনিত আনন্দ হইলে আমি আত্মহারা হইয়া যাই চোখে জল আসে, সুতরাং দেখার বাধা হয়। এই গানটি চৈতন্য-চরিতা-মৃতের একটি স্থলের পুনরুক্তি মাত্র।

"যে কালে স্বপনে, দেখিল বংশীবদনে, সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥"
চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য-২য় প।

'আনন্দ মদন দুই হৃদয়ে জাগয়'—'আনন্দ মদন দুই বারি বরিষয়' পাঠান্তর।
(রামানন্দ রায়কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকেও অবিকল এই ভাবের একটী শ্লোক আছে—সেই শ্লোক হইতে অন্যান্য স্থানে এই ভাবটি অনুকৃত হইয়াছে।)

১। "না দিলেক লক্ষ কোটী সবে দিল আঁখি দুটি
তাহে দিল নিমেষাচ্ছাদন।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করি দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটী আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার।

(দশকুশী)

সখি কি তপ করিবে মীন, পেলে দুটি চক্ষু পক্ষহীন,

—(আমায় ব'লে দে গো—তোরা যদি জানিস্ মা—

—মীনের তপের কথা)—

সখি, তোরা নিশ্চয় করিয়ে।

তবে আমি সেই তপ করি, মীনের মত নেত্র ধরি,

হেরি হরি পরাণ ভ'রিয়ে ॥

—(অনিমেষ নয়নে—সদাই দে'খ্‌ব)—

পক্ষ দিলে তা'তে না হইত ক্ষতি,

যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি,

তবে চকোরের মত, সে লাবণ্যামৃত,

উড়ে উড়ে পান করিত,

আঁখির পিপাসা মিটিত হেন মনে লয় ॥

গোচারণ বন।

কৃষ্ণ ও রাখালগণ।

সুবল। ভাই কানাই! তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে তুমি যেন কি ভা'ব্‌ছ।

কৃষ্ণ। ভাব্‌ছি কি, তা কি—

কৃষ্ণ। ভাই! যদি বুঝে থাক তবে আর যুক্তি কি?

সুবল। (সহাস্যে) তোমার যুক্তি তুমিই কর।

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! ভাই মধুমঙ্গল! আমি মনে মনে এই যুক্তি ক'রেছি যে, তোমরা সাবধান হ'য়ে গাভীবৎস সকল রক্ষে কর; আমি সঙ্কেত-কাননে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাই; এর মধ্যে মধু পান ক'রে দাদা বলরাম যদি এসে তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, কানাই কোথায়, তোমরা ছল্ ক'রে ব'ল যে, সে, বন-ফল খেতে কোন্ বনে গিয়েছে; তা হ'লে দাদা, আর কিছু সুধাবেন না।

মধুমঙ্গল। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) ভাই কানাই! তুমি ত যাও, তার পর আমাদের যা ব'ল্‌বার, তা ব'ল্‌ব এখন।

কৃষ্ণ। (হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই মধুমঙ্গল! তোমার ভাব দেখে আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না, তুমি সত্য ক'রে বল, কি ব'ল্‌বে?

মধু। কি ব'ল্‌ব, তা; নিতান্তই শুন্‌বে?

সুধাইলে দাদা বলাই, উচিত ত সত্য বলাই
মিথ্যা বলা হয় তার কাছে?

ব'ল্‌ব পিপাসায় হ'য়ে কৃশ, রেখে ধেনু বৎস বৃষ
ভানুসুতা[১] সমীপে সে গেছে!

১। ভানুসুতা=যমুনা, অপর পক্ষে বৃষভানুসুতা রাধা

বহুগুণ যার পয়োধরে দৃষ্টিমাত্র তুষ্ট করে,
পরশে শীতল করে অঙ্গ !
তাহার তরঙ্গ-রঙ্গে, অন্তরঙ্গগণ সঙ্গে,
মহাসুখে আছে সে ত্রিভঙ্গ !

কৃষ্ণ। হাঁরে ক্ষেপা ! ব'লিস্ কি ? এতো এক রকম পষ্টই বলা !

মধু। তাই ত বটে, আমি কি আর তাঁর সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌তে পারি ? বাপ্‌রে। তাঁরে দেখ্‌লে প্রাণ শুকিয়ে যায়, কি জানি, শেষে কি ক'র্‌তে কি হবে ? না ভাই, আমি পষ্টই ব'লব।

কৃষ্ণ। কেন ভাই, আমি যে রকম ব'ল্লেম, তা বল্‌তে আর তোমার ভয় কি ? (হস্তধারণপূর্ব্বক) মধুমঙ্গল ! তোমার পায় পড়ি—

মধু। আচ্ছা, ভাই ! তোমার ভয় নেই, কিন্তু একটা কথা কাণে কাণে বলি—আমি ত ভাই, চিরকেলে পেটুক, পেট ভ'ড়ে লাড়ু মেঠাই খেতে দিবে ত ?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) এই কথা ! তার জন্যে আর ভাবনা কি ? পেট ভ'রে কেন, প্রাণ ভরে—

মধু। (কৃষ্ণের মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) থাক্ থাক্, আর সকলের সাক্ষাতে গোল ক'রে কাজ নেই, সৎপথের অনেক কাঁটা, তবে তুমি যাও।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

শ্রীরাধাসদন।

রাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। সখীগণ! আমার প্রাণবল্লভ কি কাননে গিয়েছেন?

ললিতা। তখন ভাল ক'রে দেখ্‌লি নে, এখন কেন আর অমন ক'রিস্? তিনি কি তোর জন্যে এখানে ব'সে থাক্‌বেন?

রাধিকা। ললিতে! এ অভাগিনীর জন্যে তিনি যে ব'সে থাক্‌বেন, তা আমি ব'ল্‌চিনে; তিনি কি যা'বার সময় কিছু ব'লে গিয়েছেন?

ললিতা। সঙ্কেতে জানা'য়ে হরি গেলা গোচারণে!
মান[১]-সরোবর তটে হইবে মিলনে।
সুস্থির হইয়ে পর বসন ভূষণ;
ভাবনা কি? করাইব শ্যাম-দরশন।

রাধিকা। সখীগণ! আমার প্রাণ বড় অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লো, তোরা যাস্ বা না যাস্, আমি চল্লেম! আমার আবার ভূষণে কাজ কি? আমার সকল ভূষণ সেই নীলকান্ত মণি।

(পাগলিনীর ন্যায় গমন)

১। মানস সরোবর, অপর পক্ষে মানরূপ সরোবর,—মানের পর মিলন সূচিত হইতেছে।

ললিতা। (বিশাখার প্রতি)

[রাগিণী প্রভাস, তাল খয়রা]

সখি ! ঐ দেখ্‌, বঁধুর অনুরাগে ধনী বে'র্‌ হ'ল গো,
ঐ যায় শ্যাম-বিনোদিনী একাকিনী উন্মাদিনীর প্রায়
অনুরাগের গতি, কি বিষম রীতি,
না মানে সম্প্রতি, সঙ্গতি সহায়।
কুল শীল ভয়, ধর্ম্ম লজ্জা মান,
এ সকল ভাবি, তৃণেরই সমান,
যশ অপযশ, করি এক জ্ঞান,
দেখ সবে যায়, ঠেলিয়ে দুপায়।
ধনী মনোরথে[১] চড়াইয়ে মনোরথে,
রথের সারথি ক'রে মনমথে,
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ অশ্ব যুড়ে তাতে,
হরি স্মরি যাত্রা করে বন-পথে।
নিবরিতে প্রতিকূল-দৃষ্টিপথ,
মন্ত্র তন্ত্র কত, পড়ে অবিরত,
বিঘ্ন শত শত, ক'রে পরাভূত,
প্যারী জীবন-বল্লভ-দরশনে যায়।

ওগো বিশাখিকে ! ও চিত্রে ! ও চম্পকলতিকে ! যদি আমাদের রাজনন্দিনীই অধৈর্য্য হ'য়ে বে'র হ'ল, তবে

১। মনরূপ রথের উপর মনোরথ অর্থাৎ কামনাকে চড়াইয়া।

ছুটেছে তোর মন-বারণ,[১] কেন মোরা ক'র্‌ব বারণ;
ক'রে মোদের কর ধারণ, বাড়াও গো চরণ,
চেয়ে ধনি! পথপানে।

(সকলের প্রস্থান)

সঙ্কেতকানন

দৃশ্য।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (যথাক্রমে প্রত্যেক সখীর প্রতি বাহুপ্রসারণ-পূর্ব্বক)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

ধনি! এস এস হে, এস আমার পরাণ-প্রিয়ে।
আসার আশে, আছি ব'সে,
তোমার আশা-পথ নিরখিয়ে।
—(বলি ভাল ত আছ হে—বল বল কুশল বল)—
তুমি ভাল সময় দেখা দিলে,
বিধুমুখি! দেখা দিয়ে আমায় বাঁচাইলে।
—(নৈলে জীবন যে যেত—
—আর ক্ষণেক তোমায় না দেখিলে)—
প্রিয়ে! তুমি আমার [illegible],
তোমাবিনে আমি [illegible] ।

১। তোর মনরূপ হস্তী ছুটেছে।

(বরূণ খয়রা)

কৈ কৈ, প্রেমময়ি ! এস এস হে কিশোরি !

হৃদয়েতে ধরি, অঙ্গ পরশিয়ে আমি শীতল হই ।

—(তোমার শীতল অঙ্গ)—

—(বড় জ্ব'লে যে আছি—তোমায় না দেখিয়ে)—

এস তোমারে লইয়ে, [illegible] সুমিয়ে,

মরমের [illegible] ।

—(নৈলে কা'রে বা ক'ব—তোমা বিনে প্রিয়ে)—

ললিতা। (সহাস্যে)

(তাল খয়রা)

বলি বলি ওকি করহে বঁধু !

কা'রে ব'লে কা'রে ধরহে বঁধু !

চক্ষে লেগেছে কি, রাধা-রূপের ধাঁধা,

তাইতে যাকে দেখ, তা'কে বলহে রাধা ।

—(আমি তোমার রাই নই—আমি ললিতে)—

চেয়ে দেখ, দেখ দেখ,

তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়ায়ে ঐ ।

বিশাখা। ([illegible]তে)

ওকি করহে বঁধু !

বলি বলি কা'রে বলে' কা'রে ধরহে বঁধু !

ওহে ! [illegible]-মাতালের শাঁকা,

বলি কিসে হ'লে [illegible] ।

—(ওকি করছে বঁধু—

—রাই ব'লে কা'রে ধরছে বঁধু)—

আমি বিশাখা, তোমার রাই নই ;

দেখ দেখ, বলি, চেয়ে দেখ,

তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়ায়ে ঐ।

রঙ্গদেবী। (সহাস্যে)

ছি ছি ! ওকি রঙ্গ কর ;

রাইকে দেখেও কিহে চিন্‌তে নার।

আমি রঙ্গদেবী, তোমার রাই নই।

বঁধু, চেয়ে দেখ, তোমার মনোমোহিনী দাঁড়া'য়ে ঐ।

সুদেবী। (সহাস্যে)

বঁধু ! সবে ঘোরে, প'ড়ে তব চক্রে,

আজ তুমি ঘুরিতেছ, প'ড়ে রাধা-চক্রে !

—(ছি ছি ওকি করছে বঁধু—ভাল ভাল বড় হাসা'লে বঁধু)—

আমি সুদেবী, তোমার রাই নই ;

দেখ দেখ, তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়া'য়ে ঐ। [১]

কৃষ্ণ। (লজ্জাবনত মুখে) ওহে সখীগণ ! আমি রাধারূপ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিদ্রিত হ'য়েছিলাম, তোমাদের পদ-শব্দে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, কিন্তু নিদ্রার ঘোর

১। এই গানে কৃষ্ণের রাধার প্রতি তন্ময়তা দেখান হচ্ছে,—যাঁকে দেখ্‌ছেন, তাঁকেই রাধা ব'লে ভুল হচ্ছে ; তরল রসিকতার ভিতর দিয়া এই গানে গভীর রস সূচিত হইতেছে।

তখনও যায়নি, সেই জন্যই আমার এরূপ ভ্রম হ'য়েছিল, তাঁতে আর হাসি কেন?

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) ওহে! বোঝা গিয়েছে, এতে আর তোমার লজ্জা কি? বলি, এখন সে ঘোর গিয়েছে কি না? যাক্, আর কথায় কাজ নেই, এই নেও, তোমার রাই নেও।

কৃষ্ণ। (রাধিকার হস্তধারণপূর্ব্বক)

(রাগিণী বেলড়, তাল দশকুশী)

ধনি! ব'স মম উরূপরি, তোমার চরণ দুখানি হেরি
কণ্টক বিঁধেছে কি পায়;
—(এস এস প্রিয়ে দেখিহে)—
একে বনের কঠিন মাটী, তাহে সুকোমল পদদুটী,
কিরূপে হাঁটিয়ে এলে তায়।
—('প্রিয়ে!' বল হে)—
ধনি! প্রখর রবির করে, সহিলে কেমন ক'রে,
—(ধনি! বল বল হে—প্রাণপ্রিয়ে)
আজ কতই বা পেয়েছ দুখ, ঘামিয়াছে বিধুমুখ,
দেখে বুক বিদরিয়া যায়।

রাধিকা। ওহে প্রাণবল্লভ! তোমার বিচ্ছেদে যত দুঃখ, আর সম্মিলনে যত সুখ, কারও সাধ্য নেই যে তার পরিসীমা করে?

সমস্ত বৃশ্চিক-সর্প-দংশে যত দুঃখ,
তোমার বিচ্ছেদ কাছে, সে সকল সুখ।
তোমার দর্শনে, নাথ! যে আনন্দ হয়;
কোটী ব্রহ্মানন্দ [১] তাঁর একবিন্দু নয়!'

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এস এস, আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাণ কর।

রাধিকা। প্রাণনাথ!

পাছে হ'বে অন্য কেলি, [২] এস আগে পাশা খেলি,
সখীসবে মধ্যস্থ রাখিয়ে।
'হারিলে এ হার দিব, জিনিলে মুরলী নিব' [৩]
এই পণ সুদৃঢ় করিয়ে।'
কর এই ব্যবহার, মুরলী আর এই হার,
রাখা যাক্ মধ্যস্থের হাতে॥
তোমার ছক্কা আমার পঞ্জা, প'লে পাওয়া যাবে পণ যা,
প্রবঞ্চনা না হইবে তাতে॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ভাল ব'লেছ, এস তাই করি।

(উভয়ের খেলারম্ভ)

১। জ্ঞানবাদীদের ব্রহ্মানন্দের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ বৈষ্ণবেরা অনেক সময় করিয়াছেন। ২। কেলি=খেলা।

৩। "হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচুলী।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥"
দুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ)

(তাল আদ্ধা)

"শ্যাম, শ্যাম-মনোমোহিনী খেলেরে কি রঙ্গে।
ভাসিছে সঙ্গিনী সবে কৌতুক-তরঙ্গে!
কেউ বলে জয় যূথেশ্বরী শ্যাম-সোহাগিনীরে,
কেউ বলে জয় গোপীবল্লভ রাধা-আধা-অঙ্গে। [১]
কেউ বলে আমরা সই, যে জয়ী, তা'র দলে র'ই,
তাই ব'লি জয় প্রেমময়ী, জয় শ্রীত্রিভঙ্গে!"

কৃষ্ণ। (পাশা ধারণ পূর্ব্বক) ছক্কা—ছক্কা—এই ছক্কা—

(পাশাক্ষেপণ)

রাধিকা। (সহাস্যে) দেখ, নাথ! ঐ দেখ, তোমার ছক্কা পড়েনি; এখন আমার আর ভয় কি? যদি পঞ্জা নাই পড়ে, না হয় শোধ যাবে।

(পাশাক্ষেপণ)

সখীগণ। (করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক) এই ত! আমাদের যূথেশ্বরীর পঞ্জা পড়েছে। (কৃষ্ণের প্রতি)

(রাগিণী ঝংলাট, তাল বরণ খয়রা)

—ওমা! ছি! ছি! নাগর হা'র্‌লে!
—(ছি ছি লাজে যে ম'লেম)—
—(ম'লেম ম'লেম, ছি ছি লাজে ম'লেম)—
তুমি পুরুষ হ'য়ে, নারীর সনে, খেলাতে না পা'রলে!
তোমার সর্ব্বস্বধন, মুরলী রতন, তাওত রা'খ্‌তে না'র্‌লে॥

১। অর্দ্ধাঙ্গ যাঁহার—রাধিকা।

যে মুরলী নিয়ে, ফিরতে জাঁকে পাকে, [১]
সে মুরলী আজ, পড়িল বিপাকে, [২]
বহুদিন সবে, থেকে তাকে তাকে, [৩]
পাকেজোকে [৪] তা'কে সারলে। [৫]
এখন কি দিয়ে ফি'রাবে, বনে ধেনুগণ,
কি দিয়ে করিবে নারী আকর্ষণ,
তোমার যত জারিজুরি, [৬] গৌরব চাতুরী,
সকলই কিশোরী ভা'ঙ্‌লে॥
যে মুরলী, যোগিগণের যোগ ভাঙ্গে,
দেবীগণের নীবি [৭] খসায় পতি-আগে,
ছাড়ায় গোপীকুলের গৃহ-অনুরাগে, [৮]
বুঝি সকলের শাপ আজ লা'গ্‌লে। [৯]

১। জাঁকে পাকে=জাঁক জমকের সহিত।
২। বিপাকে=বিপদে।
৩। তাকে তাকে=সন্ধানে।
৪। পাকেজোকে=পাকে চক্রে।
৫। বহু দিন সন্ধানে থেকে আজ পাকে চক্রে সেই মুরলীকে সারলে।
৬। জারিজুরি=বিক্রম।
৭। নীবি=কটিবন্ধ।
৮। গোপীগণের গৃহের প্রতি অনুরাগ ছাড়ায় (ভুলাইয়া দেয়)।
৯। বাঁশী সকলের উপর দৌরাত্ম্য করেছে, তাদের অভিসম্পাৎ আজ ফলতে চল্ল।

এখন স্থিরমনে যোগিগণে করুক্ যোগ,
ঘুচুক্ দেবীগণের নীবিখসা-রোগ,
সব গোপাঙ্গনা, গুরুর গঞ্জনা-
যন্ত্রণা হ'তে আজ বাঁচ্‌লে ॥
যেমন চোরের যত বুদ্ধি, সবই সিঁদ-কাটিতে, [১]
তা' বিনে কখন, নারে সিঁদ কাটিতে, [২]
তেম্‌নি তোমার বিছে, যে বাঁশের কাটিতে,
তা'ত আজ সাগরে ডা'র্‌লে। [৩]
যাহ'ক্ অনেকেরই আজ, হ'ল উপকার,
কেবল দেখি, একা তোমার অপকার,
—(ছি ছি কেন খেল্‌তে এলে—খেলার কি জান হে বঁধু)—
—(সাধে সাধে [৪] সাধের বাঁশী হারা'লে)—
হ'ল যা হ'বার, গেল যা যাবার,
বাঁশী পা'বেনা এবার, আর কাঁদ্‌লে ॥

কৃষ্ণ। (অধোমুখে) সখীগণ! যার কাছে মন, প্রাণ, সব হেরে আছি, একটা কাঠের বাঁশী কি, তার কাছে এতই বড় হ'ল?

১। সিঁদ-কাটিই চোরের সমস্ত বুদ্ধির আশ্রয়।
২। সিঁদ কাটিতে পারে না।
৩। ডার্‌লে—নিক্ষেপ কর্‌লে।
৪। সাধে সাধে—সাধ করিয়া; হেলায়।

বিশাখা। (কৃষ্ণের চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) ওগো ললিতে ! দেখে-ছিস্, বাঁশীটী হে'রে কি ভাব হ'য়েছে ?

ললিতা। তাইত গো ! বাঁশীর সঙ্গে যে হাসিও গেল !

চিত্রা। ওমা, ওকি ? যেন নুনের জাহাজ ডুবেছে !

বিশাখা। আহা, মরি মরি, প্রাণবল্লভ ! ছার বাঁশীর জন্যে, আর চক্ষের জল ফে'ল না !

ললিতা। ওহে নাগর ! তুমি এতই ভাবৃছ কেন ? একটা কথা বলি, শোন ; কাল্ আমি রান্নার সময়, কাঠের মধ্যে, অম্‌নিধারা একখানি বাঁশ দেখেঁছিলেম ; যদি সে খানা না পুড়িয়ে থাকি, তবে সেইখান তোমাকে এনে দিব, ছি ছি ! আর কেঁ'দনা।

কৃষ্ণ। সখীগণ ! তোমরা সময় পেয়ে, আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও ? বাঁশী যদি আমার সত্যের ধন হয়, তবে আপনিই আমার হাতে আস্‌বে। (স্বগতঃ) আমি অস্পষ্টরূপে চন্দ্রাবলীর নাম করি, তাহা হইলে শ্রীমতী ক্রোধভরে বংশী দূরে নিক্ষেপ ক'র্‌বেন, আমি তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইব।

["বংশী লোভে বংশীধারী, শঠশিরোমণি হরি,
শ্রীরাধার মুখ নিরখিয়ে।
বাহু দুটী ঊর্দ্ধ করি, জৃম্ভন মোচন করি,[১]
উচ্চৈঃস্বরে "হা চন্দ্রা" বলিয়ে ॥

১। হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক হাই তুলিয়া।

তা শুনিয়ে বিধুমুখী, অমনি হ'য়ে অধোমুখী,
কোপিনী সাপিনী মত ফোলে।
ক্রোধে চক্ষু রক্তময়, কম্পিত অধরদ্বয়,
বলিছেন সঙ্গিনী সকলে॥"]

রাধিকা। (মুরলী দূরে নিক্ষেপ করতঃ) সঙ্গিনীগণ! শঠের ভঙ্গী দে'খ্‌লি ত? তোরা শীঘ্র ক'রে আমার কুঞ্জ হতে ঐ কপট চন্দ্রাবলীবল্লভকে বে'র্‌ ক'রে দে।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

দে বের্‌ ক'রে, সখি! শ্যামল সুন্দরে;
আমি হে'রব না, ও সে লম্পট শঠেরে।
বের্‌ ক'রে শঠে, দে গো দ্বার এঁটে,
সে কি প্রেম জানে, যে জন সদা ফিরে মাঠে;
দেখ্‌ দেখ্‌ আলি! শঠের নাগরালি,
আমার কাছে, চন্দ্রাবলী বলি, কেঁদে যে ওঠে;
কালরূপ কাল যেন মম নয়ন গোচরে।[১]

কৃষ্ণ। রাধে! প্রেমময়ি! সুখের সময়, কেন একে আর ভেবে[২] বিমুখী হ'লে।

[রাগিণী গাড়া ভৈরবী, তাল একতালা]

প্রিয়ে! অনিদান মান ক'রে, বিধুমুখি!
অধোমুখী হওয়ার কি ফল বল;

১। ইহার কালোরূপ আমার চোখের নিকট যেন কালস্বরূপ।
২। এক জিনিষকে অন্যরূপ ভেবে।

একবার মেলিয়ে নয়ন, তুলিয়ে বয়ান,
প্রিয়ে যা বলিয়ে ভালবাস তাই বল !
প্রেমামৃত ক্রীত এ নিজ কিঙ্করে,[১]
বিরল গরল, বিতর কি ক'রে,
শুন কমলিনি ! তোমাকে মলিনী
হেরে চিত্ত-অলি নিতান্ত বিকল।
তব চন্দ্রাননে হেরে চন্দ্রাননে ![২]
ঘৃণা মম উপজিল চন্দ্রাননে,
ফুটিল প্রমোদকুমুদ কাননে,
হর্ষে জাড্য [৩] বাণী, না সরে আননে ;
সাধ হ'ল মনে চন্দ্রাননে বলি,
না পূরিল বাক্য, অর্দ্ধ "চন্দ্রা" বলি,
তা শুনে ভাবিলে, ব'ল্‌ব চন্দ্রাবলী,
"চন্দ্রা" বলি, "ননে" আননে রহিল।[৪]

১। তোমার প্রেমরূপ অমৃত দিয়ে যে কিঙ্করকে কিনে রেখেছ, তাকে বিরল (অর্থাৎ তোমার সঙ্গশূন্যতা রূপ) গরল কিরূপে দিচ্ছ ?

২। হে চন্দ্রাননে, তোমার চন্দ্রবদন দেখে চন্দ্রের মুখের প্রতিও আমার ঘৃণা জন্মিল।

৩। অত্যন্ত হর্ষে কথায় জড়তা হইল।

৪। হর্ষে কথার জড়তা আসাতে, আমি "হে চন্দ্রাননে" বলিতে গিয়া চন্দ্রা পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলাম না, "চন্দ্রা"-র পরে "ননে" মুখেতেই রহিয়া গেল, তুমি ভাবিলে আমি বুঝি চন্দ্রাবলীর নাম বলিব।

তোমায় হেরে যদি, বলি "চন্দ্রাবলী,"
তা কভু ভে'বনা সেই চন্দ্রাবলী,
তব মুখে নখে, হারে চন্দ্রাবলী,
দেখে সুখে মুখে, বলি চন্দ্রাবলী,।[১]
মানের ভরে প্রিয়ে, যা আমাকে বল,
তবু তুমি আমার, সম্বল কেবল,
তোমা বিনে ব্রজে, আছে আর কে বল,
ভবনে কি বনে, জীবনেরই বল।[২]

রাধিকা। ললিতে! বিশাখে! তোরা যে 'বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'লি? শঠের কপট বিনয় বাক্য, আমার কাণে যেন বাণের মত বিঁধছে, ত্বরায় ক'রে লম্পটকে বে'র ক'রে দে।

ললিতা। ওগো যূথেশ্বরি! আমরা তোদের ভাব কিছুই বু'ঝ্তে পারিনে; আমরা তোর নিতান্ত অনুগত সহচরী, কাজেই যা ব'ললি তাই করি, (কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক) ওহে রাধারমণ! বুঝ্লে ত রাধার মন? এখন এস্থান হ'তে প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। ললিতে! বিশাখে! তোমরাও কি কঠিনা হ'লে?

১। তোমার মুখে চন্দ্র, কর-নখে চন্দ্র, তোমার কণ্ঠহারে চন্দ্র, এত চন্দ্র দেখে যদি মনের সুখে "চন্দ্রাবলী" বলি, তবে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রাবলীর নাম উচ্চারণ করিতেছি, এমন মনে কর না।

২। তোমাকে ছাড়া ঘরেই হউক আর বাহিরেই (বনে) হউক, জীবনের বল আর কি আছে! 'জীবনেরই বল,'—'জীবন সম্বল', পাঠান্তর।

শুন চতুরা ললিতে ! তব উচিত বলিতে,
আমার হ'য়ে রাইকে দু'টি কথা ;
না বুঝিয়ে প্রাণেশ্বরী, অকারণ মান করি,
সাধে মোর দেন মনে ব্যথা ।

ললিতা । ওহে নটবর ! তোমার হ'য়ে দু'ট কেন, দশটা বল্‌ছি, তুমি শ্রীরাধার চরণ ধ'রে ব'সে থাক, আমি একবার সেধে দেখি, না হয়, তুমিই কেন একবার সেধে দেখ না ?

কৃষ্ণ । ললিতে ! ভাল ব'লেছ, তবে তাই করি, (রাধিকার চরণ ধারণ পূর্ব্বক) অয়ি রাধে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং, নিজ দাস ব'লে ক্ষমাদে রাই !

ললিতা । ওহে রাধাবল্লভ ! বুঝেছি, এ সাধারণ মান নয় । একটু র'ও, আমি দু'ট ব'লে দেখি ; (রাধিকার প্রতি) ওগো রাধে ! ও বিধুমুখি ! কি জন্য বজরবুকীর [১] মত অধোমুখী হ'য়ে ব'সে রইলি ? একবার বঁধুর পানে ফিরে চেয়ে দেখ্ দিকি ।

[রাগিণী সুরট, তাল খয়রা]

ওকি কেউ নয় গো, রাই তোর ;
কাঁদা'সনে গো আর দেখে ফাটে যে অন্তর ।
ঐ দেখ্, করিল সিঞ্চন নয়ন-ধারায় ধরা,
দেখে কি ও মুখ, যায় ধৈর্য্য ধরা,

---

১ । বজরবুকী—বজ্রবুকী, কঠিন হৃদয় ।

কাঁপে থর থর, শ্যাম কলেবর,
যেন রাহু-ভয়ে সুধাকর।
যার জন্য কুলমান সমুদয়,
উপেখিলি গুরুগঞ্জনার ভয়,
ওকি সেকি নয়[১] ? যদি হয়, একি উচিত হয় ;
ও তোর সাধের গোকুল-শশী, কেঁদে যে আকুল,
এ মানসাগরের নাই কি, রাধে কূল,
শেষে একুল ওকুল, হারা'বি দুকুল,
মুখের দুকুল ফেলে নাথে ধর ধর।[২]

রাধিকা। ওগো ললিতে! ও অবোধিনি! তোরা মর্ম্ম না জেনে, অমন আল্‌গা সাধা আর সাধিস্‌নে ; তোরা যাই কেন বল্‌না, আমি তোদের কথা শু'নব না—

ওযে বসিয়ে আমার কোলে, কাঁদে চন্দ্রাবলী ব'লে,
কি ব'লে দেখিব তার মুখ ;
একে দুঃখে মরি জ্ব'লে, তোরা আবার সে অনলে,
ঘৃত ঢেলে দেখিস্‌ কৌতুক।

ললিতা। ওহে নাগর! তোমার প্রেয়সীর কথা শু'ন্‌লে। আমার আর অপরাধ কি ?

তোমার রোদন হ'ল অরণ্যে রোদন।
কিছুতে ফে'র্‌বে না রাই তোমার বদন ॥

১। ইনি কি সেই ব্যক্তি নন ?
২। মুখের বস্ত্র ফেলে নাথকে ধর।

সে যদি না কাঁদে, তুমি যার লাগি কাঁদ।
রোদন সম্বরি, হরি, ধৈর্য্যে মন বাঁধ ॥

কৃষ্ণ। বিশাখে! তুমি যে দেখি, একটা কথাও ব'লছ না।

কল্পলতিকা বিশাখা![1] তুমি কি হ'লে বি-শাখা,
তাপিত সখারে ছায়াদানে।
সময়েতে বন্ধু হয়, অসময়ে কেউ নয়,
রাহুগ্রস্ত শশীতে প্রমাণে ॥
কোথা দু'ট ব'লে ক'য়ে, দিবে বিবাদ ভাঙ্গিয়ে,
তোমরা দেখি নাচ সেই তালে।
ধর্‌তে ব'ল্লে বেঁধে আন,[2] কত রঙ্গ ক'রতে জান,
স্বর্গে তুলে নেও হে পাতালে ॥
আকাশেতে ফাঁদ পেতে, পার চাঁদ ধ'রে দিতে,
কে'ড়ে নিতে পার পুনর্ব্বার।
যাবৎ বুদ্ধির উদয়, চেষ্টা পেয়ে দেখ্‌তে হয়,
না হইলে, দোষ কিবা কার ॥
এ খেদ রহিল ভারি, থাক্‌তে তোমরা কাণ্ডারী,
কূলে তরী ডুবিল আমার।
কাছে থাক্‌তে ধন্বন্তরি, দন্ত-শূলে যদি মরি,
কে করিবে তার প্রতীকার ॥

১। হে কল্পলতিকার তুল্য বিশাখা, তুমি যে শাখা দিয়ে তাপিতকে ছায়া দিতে, এখন কি সে শাখাচ্যুত হইলে? ২। রাধা যদি ধরতে বলেন, তোমরা আরও একটু বেশী দূর যাও, একেবারে বেঁধে নিয়ে আস।

বিশাখা। (চিবুকে তর্জ্জনী প্রদানপূর্ব্বক) ওমা! আমি কোথা যাব! ওহে শ্যামসুন্দর! আমাদের বৃথা অনুযোগ কর কেন? তোমরা সাধে সাধে দুজনে বিবাদ ক'র্‌বে, আমরা মাঝে থেকে অনুযোগের ভাগী হ'ব, এওত দেখি মন্দ নয়!

কৃষ্ণ। বিশাখে! তোমরা আমার মর্ম্ম জান ব'লেই তোমাদের এত ক'রে বলি, তা'তে কেউ রাগ ক'র না, তোমরা যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব,

"স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞো কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা"।

তবে তোমরা এস, আমি যেয়ে রাধার চরণ ধ'রে সাধি, (রাধিকার চরণ ধারণ পূর্ব্বক) ওয়ি রাধে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং, রাধে! অপরাধীর কি ক্ষমা নেই?

বিশাখা। (রাধিকার প্রতি) মানময়ি! শ্যাম হ'তে কি তোর মানের মান এতই বড় হল?

[রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল খয়রা]

বিবাদে ক্ষমা দে, ক্ষমা দে গো, রাধে!
আমাদের কথা মান্ মান্;
ভাল নয়, ভাল নয়, মেয়ের এত অপরিমাণ মান।
যার পায়ে সমর্পিলি কুল মান,
সে ধরিলে পায়, আর কি থাকে মান,
পরিহরি মান, রাখ্ হরির মান,
ভাবিস্‌নে ভাবিস্‌নে, ধনি! শ্যামেরই সমান মান।[১]

১। শ্যাম আর মান এ উভয়কে তুল্য মনে করিস্ না।

চরণতলে প'ড়ে, শ্যামচাঁদ কাঁদে,
তা দেখে আমাদের মনপ্রাণ কাঁদে,
কি ক'রে, কঠিনে! আছিস্ প্রাণ বেঁধে,
না জানি কোন্ গ্রহ চড়েছে তোর কাঁধে!
এখন মানের ভরে উপেক্ষিলি প্রাণকান্তে,
কিন্তু শেষে ম'র্‌তে হ'বে কা'ন্‌তে কান্‌তে,
মানান্তে প্রাণান্তে, আর পাবিনে কান্তে,
এখনও সম্বর, ধনি! থাকিতে সম্মান-মান।
যে হৃদয়ে তোর, শ্যাম রাখিবার স্থান,
আজ কেন সে স্থানে, মানের অবস্থান,
কাঞ্চন রাখার স্থানে, কাচকে দিলি স্থান,
তোর কি বিবেচনা, ক'রেছে প্রস্থান?
পায়ের নূপুর, পরিয়ে গলায়,
গলার হার কেবা, প'রে থাকে পায়,
মানকে ঠে'লে পায়, শ্যামকে ধর হিয়ায়,
দিবেনা দিবেনা কভু, শ্যাম গেলে আর মানে মান।[১]

রাধিকা। সখীগণ! একটী কথা বলি শোন; আমি অনেক বুঝি, তোরা আর আমাকে বোঝাস্‌নে; ঐ শঠের কথা

১। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি শ্যাম চলিয়া গেলে আর তুই মানকে মান (সম্মান) দিতে পারবি না, অর্থাৎ তখন আর তোর মান রাখা হবে না।

আমার কাছে ব'ল্লিস্‌নে ; আমি কাল রূপ আর দে'খব না, ওর নামও শু'নবঁ না।

সাধ ক'রে সোণা কে না প'রে থাকে নাকে,
সে সোণা কাটিলে নাক, ত্যাগ করে না কে ?
তা'তে যদি মোর দোষ হ'যে থাকে, হ'ল ;
আত্মজন হ'য়ে সবে, কেন এত বল ?

বিশাখা। ভাল ভাল, সকলই দেখা যাবে !
মিছে বাদাবাদি ক'রে ক'র্‌লি সাধাসাধি,
খানিক পরে দে'খ্‌ব আবার যত কাঁদাকাঁদি !

ললিতা। ওহে বংশীবদন ! স্বচক্ষেই সব দে'খ্‌লে ! এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর, আর মিছে সাধায় ফল কি ?

কৃষ্ণ। ললিতে ! নিতান্তই যেতে হ'ল ? কি বিধুমুখীর দয়া হ'বে না ?

বিশাখা। হাঁ্যা হে, তবে এস গিয়ে। (কিঞ্চিৎদূর গিয়া কৃষ্ণের প্রত্যাগমন দর্শনে) ও কি, বঁধু! আবার যে, এলে ?

কৃষ্ণ। বিশাখে ! এই যে তুমি ব'ল্লে 'এস গিয়ে', তাই, আমি এলেম !

বিশাখা। ওহে রসরাজ ! ছি ছি ! এখানে থেকে আর কাজ কি ? তোমার কি লজ্জা নেই ?

কৃষ্ণ। বিশাখে ! তোমরা 'এস গিয়ে' বল, এতে থাক্‌তে ব'লছ কি যেতে ব'লছ তা কেমন ক'রে বুঝব ?

শ্রীরাধার পদ ছাড়ি নাহি চলে পদ,
যেতে নারি র'ইতে নারি এ বড় বিপদ।
নয়নের নীরে পথ নিরখিতে নারি,
কেমনে যাইব বল, উপায় কি করি।

বিশাখা। আহা! মরি মরি! প্রাণনাথ! চোখের জলে পথ দেখ্‌তে পা'চ্ছ না? সে জন্যে আর চিন্তা কি? এস এস, আমরা না হয়, তোমার হাত ধ'রে কতক দূর রেখে আস্‌ছি।

কৃষ্ণ। (অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করতঃ)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

হায় হায়, কোথা যাব রে,
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেক্ষিল।

(গদগদস্বরে) ললিতে! বিশাখে! তোমরা কি আমায় ডাক্‌ছো?

ললিতা। না, আমরা ডাকিনি।

কৃষ্ণ। হায় হায় কোথা যাবরে?
প্রেমময়ী রাই যদি উপেক্ষিল।
যদি উপেক্ষিল বিধুমুখী,
তবে আমি কোথা যেয়ে হ'ব সুখী।

(প্রকৃতস্বরে) সখীগণ! তোমরা আমাকে কি জন্যে ডাক্‌লে, তবে কি আমি আ'স্‌ব?

বিশাখা। ওহে! আমরা আর তোমাকে ডেকে কি ক'র্‌ব? তুমি কি স্বপন দেখ্‌ছ?

কৃষ্ণ। হায় হায় কোথা যাবরে ?
প্রেমময়ী রাই যদি উপেক্ষিল।
ত্রিভুবনে বিনে রাই, আমার দাঁড়াবার স্থান নাই।
(প্রকৃতস্বরে) সখীগণ! তোমরা যেন কাণে কাণে কি বলাবলি ক'র্‌ছ, বুঝিছি, আর আমাকে ডাক্‌তে হবে না, এই যে আমি আপনিই আস্‌ছি।

সখীগণ। ওহে! তুমি কোথায় আস্‌বে ? না হয় আমরা তোমাকে ডাক্‌লেমই বা ? কিন্তু সে যে ভুলেও তোমার পানে চায় না।

কৃষ্ণ। হায়রে কোথায় যাবরে ?
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেক্ষিল।
আমি রাধাসরোবরে যাই, জলে প্রবেশিয়ে প্রাণ জুড়াই।
(প্রকৃতস্বরে) সখীগণ! আমার বোধ হ'চ্ছে, প্রেমময়ী আমাকে বিদায় দিয়ে, এখন যেন কাঁদ্‌ছেন, একবার দেখ দেখি, তা হ'লে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

সখীগণ। না হে, নাগর, সে পাষাণবুকীর মন এখনও নরম হয়নি।

কৃষ্ণ। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) সখীগণ! তবে আমি বিদায় হ'লেম, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, কিন্তু—
দে'খ দে'খ রাইকে রে'খ সবে সযতনে
আমার বিরহে যেন না ছাড়ে জীবনে।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

নিধুবন।

রাধিকা ও সখীগণ।

ললিতা। বিশাখে! হায় হায়, দেখ্‌লি ত, বিধুমুখীর কি নিষ্ঠুরতা!

বিশাখা। সখী! ও কথা আর ব'লিস্‌নে, এ সকল দেখে শুনে, আমার মন যে কেমন হ'য়েছে, তা আর বল্‌তে পারিনে; ছি! এমন কি ক'র্‌তে আছে? যা হ'ক্‌ যদি সে ছার মানের উপরোধে, শ্যাম হেন ধনকে অনায়াসে বিদায় দিলে, তবে চল, আমরাও আজ ব'লে ক'য়ে বিদায় লইগে।

সখীগণ। (বিষণ্ণমুখে) ওগো! ভাল ব'লেছিস্‌; যার শরীরে দয়ামায়া নেই, তার কাছে কি থা'কতে আছে? (রাধিকার প্রতি) ওগো রাধে! তুমি কিন্তু আচ্ছা মেয়ে যাহ'ক্‌; বলি, হ্যা গো! তুই এ পাহাড়ে মান, কার কাছে শিখেছিস্‌?

[রাগিণী ঝংঝাট, তাল বরণ খয়রা।]

কভু দেখি নাই, শুনি নাই;
ওমা! মেয়ের এমন দারুণ জিদ্দী।
শ্যামকে কাঁদা'লি, কত পায়ে ধ'রে সাধা'লি,
ও মানিনি! তবু ক্ষমা কর্‌লিনে মান;
কেবল মানে মানে ক'র্‌লি মানেরই বৃদ্ধি।

প্রতি ঘরে ঘরে, কে না মান করে,
অল্প সাধাইয়ে, সবাই ক্ষমা করে,
তা কি জানতে পারে পরে ![1]
ও তুই বিপক্ষ হাসালি, স্বপক্ষ ভাসালি,
তোরে কোন্ মানিনী দিয়েছিল এ বুদ্ধি।
এ গোকুলে তোরে মানে যার মানে,
তারই অপমান ক'র্লি ছার মানে,
চ'ড়ে মান-বিমানে, কথা যে না মানে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ! সে মানিনীর মানে ;
তুমি থাক, ধনি ! নিয়ে তোমার মানে,
আমরা এখনি বিদায় হইগো মানে মানে,
এ দুঃখ কি প্রাণে মানে ;—
ও তুই তুচ্ছ মানের দায়, শ্যাম দিলি বিদায়,
তোর ত হ'ল সমুদায় কামনা সিদ্ধি।

রাধিকা। (সচকিতে) সখীগণ! কি ব'ল্লে? আমার প্রাণবল্লভ কি অপমান মনে ক'রে, কুঞ্জ হ'তে চ'লে গিয়েছেন? হায় হায়! তবে আমি কি কর্‌তে কি ক'র্‌লাম!

ললিতা। রাধে! শাস্ত্রে বলে কে "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ", তোকে সুবোধিনী কে বলে? আমি ত দেখি, তোর মত অবোধিনী ত্রিভুবনে নেই ; পুরুষ হ'ক্ আর নারীই হ'ক্, যে পরিণাম বিবেচনা না করে, তার আবার কিসের বুদ্ধি!

১। তা অপর কেউ জান্‌তে পারে না।

রাধিকা। সখীগণ! আমিত কাজ ভালই করিনি! ভাল, তোরা আমার প্রাণসখী হ'য়ে, শ্যামকে ছেড়ে দিয়ে কি, কাজ ভাল ক'রিছিস্? যাহ'ক্, এখন কৃষ্ণ বিনে আমার প্রাণ যায়, তাকে একবার দেখা'য়ে আমার প্রাণ দান কর।

ললিতা। রাধে! ও কপটিনি! তোর মুখে একখান, আবার মনে একখান, তা, আমরা কেমন ক'রে জা'নব? কৈ, এমন কথা ত কিছুই ব'লিস্‌নি যে, "আমি মানের ভরে যাই. কেন ক'রিনে, তোরা শ্যামকে ধ'রে বেঁধে রাখ্‌বি"; আমরা ত তোর পর নই, আমাদের কাছে মনের কথা খুলে ব'ল্‌লে কি দোষ ছিল?

[রাগিণী ঝংলাট, তাল লোফা]

বল্ দেখি, ও বিধুমুখি!
আমাদের আর ক'র্‌তে ব'লিস্ বা কি,
ক'র্‌ব কি গো সখি! ক'র্‌বার আছে বা কি বাকী,
যখন যা ব'লে থাকিস্, তাইত ক'রে থাকি।
যারে না দেখিলে প্রাণে ম'রিস,
তারে দেখ্‌লে কেন এমন ক'রিস্, এ বা কি!

(তাল খয়রা)

যখন ব'লিস্ মানের ভরে, শ্যামকে দে বা'র ক'রে,
ওগো ও মানিনি! কথা শুনে, আমাদের প্রাণ বিদরে।
তখন করি কি, ও তোর অনুরোধে,

ও তোর কোপ দেখে বলি, যাও হে,
যাও হে, যাও হে বঁধু! তোমার প্রেমময়ীর দয়া হ'বে না,
সে যে পণ ক'রেছে—কালরূপ আর দেখ্‌বে না—
ব'লে কথা রাখ্‌বে না—নাগর যাও হে;
শুনে নয়ন জলে ভেসে যায়—
ও তো নীলগিরি; তা কি সহা যায়?
তবু চোককাণ মুদে, শ্যামকে দেওয়া গেছে বিদায়,
সে আদরের ধনে।
তখন উপেক্ষিলি, ক'রে অপমান,
এখন বলিস্‌ শ্যামকে এনে, আমার বাঁচা প্রাণ, এ বা কি?

বিশাখা। ও মানিনি! তোর্‌ মানে অপমানী হ'য়ে শ্যামচাঁদ যদি বিদায় হ'লেন, তবে আমরাও তোকে প্রণাম ক'রে মানে মানে বিদায় হ'লেম।

রাধিকা। সখীগণ! তোরা আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ ক'র্‌বি?

ললিতা। কাজেই যে যেতে হ'ল—
মুক্তার সোহাগে সবে সূতা গলে পরে,[১]
মুক্তা বিনা সুধু সূতা কে আদর করে?
শ্যামের আদরে ছিল আদর সবার;
সে যদি চলিয়ে গেল, কি ফল থাকার।

চিত্রা। রাধে! যূথেশ্বরি! প্রণাম হই, তবে এখন বিদায় হ'লেম।

১। সকলে সুতোকে কণ্ঠে ধারণ করে।

লবঙ্গলতা। ওগো মানময়ি! প্রণাম করি, তবে আমিও চল্লেম।

রাধিকা। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) সঙ্গিনীগণ! প্রাণবল্লভ আমার ছেড়ে গেল, আবার তোরাও দেখি যাত্রা করে পথে দাঁড়ালি; তবে, ক্ষণেক বিলম্ব ক'রে অভাগিনী রাধার মানের মরণটা দেখে যা।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (সাশ্চর্য্যে) ওমা! ওকি! ও ললিতে! আজ কুঞ্জের মধ্যে কিসের কান্নাকাটি দেখি?

ললিতে। ওগো! বৃন্দে! ভাল সময় এসেছ, ওকথা আর সুধাও কি? একি কান্নার মত কান্না? এ সব সাধের মানের কান্না!

বৃন্দা। তবু ভাল, সাধের কান্না হ'লেই বাঁচি! (রাধিকার চিবুক ধারণ করতঃ) রাধে! ওকি! মান না আছে কার্ না?[১] তাতে কেন কান্না?

[রাগিণী সিন্ধুড়া, তাল একতালা]

বিধুমুখি! ওকি দেখি, ছি ছি কাঁদিস্ কি কারণে;
মান ক'রেছিস্, খুব ক'রেছিস তাতে ভয় কি?
তাতে লাজ কি, ধনি? আপন নাথের সনে।

(তাল খয়রা)

গেছে যাক্ না কেন, কোথা বা যাবে,
ক্ষণেক পরে তা'কে দেখতে পা'বে,

১। মান কার না আছে?

তেমনি করে আবার এসে লোটাবে,
রাই রাখ রাই রাখ ব'লে—তোর চরণ ধ'রে।
অবলার কি বল আছে মান বিনে,
মান রাখিতে কারও মানাই যে মান্‌বিনে,[১]
কদাচিৎ তাকে সেধে যে আন্‌বিনে,
তথাপি সে বঁধু, তোর বিনে জান্‌বিনে,[২]
উপেক্ষিয়ে পুনঃ তারই অন্বেষণে,
মান ঘুচা'তে স্বয়ং কেন যা'বি বনে,
ক্ষনেক ব'সে, ধনি, থাক্ মানে মানে,
দেখ্ না কেন, সে শঠের আচরণে।
পিরীতি রতন, হ'লে পুরাতন,
আর কি তেমন, থাকে গো যতন,
মানেতে সে প্রেম, করে যে নূতন,
মকরকেতন হয় সচেতন ;[৩]
হেন মানে যেবা তুচ্ছ করি মানে,
সে, পিরীতি-রীতি কিছুই না জানে,

১। মান রাখিবার ব্যাপারে কারো মানা মানিস্ না।

২। তথাপিও জান্‌বি সেই সে বঁধু তোরই, তোর বিনে অন্য কারো নয়।

৩। প্রেম পুরাতন হ'লে আর তেমন আনন্দদায়ক হয় না। পুরাতন প্রেমকে নূতন করিবার একমাত্র উপায় মান করা, তাহাতে কামদেব আবার হৃদয়ে নূতন ভাবে জাগ্রত হন।

রসিকে কি মানে, মানের অপমানে,
ক্ষুধা বিনে সুধায় কে করে যতনে।[১]

[রাধা-উপেক্ষিত হরি, রাধাকুণ্ড-তীরে,
রাধা রাধা ব'লে ভাসে নয়নের নীরে;
হেনকালে কুন্দলতা তথায় আসিল,
রাধাকান্তে দেখি কা'ন্‌তে বৃত্তান্ত পুছিল।]

—(•)—

রাধাকুণ্ডের তীর।

কৃষ্ণ।

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা। দেবর! এ আবার কি ভাব দেখি? আহা! নয়ন জলে যে, শ্যাম-শরীর ভেসে গিয়েছে! এর কারণ কি বল দেখি?

কৃষ্ণ। ওগো কুন্দলতিকে! এস এস; তোমাকে দেখে আমার অনেক ভরসা হ'ল।

[রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল খয়রা]

ওগো কুন্দলতিকে! আজ্ কি গতিকে,
পা'ব শ্রীমতীকে, বল সে উপায়;

১। ক্ষুধা না হইলে অমৃতের আদর কিসে হইত? রসিকেরা মানে নিজকে অপমানিত মনে করে না।

সে না হ'লে প্রসন্ন, হৃদয় অবসন্ন,
হেরি সব শূন্য, প্রাণ বুঝি যায়।
আমার মনে উপজয় যেরূপ তিতিক্ষা,
নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষা,
বরং দিয়ে বক্ষে কর, তার পরীক্ষা কর,
জীবন রক্ষা কর, মিলাইয়ে তায়।
মান শান্তির যত ছিল সদুপায়,
সে সব উপায় আজ হ'ল গো অপায়,[১]
দেখে নিরুপায়, ধরিলাম দু'পায়,
তবু ধনী নাহি মানে ক্ষমা পায়;
বিনা দোষে মোরে, উপেক্ষিল রাই,
তবু নিলাজ প্রাণ কাঁদে ব'লে রাই,
এখন হা রাই! হা রাই! ক'রে প্রাণ যদি হারাই,
তা হ'লে বাঁচ্‌বে না যে রাই, ভাবি তায়।
তুমি হও আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া,
জানি আমার প্রতি, তোমার বড় মায়া;
আজি এ বিপদে, হইয়ে সহায়া,
হবে প্রকাশিতে চিরগত মায়া;
তোমা বিনে মনোদুঃখ বলি কায়,
শপথিয়ে বলি ছুঁয়ে তব কায়,

১। বিফল।

এখন রাধার মানের দায়, এ দেহ বিকায়,
জন্মের মত কেনো, দিয়ে রাধিকায়।[১]

কুন্দ। রসময়! স্থির হও, চিন্তা কি? আমি এখনই তার উপায় ক'র্‌ছি, কিন্তু তোমাকে অন্য বেশ্‌ ক'র্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। ওগো! তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব।

কুন্দ। তবে আর ভাবনাই কি?

[রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল খয়রা]

বলি, শুন হে নাগর, রসিক-সাগর,
নটবর-শিরোমণি!
সে মানিনীর মান, ভাঙ্গিতে এই সন্ধান,
সাজ্‌তে হ'বে তোমায় নবীনা রমণী।
চূড়া খুলে চুলে বাঁধিয়ে কবরী,
সিঁথী পরাইব, সীমন্তের 'পরি
দিব চন্দনের বিন্দু, নিন্দি শরদিন্দু,
তাহে সিন্দুরের বিন্দু, জিনি দিনমণি।
পরিহর পরিহিত পীতাম্বর,[২]
এ বিচিত্র শাটি পর, পীতাম্বর।
কদম্ব-যুগলে করি পয়োধর,
কাঁচলি বাঁধিয়ে আবরণ কর;

১। এখন রাধার মানের মূল্যে এ দেহ বিকাইবে, রাধিকাকে দিয়ে ইহা জন্মের মতন কিনে রাখ।

২। যে পীতবস্ত্র পরিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর।

বেণু ছাড়ি বীণা করিয়ে ধারণ,
চল অগ্রে বাড়া'য়ে বাম চরণ, [১]
দে'খ রসরাজ, চতুরা-সমাজ-
মাঝে যেন লাজ না পাই গুণমণি।

কৃষ্ণ। কুন্দবল্লি! নারী সেজে যদি প্রাণেশ্বরীকে পাই, ত আমি এখনই সাজ্‌ছি; নারী সাজ্‌তে ত আর চূড়া বাঁশী লাগে না, তবে এ সকল এই তমালের শাখায় রেখে দি; (চূড়া বাঁশী স্থাপন) এখন কি ক'র্‌তে হবে বল।

কুন্দ। ওহে! এ সকল ব্যস্ত হওয়ার কাজ নয়, অতি সাব-ধান হ'য়ে সাজাতে হবে; কারণ, তা'রা বড় সুচতুরা, হঠাৎ যেন বুঝ্‌তে না পারে; তবে এস, সাজি'য়ে দিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কুঞ্জাঙ্গন।

রাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। ওগো বৃন্দে! তুমি ব'লেছিলে যে ক্ষণেক পরেই শ্রীগোবিন্দ আস্‌বে। অনেকক্ষণ হ'ল, কৈ, সে ত এখনও এল না?

১। স্ত্রীলোকদের রীতি অনুসারে বাঁ পা আগে ফেলাইয়া চল

বৃন্দা। রাধে! তাইত ভাব্‌ছি, এত বিলম্ব হ'ল কেন!

রাধিকা। বৃন্দে! আমার মন কেন এমন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো? (বৃন্দার হস্তধারণ পূর্ব্বক)

[রাগ বসন্ত, তাল মধ্যমান]

যাও গো বৃন্দে! বৃন্দাবনে বঁধুর অন্বেষণে;
আমার বিলম্ব আর নাহি সহে, অনুক্ষণ মন দহে,
দুরূহ বিরহ হুতাশনে।
—(আমি হ'লে যে ম'লেম গো—ও সে শ্যাম-চন্দ্র বিনে)—
যার গরবে গরব ক'রে সদা হই মানিনী,
হ'য়েছিল কি কুমতি, তাহারই মিনতি-নতি,
মানের ভরে মানিনী মানিনি; [১]
—(আগে জান্‌লে এ মান ক'র্‌তেম না গো)—
—(আমি মানে মাধব হারা'লেম গো)—
যে মুখের লাগি আমি সকলই হারা'লেম,
আমি এম্‌নি পাষাণবুকী, সে মুখে হ'য়ে বিমুখী, [২]
মুখ তুলি বারেক না চাহিলেম;
কত সেধে সেধে কেঁদে গেল—
কেন ফিরে না চাহিলেম—
কেন সুধায় গরল মিশাইলেম।

১। তাঁর মিনতি-নতি মানের ভরে মানিনী হয়ে মানি নাই।
২। কৃষ্ণ-মুখের প্রতি বিমুখ হ'য়ে।

বৃন্দা। (স্বগত) যেরূপ ভাব দেখ্‌ছি, তাতে ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণকে না পেলে অনায়াসে জীবন ত্যাগ কর্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) রাধে! এত অধৈর্য্য হ'স্‌নে, এই আমি তোর শ্যামকে আন্‌তে চ'ল্লেম। (বৃন্দার প্রস্থান)

কানন।

(নেপথ্যে গীত)

[রাগিণী ঝংঝাট, তাল খয়রা]

ঢুঁড়ে[১] বৃন্দাবনচন্দ্র, বৃন্দাবনে বনে বনে।
—(ঐ যায়রে দূতী দাবদগ্ধ মৃগীর মত)—
দূতী ধা ধা করি ধায়, ইতি উতি[২] চায়,
চপল চকিত নয়নে॥
ঢুঁড়ে গিরি গোবর্দ্ধন, নিকুঞ্জ-কানন,
মধুবনে নিধুবনে সঘনে॥ [৩]

১। ভ্রমণ করিয়া।

২। ইতি উতি=ইতস্ততঃ।

৩। এই ভাব লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন। যথা রায়শেখর—

"জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর,
চলল বরনারী।
দ্বাদশ বন, হেরত সঘন,
বলহি বলহি ফিরি,

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (স্বগত) ভাল, একবার কেন উচ্চৈঃস্বরে ডেকে দেখিনে; কি জানি, যদি রাধার মানকৃত নিদারুণ ব্যবহারে, মনে ঘৃণা বা অপমান বোধ হওয়ায় কোন নিবিড় বনে ব'সে থাকে; অথবা কেমন ক'রে মানভঙ্গ ক'র্‌ব, এর উপায় চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিদ্রিত হ'তেও পারে।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

কোথা রইলে হে! এস রাধার প্রাণবল্লভ!
আর মানিনীর মান নাই;
তোমায় আর সাধ্‌তে হবে না হে,
বঁধু! ভয় নাই, কিছু বল্‌বে না হে,
আগে উপেক্ষিল মানের ভরে,
এখন না দেখে সে প্রাণে মরে।
—(সে যে তোমা বিনে জানে না হে)—

বৃন্দার প্রস্থান

শ্যামকুণ্ড মদন কুঞ্জ
রাধাকুণ্ড তীরে।
বংশীবট যাবট তট
শৈলছঁ কিনারে।
যাহা ধেনু সব করতঁহি রব
দূতি তাহা চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম, মধু-মঙ্গল
হেরত বলবীরে। ইত্যাদি।"

[অন্বেষণ করি বৃন্দা গোবিন্দ না পেয়ে
যুগলকুণ্ডের তটে উত্তরিল গিয়ে ;
শ্রমযুক্ত হ'য়ে বসি তমালের তলে,
দেখে চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে তমালের ডালে ;
দেখিয়ে বৃন্দার মনে সন্দেহ জন্মিল,
বৃন্দাবনচন্দ্র বুঝি কুণ্ডে ঝাঁপ দিল ;
হাহাকার ক'রে কাঁদে, 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে ;
ভাসিল বৃন্দার মুখ নয়নের জলে।]

রাধাকুণ্ডের তীর।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (তমালে চূড়া বাঁশী বন্ধন দর্শনে) ওমা ! এ আবার কি ! তবে কি, রাধাবল্লভ এই রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন পরিত্যাগ ক'রেছে ! এই জন্মেই কি কোনস্থানে তার সন্ধান পেলেম না, হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ হ'ল। (রাধিকার উদ্দেশে) আহা ! কৃষ্ণপ্রিয়ে ! এত দিনে বুঝি তোমার সকল সৌভাগ্য ফুরাল !

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

কি বলিয়ে দাঁড়াব রে যেয়ে, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সম্মুখে।
হায় হায়, আমি নিতে এলেম শ্যামসুধাকরে,
—(রাইকে কতই আশা দিয়ে)—
এখন যেতে হ'ল সুধা করে। [১]

(তাল খয়রা)

যখন সুধাইবে সুধামুখী রাই আমায়, মরি হায়রে।
তখন কি ধন দিয়ে আমি বুঝাব রাধায়,
রাধার প্রাণ জুড়াবার ধন, সেই কৃষ্ণধন,
সে ধন বিনে, কি ধন আছে বসুধায় ;
হায় হায়, আশাপথ চেয়ে রাই র'য়েছে বসি,
ভাব্‌ছে কতক্ষণে বৃন্দা আন্‌বে কালশশী,
তাতে আমি অভাগিনী, হ'য়ে কাল-নাগিনী,
কেমনে দংশিব তারে কুঞ্জে পশি ;
না গেলে থাকিবে আমার আসার আশে,
যেতেও শঙ্কা করি, রাধার প্রাণ-নাশে ;
এই চূড়া বাঁশী হেরি, প্রাণ ত্যজি প্যারী,
এত সুখের হাট বুঝি, অকূলে ভাসায়।

(তাল লোফা)

হায়রে আমি কি করিব, কি দিয়ে রাই বাঁচাইব,
—(রাই বাঁচাবার কোন উপায় যে দেখিনে)—

১ সুধা করে = রিক্তহস্তে

—(হায় হায়, এবার বুঝি কিশোরীকে বাঁচাতে নারিলেম—
হায় রে এখনই বজ্র পড়ুক আমার শিরে);
—(কিশোরীর কাছে যেন যেতে আর হয় না)—
—(শ্যাম-সোহাগিনীর নিদান দশা—
—যেন দেখ্তে আর হয় না)—
রাই যেন দেখে না এ অভাগিনীরে।

(স্বগত) এখানে ব'সে আর কি করি, যদি ব্রজের জীবনধন শ্যামচন্দ্রই অস্ত হয়, তবে শ্রীরাধিকার জীবন যাবে এ ভয় ক'রে কি ক'র্ব ? কৃষ্ণশূন্য জীবন অপেক্ষা তখনই মরণ ভাল।

চূড়াবাঁশী গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দার প্রস্থান

কুঞ্জাঙ্গন।

—:•:—

রাধিকা ও সখীগণ।

(বৃন্দার প্রবেশ)

রাধিকা। (শশব্যস্তে) বৃন্দে! এ কি ?
প্রাণকান্তে আন্তে গেলে,
কেন কান্তে কান্তে ফিরে এলে ?

[রাগিণী সিন্ধুমল্লার, তাল রূপক]

ও তাই বল গো বৃন্দে ! আন্‌তে প্রাণকান্তে,
গেলি কাননান্তে, কেন এলি কান্‌তে কান্‌তে,
কোথা রেখে প্রাণ গোবিন্দে।
সহজে পুরুষ, পরুষ-হৃদয়,
মম দোষে রোষে, হ'য়ে কি নির্দ্দয়,
দিয়ে অন্তরে বেদন. ক'রেছে ভৎর্সন, বিরস-বচন-বৃন্দে ?

(তাল একতালা)

কেন চলিতে না চলে যুগল চরণ,
ব্যাধ-শরে বিদ্ধ হরিণী যেমন,
অনিবার নেত্র-বারি বিমোচন,
বিম্বাধর শুখায়েছে কি কারণ ;
—(বুঝি বনে কি বিপদ ঘটেছে)—
অনিষ্ট-শঙ্কিত বন্ধুর হৃদয়,
দেখে মনে হয়, কতই ভাবোদয়
প্রকাশিয়ে ব'ল্‌তে চাও, কিন্তু নার ব'ল্‌তে,
বুঝি না সরে মুখারবিন্দে।

বৃন্দা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রাধে ! হায় হায় !—

রাধিকা। (বৃন্দার হস্তধারণপূর্ব্বক) বৃন্দে ! ওকি ! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আবার মৌনী হ'লে কেন ? তোমার ভাব দেখে বোধ হ'চ্ছে যেন কোন সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে ! বলি, আমার প্রাণবল্লভকে কোথায় রেখে এলে, শীঘ্র বল।

বৃন্দা। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) শ্যামসোহাগিনি! আর ব'ল্‌ব কি! এতদিনে বুঝি সুখের বৃন্দাবন অন্ধকার হ'ল!

(সুরে) কি সুধাও চন্দ্রাননে! ব'ল্‌তে না সরে আননে

সে কথা কি কহিবার কথা?

ভাবি, না বলিলে নয়, বলিলে প্রমাদ হয়,

এযে বড় সঙ্কটের কথা।

বৃন্দাবনে প্রতিদিন, ক'রে কৃষ্ণ অন্বেষণ

কোন স্থানে দেখিতে না পেয়ে ;

এসে রাধা-কুণ্ড-তটে, তমাল-তরু-নিকটে,

বসিলেম খেদান্বিত হ'য়ে।

দেখি তমালের গাছে, চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে,

কিন্তু নাই মুরলীবদন ;

ভাবিলেম তবে কি হরি, গোকুল অনাথ করি,

রাধাকুণ্ডে ত্যজিল জীবন।

দেখে হ'ল মনস্তাপ, দিলাম কুণ্ডেতে ঝাঁপ

তাতে কোন চিহ্ন না পাইয়ে,

দুঃখে বুক ফেটে যায়, হইলাম নিরুপায়,

এলাম এই চূড়া বাঁশী নিয়ে!

রাধিকা। (স্থির নয়নে) হায় হায়, বৃন্দে! কি ব'ল্লে, তবে কি—(মূর্চ্ছিতা)

বৃন্দা। (শশব্যস্তে) রাধে! ও প্রেমময়ি! কি ব'ল্‌ছিলি বল! হায় হায়! যা ভাব্‌লেম তাই হ'ল—

[রাগিণী লুম ঝিঁঝিট, তাল একতালা]

মরি হায় হায় হায়, না দেখি উপায়,
একি দায় কি বিপদ ঘটিল ;
এই যে অসাধার দুঃখে শ্রীরাধার
প্রাণ বাঁচান ভার হইল।
কি অশুভক্ষণে ক'রেছিল মান,
কেন না রাখিল শ্যামের সম্মান,
হায় হায় সে মান, হ'য়ে শমন সমান,
ধনীর মান, প্রাণ, শ্যাম, সব নাশিল।
হায়! এ দারুণ দূতী, কি কর্ম্ম করিল,
হায়! বিসম্বাদে,[১] কি সম্বাদ দিল,
হায়! কি সাধে আজ্ বিষাদ ঘটিল,
হায়! জগৎ ভরি কলঙ্ক রটিল ;
হায় রে! আজ অবধি, ভাঙ্‌লো প্রেমের হাট,
ঘুচে গেল মোদের সব ঠাট[২] নাট,[৩]
হায় রে! সুখের ঘরে লাগিল কবাট,
অকূল দুঃখার্ণবে, গোকুল ভাসিল।
হায়! প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ-হুতাশন,

১। কুসংবাদদাত্রী (?)।
২। ঠাট—গৌরব, জাঁক।
৩। নাট—নৃত্য।

বিধুমুখীর শুখাল বিধু-আনন,
হায়! লেগেছে যে, দশনে দশন,
নাসায় না হয় শ্বাস নিঃসরণ;
হায় রে! যে রাই মোদের, সবার নয়নতারা,
আজ্ স্থির হ'ল তার নয়ন-তারা,
এ দিনে সবে হ'লেম রাই-হারা,
হায় রে দিয়ে নিধি বিধি হরে কি নিল।

(শ্যামলার প্রবেশ)

ললিতা। কে গো শ্যামলে! এস এস, ভাল সময় এসেছ; আমরা আজ্ বড় বিপদে প'ড়েছি!

শ্যামলা। ললিতে! আজ যে কোন বিপদ্ ঘ'টেছে, তা আমি বাড়ী থেকে বের'তেই জান্‌তে পেরেছি। বাধার ফলটা কি হাতে হাতেই পেলেম।

ললিতা। যূথেশ্বরি! কেমন ক'রে তুমি জান্‌তে পারলে? তবে কি তুমি এই সম্বাদ শুনেই—

শ্যামলা। না গো, তা নয়, সংসারে কাজকর্ম্ম সারা হ'ল, তখন—

ভাব্‌লেম প্রাণাধিকা রাই, সারাদিন দেখি নাই,
আ'স্‌ব ব'লে বাড়া'লেম পা,
টিক্‌টিকীটা পাছে থেকে, টিক্‌টিক্ ক'রে উঠ্‌লো ডেকে,
তবু এলেম, না মানিয়ে তা।

তাইতে বলে 'বাধা না ফলে ত আধা'—[১] সে যা হ'ক,
গোলযোগের কারণ কি শীঘ্র ক'রে বল।

ললিতা। ওগো!

মান ক'রে কামিনী মাধবে উপেক্ষিল,
তার অন্বেষণে বৃন্দাবনে গিয়েছিল;
অন্বেষিয়ে কোন স্থানে কৃষ্ণ না পাইল,
কুঞ্জারণ্য হ'তে চূড়া বাঁশী এনে দিল;
তা দেখিয়ে বিধুমুখী করে অনুভব,
অনুরাগে তনু বুঝি ত্য'জেছে মাধব।

শ্যামলা। এই অনিশ্চিত বার্ত্তা শুনে, এতদূর শোকার্ত্ত হওয়া ভাল হয়নি; তোমাদেরই বা দোষ কি? মানুষের চিত্ত স্বভাবতই অনিষ্টশঙ্কিত; ভাল হ'ক আর মন্দ হ'ক, মন্দটাই এসে আগে মনে উদয় হয়; যা হবার তা হ'য়েছে এখন এক কর্ম্ম কর—আমি রাইকে কোলে ক'রে বসি, তোমরা "রাধে! তোর প্রাণবল্লভ এসেছে" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডাক; তা হ'লেই রাই এখনই সচেতন হ'বে।

ললিতা। বিশাখে! শ্যামলা বেশ পরামর্শ ক'রেছে; সে যেমন বুদ্ধিমতী, তারই মত কথা বটে; তবে এ'স তাই করা যাক্—

১। বাধার ফল সবটা না ফল্লেও আধখানা ফল্‌বেই

শ্যামলার অঙ্গ, শ্যাম সম গুণ ধরে,
পরশে বুঝিবে ধনী, শ্যাম-কলেবরে! [১]
কৃষ্ণগতপ্রাণা রাই, কৃষ্ণনাম শুনে,
অবশ্য চেতন হ'বে, হেন লয় মনে।

সকলে। (শ্রীরাধার শ্রবণে বদন সংস্থাপন পূর্ব্বক) রাধে! ওগো ব্রজেশ্বরি! একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখ, তোমার সাধনের ধন বংশীবদন এসেছেন।

রাধিকা। (কৃষ্ণনাম শ্রবণে সচেতন হ'য়ে বাহু-প্রসারণ পূর্ব্বক) সখীগণ! কৈ, আমার প্রাণবল্লভ কৈ! দয়াময়! অভাগিনীর কি এতই অপরাধ হ'য়েছিল?
(চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

কি হ'ল কি হ'ল,
হায় কি হ'ল গো সজনি আমার;
হায় হায়, কি শুনালি কি শুনালি।
কি শুনালি, ওগো বৃন্দে!
আমার প্রাণবল্লভ কোথা বা গেল গো;
—(আমায় অনাথিনী ক'রে)—
আমি কি ভাবিলেম কিবা হ'ল গো।
—(শ্যাম তো পেলেম না—বড় সাধে হাত বাড়ালেম)—

১। শ্যামলার শ্যামাঙ্গে কৃষ্ণদেহের স্পর্শ পাইয়া রাধা ভাবিবেন যে কৃষ্ণস্পর্শ পেয়েছেন।

প্রেম-কল্পতরুবরে বাড়াবার তরে,
সেঁচিলেম মানজলে বড় আশা করে ; [১]
—(তরু বাড়্‌বে ব'লে)—
আমি ভাব্‌লেম এক হ'ল আন, কপাল দোষে সেই মান,
হয়ে কুঠারের সমান, সমূলেতে বিনাশিল।
—(হায় কিবা হল গো)—
আমি ভাসা'লেম সৌভাগ্যতরী প্রেমের সাগরে,
হল অনুকূল বায়ু তাহে বঁধুর আদরে,
—(পার হ'তে যে পা'র্‌ব গো—
—বঁধুকে কাণ্ডারী ক'রে)—
আমার গূঢ় গরব মাস্তুলে, মানের বাদাম্ দিলেম তুলে [২]
আমার দুরদৃষ্ট হেন কালে ঝঞ্ঝারূপে ডুবাইল গো।
যেমন রন্ধনের সাধে দিলেম ইন্ধনে অনল ;
সখিরে সে অনল প্রবল হ'য়ে দহিল সকল।
—(আমার কপাল-দোষে গো—হিতে বিপরীত হ'ল)—
আমার মান গেল প্রেম গেল, প্রাণবল্লভ শ্যামও গেল ;
তবে আর কি ভেবে বল, পাপ প্রাণ দেহে রৈল গো।
—(আর কোন্ সুখের আশে)—

১। প্রেমরূপ কল্পতরুর শ্রীবৃদ্ধির জন্য মানরূপ জল তার মূলে সেঁচিলাম।

২। আমার নিগূঢ় প্রেমের গর্ব্বরূপ মাস্তুলের উপর মানরূপ পা'ল তুলে দিলাম। প্রেমের গৌরবে অহঙ্কৃত হইয়া মান করিয়া বসিলাম।

ললিতা। প্রেমময়ি! ধৈর্য্য নারীর সর্ব্বস্ব ধন; ধৈর্য্য ধ'রে থা'ক্‌লে, সকল আশাই পূর্ণ হ'তে পারে; এই নে, তোর প্রাণনাথের চূড়া বাঁশী নে, যতন ক'রে রাখ্, অবশ্যই কৃষ্ণচন্দ্র সকল অন্ধকার দূর ক'র্‌বেন।

(চূড়া বাঁশী প্রদান)

রাধিকা। মুরলি! তুমি ত প্রাণনাথের চিরসঙ্গিনী! বল দেখি, প্রাণবল্লভ আমার কোথায় গেল!

[রাগিণী দেবগিরি, তাল খয়রা]

কেন গো মুরলি! বঁধু ছেড়ে র'লি,
কোথা রইল আমার মুরলীবদন;
আমার শিরঃস্পর্শ ক'রে, বল্ গো সত্য ক'রে,
ব্রজসুধাকরে, ব্রজ আঁধার ক'রে,
সেত করে নাই ব্রজলীলা সম্বরণ।
যখন তোকে রেখে বাঁশি! প্রাণবল্লভ গেল,
এ দাসীর কথা কিবা ব'লেছিল,

—(তাই বল গো)—

যখন বজ্র পড়ে শিরে, তখন আর কি করে,
কালাকাল স্থানাস্থান বিবেচন।

(তাল রূপক)

আমা হ'তে বঁধুর তুই অতি প্রেয়সী,
তোরে তিলার্দ্ধ না ছাড়ে কালশশী,

আমি যেন মান ক'রে হ'য়েছিলেম দোষী,
বলি তোকে শ্যাম উপেক্ষিল কি দোষে বল, বাঁশি।
আমায় ছেড়ে গেছে, তোরেও ছেড়ে গেল,
তোর দশা মোর দশা দেখি এই হ'ল, মুরলি!
যদি হ'ল অদর্শন, জ্বেলে হুতাশন,
এস দুজনেতে করি জীবন বিসর্জ্জন।

(সাশ্রুনয়নে সখীগণের প্রতি) বিশাখে! ললিতে! আমার মানে অপমানিত হ'য়ে মনের দুঃখে প্রাণবল্লভ প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছেন, আমার কি জগতে মুখ দেখাতে আছে? এ অভাগিনী পাপীয়সীর মুখ দেখ্‌তে তোদেরও মহাপাপ! তোদের বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, তোরা শীঘ্র ক'রে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে, প্রাণনাথের অতি আদরের ধন এই মুরলীকে বুকে ক'রে, আমি সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ ক'রব।

শ্যামলা। (রাধিকার হস্তধারণপূর্ব্বক) ওগো রাধে! ও বিনোদিনি! তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়ে কেন এমন অবোধিনী হ'লে? ভাল ক'রে জান্‌লে না, শুন্‌লে না একেবারে হতাশ হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে চ'ললে! ছি ছি! এমন কাজ কখন ক'র না, আমার কাণে কাণে যেন কে ব'লে দিচ্ছে যে,"তোমাদের প্রাণবল্লভ এলেন ব'লে, তোমরা অধৈর্য্য হ'য়ো না", রাধে! এটাও কেন ভেবে দেখ না যে, যে জগতের প্রাণ, তার প্রাণ যাওয়া কি সাধারণ কথা!

[রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা]

শ্যাম ত নয় গো, তোমার একার প্রাণ !
কেন তোমার মানের দায়ে, প্রাণবল্লভ দিবে প্রাণ।
সে যে ব্রজপতির প্রাণ, যশোমতীর প্রাণ,
সব গোপীর প্রাণ, ব্রজসখার প্রাণ,
দাসদাসীর প্রাণ, ব্রজবাসীর প্রাণ,
ধনি জান, তার প্রাণ কি সামান্য প্রাণ !
সে কি বধি সবার প্রাণ, ত্যজ্‌তে পারে প্রাণ ?
আমি করি অনুমান, পেয়ে অপমান,
ভাঙাতে তোমার অভিমান,
বুঝি ক'রে থাক্‌বে তোমার মানের উপর মান।[১]
যেমন তুমি ক'রে মান, লওনা শ্যামের নাম,
তেমনি সেও ক'রে মান, ল'বেনা তোমার নাম,
বংশী ত্যাগের হেতু, ও যে বলে রাধানাম,
আবার চূড়ায় শিখিপাখায়, লেখা তোমার নাম, [২]

১। একটা প্রাচীন গানে শুনিয়াছি—
"দারুণ মানের ভরে করেছি যে অপমান—
এখন আমি জ্বলে মরি, সই তারে ডেকে আন।
অভিমানে হ'য়ে হত, কুবাক্য বলেছি কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ মানের উপর করি মান ॥"
২। বংশীত্যাগের কারণ এই যে বংশী রাধার নাম বলে। চূড়া-

—(তাইতে চূড়া ত্যাগ করেছে, সে যে মানীর শিরোমণি)—

তুমি সুচতুরা, সখীরাও চতুরা,
তবে কেন সবে, এত শোকাতুরা,
কেন, না জেনে না শুনে, ত্য'জ্‌তে চাও প্রাণ ।

রাধিকা। শ্যামলে! তোমার কথায় আমি অনেক ভরসা পেলেম; কাজেই আমাকে আশাপথ চেয়ে, আর দুই চারি দিন থা'ক্‌তে হ'ল।

রাধিকার কুঞ্জ।

রাধিকা ও সখীগণ।

ললিতা। (নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) বিশাখে! শ্যামলে! দেখ্ দেখ্ একটা পরম সুন্দরী যুবতী আমাদের দিকে আ'স্‌ছে।

বিশাখে। আবার দেখেছিস্, হাতে একটা বীণা যন্ত্র।

(নেপথ্যে কলাবতীর গীত)

[রাগিণী সুরট, তাল খয়রা]

সদা জয় রাধে, শ্রীরাধে রাধে, রাধে বল্ বীণে!
আমার প্রাণে বাঁচে না যে বোল বিনে,

ত্যাগের কারণও সেই রূপ, যেহেতু চূড়ার শিখিপুচ্ছে তোমার নাম লেখা আছে।

সে বোল বিনে আর ব'ল্ বিনে।
অন্যের যে অন্য বল, রাধা মোর অনন্য [১] বল,
হ'য়েছি আজ শূন্যবল, শ্রীরাধার ঐ বল বিনে।
আমি মরি যে নাম শোনা বিনে, মোরে সে নাম শোনা বীণে
তা বিনে আর শুনাবিনে, ও সোণা বীণে! [২]
যে রাধানাম-সুধাপানে, চায় না মন আর সুধাপানে,
সেই নাম-সুধা দানে, ক্ষণার্দ্ধ ক্ষমা পাবিনে। [৩]
আমার সঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা, রাধা আমার অঙ্গের আধা,
দেখনা হ'য়েছি আধা,[৪] শ্রীরাধা বিনে;
আমি আছি রাধার প্রেমে বাঁধা, যার লাগি ব'ই নন্দের বাধা।
ঘুচাবে কে মনের বাধা, সে রাধা-সাধন বিনে।
আমি দীক্ষিত শ্রীরাধা-মন্ত্রে, শিক্ষিত শ্রীরাধা-তন্ত্রে,
যন্ত্রিত শ্রীরাধা-যন্ত্রে, স্বতন্ত্র গুণে; [৫]
রাধা মোর জীবনের জীবন, রাধা বিনে যায় রে জীবন,
যেমন যায় চাতকের জীবন, জলধরের জল বিনে।

১। অনন্য=একমাত্র।

২। আমি যে নাম শোনা বিনে (না শুনিলে) মরি, হে বীণে! আমায় সেই নাম শোনা। হে স্বর্ণতুল্য প্রিয় বীণে, সেই নাম বিনে আর কিছু শোনাস্‌নে।

৩। ক্ষণার্দ্ধ কালও সেই নাম-সুধাদানে ক্ষমা পাবিনে—ক্ষান্ত হস্‌নে।

৪। অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছি, আধা—শীর্ণ।

৫। স্বতন্ত্রগুণে=স্বভাব গুণে, আমি স্বভাবেই রাধা নামে দীক্ষিত, ইত্যাদি।

রাধিকা। সখীগণ! কি আশ্চর্য্য রূপ দেখেছ! মরি মরি! এমন
রূপ ত কখন দেখিনি, বন যেন আলো ক'রে আস্‌ছে;

[রাগিণী সিন্ধু কাফি, তাল খয়রা]

প্রাণ সই! ঐ কি হেরি, নিরুপমা রূপমাধুরী;
এল কোথা হ'তে এ যুবতী সতী;
সুধাও দেখি সুধামুখীর কি নাম কোথা বসতি।
এত রূপের নারী, আছে ত্রিভুবনে,
কভু কার মুখে, শুনি নাই শ্রবণে,
শচী, উমা, রমা, রম্ভা, তিলোত্তমা,
তা হ'তে উত্তমা, এ যে রূপবতী।
কিবা অঙ্গের আভা হেরে পয়োধর [১] হারে,
হাসে যেন বক, পয়োধরে হারে,[২]
জগতের শোভা করি সমাহারে,
কোন্ রসজ্ঞ বিধি গ'ঠেছে উহারে!
কিবা শোভা করে মণি-চুড়ী করে,
পুরুষ থাক্ নারীর মনই চুরি করে,
পরে বা না কেবা এমন চুড়ী করে,
করের গুণে করে, চুড়ীর কি শকতি।[৩]

১। মেঘ। অঙ্গের আভা পয়োধর (মেঘ) নিন্দিত।

২। বক্ষের হারে যেন বক হাসিতেছে।

৩। এমন চুড়ী কেই বা হাতে পরে না? অর্থাৎ অনেকেই পরে, তবে হাতের সৌন্দর্য্যেই ঐরূপ মন হরণ করে, চুড়ীর কি সাধ্য?

মরি যেন, কতই রসে ভরা সব আকার,
তুল্য নহে শশী, শারদ রাকার,
ব্রজ মাঝে রূপ, আছে সবাকার,
বল দেখি, সখি! এমনধারা কার!
হাস্য-সুধা ক্ষরে বদন-সুধাকরে,
দেখে লাজে লুকায় গগনসুধাকরে,
কিবা, বয়সে নবীনা, করে শোভে বীণা,
বুঝি, সঙ্গীত-প্রবীণা হবে রূপবতী।
সখি! একি দৈবমায়া ত্রিলোকমোহিনী,
কিবা শিবের মনোমোহিনী মোহিনী,
নারীরূপে কভু, নারীর মন মোহেনি!
এ মোহিনী বুঝি, জানে কি মোহিনী;[১]
দেখ না যেরূপ রূপসী রমণী,
একে যদি দেখে লম্পট-শিরোমণি,
এ ব্রজরমণী ত্যজিয়ে অমনি,
এ রমণীর সনে করিবে গতি।

ললিতা। ওগো! দেখ দেখি, ঐ রমণীর পাছে পাছে আমাদের কুন্দলতা আস্‌ছে না?

বিশাখা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুন্দলতাই ত বটে।

১। স্ত্রীরূপে কেউ স্ত্রীর মন মোহন করিতে পারে নি, কিন্তু এই রমণী কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি বলে তাহাও করিতেছে।

রাধিকা। আমার বোধ হয়, কুন্দলতার সঙ্গে এ রমণীর বিশেষ পরিচয় থাক্‌তে পারে।

(কুন্দলতা ও কলাবতীর প্রবেশ)

[রাগিণী গৌরশারঙ্গ, তাল আড়া]

এস কুন্দলতে! হেথা, কোথা হতে আসা হ'ল,
তোমার সঙ্গিনী ধনি, এ রঙ্গিনী কেগো বল।
জানিতে এই অভিলাষ, কোন্ কুলে হ'লেন প্রকাশ,
করিলেন কার কুলোজ্জ্বল।
জন্ম কি এই অবনীতে, অবনীতে কার বনিতে?
এমন ভাগ্যবতী কার বনিতে, জঠরে যে ধ'রেছিল;
কি আকাশে পদব্রজে,[১] দিলেন এসে পদ ব্রজে,
সৌভাগ্য-সম্পদ ব্রজের এত দিনে জানা গেল।
আকৃতি প্রকৃতি হেরি, বোধ হয় যেন বংশীধারী,
চূড়া বাঁশী পরিহরি, রমণী-সাজে সাজিল;
বিধি বিরল করিয়ে সার, নব নবনীতে সার,
নিয়ে, এ সৌন্দর্য্যসার, মানসে কি গঠেছিল!

কুন্দলতা। ওগো রাধে! এ যুবতীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা শোনা!

১। আকাশ পথে বিমানে চড়ে এলেন, না পদব্রজে এই ব্রজে এলেন?

নাম ইহার কলাবতী, মথুরাপুরে বসতি
জন্মেছেন দ্বিজ-বংশে,
অশেষ গুণের খনি, সঙ্গীতেতে শিরোমণি,
রূপে গুণে কে বা না প্রশংসে।
পুরন্দর-পুরোহিত, করিতে ইহার হিত,
বীণা যন্ত্রে গীত শিখাইল,
তোমার স্থানে পরিচিতা হ'তে এই সুচরিতা,
মোরে সঙ্গে ক'রে হেথা এ'ল।

রাধিকা। কুন্দলতে! আজ আমার বড় সুপ্রভাত! জন্মান্তরের পুণ্যবলেই এঁর দর্শন পেলেম, অথবা, বিধাতা নিজ দয়াগুণে, অসাধনে, এই অমূল্য চিন্তামণি আমারে মিলিয়ে দিলেন। যদি দয়া ক'রে দুঃখিনীর কুঞ্জে পদার্পণ ক'রেছেন, তবে কিছু—

কুন্দলতা। বল না, তাতে আর এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন, কিছু গান বাদ্য শু'ন্‌বে বুঝি?

কলাবতী। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি! আমি শুনিছি যে, আপনারা বড় সুরসিকা; কেমন ক'রে মানীর মান রাখ্‌তে হয়, তা আপনারা বেশ জানেন; তাই যদি না হ'বে, তবে, জগৎ-চিন্তামণি কেন আপনাদের প্রেমে এত আবদ্ধ হ'বেন! আমি বড় সাধ ক'রে এসেছি যে, মন খুলে আপনাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ ক'রব, কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য, নৈলে আপনারা আমার কাছে এত সঙ্কুচিত হ'বেন কেন? যা হ'ক্, চন্দ্রাননে! তবে যথাসাধ্য কিছু বলি।

[রাগিণী সুরট মল্লার, তাল কাওয়ালি।]

ধনি! শোন মন দিয়ে মম গীত;
সঙ্গীত রীতিমত, প্রীতি লাগায় সবে,
ক্রমাগত দ্রবীভূত হবে তব চিত।
না দের্ দের্ তোম্ দের্ দের্ তাদের তোম্
তানা-দেরে দানি,
তা দের্ তা না দে রে দা নি নি তারে তারে দানি
সা রে গা রে রে গাম্মা গারে সা,
গা রে সা গা রে সা রে সা,
নি ধা পা মা গা রে সা গাওয়ে ত্বরিত॥
গুণিগণ-বন্দ্য প্রবন্ধ ছন্দগত,
কত কত তাল রসাল মনোমত,
মনমথ উনমতকারী।[১]
ধুম্ কেটে তাকে, ধা কেটে তাক্ ধেন্না,
ধে ধে কাটা ধেন্না, তেরে কাটা তাক্,
ধুম্ কেটে তাক্ ধেন্না, ধা কেটে কেটে তাক্ ধেন্না,
গারাজা সুরাজা ছোবা মুরাজা মৃদঙ্গা,
রঙ্গে ভঙ্গে হারা হারা-খা সঙ্গীত॥

রাধিকা। আহা! মরি মরি! কি চমৎকার গানই শু'নলেম; ওগো বিশাখে! কলাবতী সামান্য নারী নয়! একাধারে এত রূপ আর এত গুণ কি মানবীতে সম্ভব হয়?

১। মন্মথ অর্থাৎ কামদেবকেও উন্মত্ত করতে পারে যাহা।

বিশাখা। তাইত গো, এমন রূপও কখন দেখিনি, এমন গানও কখন শুনিনি! রাজনন্দিনি! ইহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে হবে।

রাধিকা। সখীগণ! আমার এই গজমুক্তা-হার, আর এই কাঁচলি দিলে ভাল হয় না? নৈলে দিবার মত আর ত কিছু দেখিনে।

ললিতা। ওগো! ভালই বিবেচনা ক'রেছ, তবে তাই দেও।

বিশাখা। (মুক্তাহার ও কাঁচলি লইয়া) ওগো কলাবতি! আমাদের রাজকুমারী আপনার গান শুনে, বড় সন্তুষ্ট হ'য়ে এই পারিতোষিক দিয়েছেন, অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন্।

কলাবতী। ললিতে! আমি তোমাদের রাজকুমারীর সন্তোষ ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা করিনে। তিনি যে আমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়েছেন, সেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার!

[রাগিণী সিন্ধু পরজ, তাল ৎ]

ললিতে গো একি! এতে কি প্রয়োজন;
শুন কই, সই, আমার যে মনন।
আমি হই দ্বিজনন্দিনী, নহিত এ ব্যবসায়িনী,
যদি তুষ্ট হ'য়ে থাকেন ধনী, তবে দিতে উচিত আলিঙ্গন।
শিক্ষিত হইয়ে গীতে, পারি নাই পরীক্ষা দিতে,
শুনিলাম নাই পৃথিবীতে, রাধা সম গুণজ্ঞ জন!
আজি গুণের পরীক্ষা হ'ল, তাঁকে দেখেও নয়ন জুড়া'ল,
এখন পরশ হ'লে সফল, আমার হ'তে পারে এ জীবন।

ললিতা। ওগো কুন্দলতে! ইনি তোমার বিশেষ পরিচিত, এঁর স্বভাব তোমার ভাল ক'রেই জানা আছে, তাই জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের রাজকুমারী বড় আহ্লাদ ক'রে, এই পারিতোষিক দিলেন, তা ইনি কেন গ্রহণ ক'চ্ছেন না? উপযুক্ত পুরস্কার নয়, তাই ব'লে কি?

কুন্দলতা। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) ওগো! তা নয়, ইনি ভারি লজ্জাশীলা, গায়ের কাপড় খুলে, সকলের সাক্ষাতে কাঁচলি প'র্‌তে সঙ্কুচিত হচ্ছে'ন, তা আমি বলি কি যে, রাধিকা ওঁকে আলিঙ্গন ক'রে ওঁর হাতে কাঁচলি আর হার দিন. উনি না হয় বাড়ী গিয়েই প'র্‌বেন!

রাধিকা। ওগো কুন্দবল্লি! এ যে বড় নতুন ব'ল্‌লি; বলি, নারীর কাছে আবার নারীর লজ্জা কি গো; ভাল, নতুন দেখা ব'লে যদি লজ্জাই হ'য়ে থাকে, তা না হয় সে লজ্জা ভেঙ্গেই দিচ্ছি।

কুন্দলতা। (স্বগত) এত যে কৌশল ক'রলেম, এতক্ষণের পর বুঝি সে সব প্রকাশ হয়, তা হ'লে ত দেখি বড়ই লজ্জা! (প্রকাশ্যে) রাধে! আজ না হয় থাক্‌লোই বা, এখন ত উনি নিত্যই আস্‌বেন, তখন লজ্জা আপনা হ'তেই ত ভেঙ্গে যাবে।

রাধিকা। ওগো! পোড়া লজ্জা কেন আমাদের সুখের বাদী হ'বে? লজ্জা ভাঙ্গাভাঙ্গি না হ'লে কি কখন ভালবাসাবাসি হয়? (সখীগণের প্রতি) ওগো! তোমরা কলাবতীকে কাঁচলি আর হার প'রিয়ে দেও।

সখীগণ। (কলাবতীর পরিহিত কাঁচলি খুলিবা মাত্র স্তনস্থানীয় কদম্বপুষ্পদ্বয়ের ভূমিতে পতন, তদ্দর্শনে করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করতঃ) ওমা! এ আবার কি! রাধে! দেখে যা দেখে যা, বড় হাসির কথা!

রাধিকা। কুন্দলতে! বড় যে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌লি? মনের মত দেবর পেয়ে কি এমন ক'রেই চল'তে হয়! ওগো! ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, জানিস্‌ত? [১]

[রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা]

ভাল ভাল কুন্দলতা, তোমার আশালতা,
প্রায় ত ফলিতা হ'য়ে উঠেছিল;
তাতে কৃত্রিম পয়োধর, হ'য়ে পয়োধর,
লজ্জা-বজ্রঘাতে চূর্ণ করিল।
যন্ত্রণা ঘটিল, মন্ত্রণারই দোষে,
সাধে সাধে অধোমুখী হ'লে শেষে,
শ্যামত নহে তব পর, আপন দেবর,
তাকে হেন পয়োধর, কেন দেওয়া হ'ল।
করী ধরে যারা মাকড়ের জালে,
তারা কি কখন, ভোলে ইন্দ্রজালে! [২]

১। রাধা কুন্দলতাকে বেশ ক'রে কথা শুনিয়ে দিলেন, কৃষ্ণ তাঁর দেবর, তাকে নারীসাজে সাজিয়ে আনবার জন্য ঠাট্টা ক'রে এই কথাগুলি বল্লেন।

ভুলাইতে ভাল বাড়া'লে জঞ্জালে,
বাঁধ্‌তে এসে বন্দী হ'লে আপন জালে ;
ব্রজের মাঝে তোমায় জা'ন্‌তেম অতি সাধ্বী,
জানা গেল এখন, সকল বুদ্ধি স্যুদ্ধি,
তুমি আজ জিনিলে, দেবর সনে মিলে,
জয়ধ্বজা তুলে, ত্বরায় গৃহে চল।

কুন্দলতা। বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্ব'লে ম'র্‌তেছিল রাই ;
পোড়া প্রাণ কেন কেঁদে উঠ্‌ল শুনে তাই।
প্রাণনাথ দিয়ে তার বাঁচাইতে প্রাণ,
এখন ঘৃণায় দেখি যায় মোর প্রাণ !
যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর !*
কাল-ধর্ম্মে, বিধি ! এ কি অবিচার তোর !

কলাবতী। কুন্দলতে ! তুমি কেন এত লজ্জিত হ'য়েছ ? মানীর মান ভগবানই রাখ্‌বেন। আমি এই বেশেই, রাধার মান ভেঙ্গে, তোমার মান রক্ষে ক'র্‌ব। তুমি ধৈর্য্য ধ'রে এখানে ব'সে থাক, আমি যা'ব আর আ'স্‌ব।

[রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা]

শোন ব্রজনারি, প্রতিজ্ঞা আমারি,
নারী-বেশে এসে, ভা'ঙ্গব নারীর মান।

চালাক, তাদের ভুলাতে গিয়া বিপদে পড়্‌লে। তারা কি কখনও ইন্দ্রজালে (মায়াবীর মায়ায়) ভোলে ?

জানা যাবে তোরা, কেমন সুচতুরা,
ত্বরিতে করিতে হ'ল সে সন্ধান।
যে না পারে আমার নাম গন্ধ সহিতে,
এখনই আসিব, তাহারই সহিতে, [১]
যখন ব'লে হিতাহিতে, আমার সহিতে,
যত্ন পা'বে ধনী মিলা'তে ;
তখন মান ত্যজে মান্‌তে যে হবেই সে বিধান।

কুন্দলতা। দেবর! সখীদের উপহাস আর সহ্য হয় না, এমনই ইচ্ছে হ'চ্ছে যে, জলে গিয়ে ঝাঁপ দি'; কেমন ক'রে কি ক'র্‌বে বল দেখি।

কলাবতী। কুন্দলতে! যা কর্‌ব তা এখনই দেখাচ্ছি।

(কলাবতীর প্রস্থান)

জটিলার গৃহ

(কপট ভাবে রোদন করিতে করিতে কলাবতীর প্রবেশ)

কলাবতী। (সাশ্রুনয়নে) আর্য্যে! প্রণাম করি।

জটিলা। কে গো তুমি, কোথা হ'তে হ'ল আগমন,
কি দুঃখ পেয়ে বা, এত করিছ রোদন ?

১। যে আমার নাম গন্ধ সহিতে পারে না, সেই জটিলাকে নিয়ে আস্‌ছি। সে এসে হিতাহিত বুঝিয়ে দিয়ে আমার সহিত রাধার মিলন ঘটাইতে হয়ত পারে।

রোদন সম্বরি, বাছা, বল সবিশেষ ;
তোমার এ ভাব দেখে, হ'ল বড় ক্লেশ।

কলাবতী। (সাশ্রুনয়নে)

শুন তবে বলি, আর্য্যে ! তোমার বধূর কার্য্যে,
আজ যে বড় বেজেছে অন্তরে ;
সে সব তোমারে ব'লে, ঝাঁপ দি যমুনা জলে,
এ জীবন ত্যজিব সত্বরে।
কলাবতী মোর নাম, বর্ষাণে [১] জনক-ধাম,
মাতৃষ্বসা কীর্ত্তিদা [২] আমার ;
কি ক্ষণেতে সেই খানে, দেখা ছিল রাধা সনে,
তদবধি ইচ্ছা দেখিবার।
বহুদিন পতিঘরে, অতি দুঃখে বাস ক'রে,
পিতৃঘরে এসেছি কাল রাত্রে ;
আজি অতি সংগোপনে, এলেম রাধা দরশনে,
জুড়াইব তনু মন নেত্রে।
তাহার উচিত শাস্তি, কবিল যৎপরোনাস্তি,
অকারণে রাধিকা আমার ;
এখনি মা এ জীবনে, ত্যজিব পশি জীবনে,
যদি তুমি না কর বিচার !

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনী প্রদান পূর্ব্বক) ওমা ! সে

১। বর্ষাণ=বৃন্দাবনের একটি পাড়ার নাম।
২। কীর্ত্তিদা=বৃষভানুর মহিষী, তিনিই আমার মায়ের ভগিনী

কি গো! বৌর কি বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে লোপ হ'য়েছে? কুটুম্ব মাথার মণি, শিরোধার্য্য, সেই কুটুম্বের মেয়ের এত অনাদর! কি লজ্জার কথা! এ কলঙ্ক যে ম'লেও যাবে না। বাছা! তুমি মনে কোন দুঃখ ক'র না, এস আমার সঙ্গে এস।

এখনি তোমারে নিয়ে, বৌর কাছে যাব,
সকল বিবাদ গিয়ে, সমাধা করিব।
করা'ব তোমার সঙ্গে, বৌর আলিঙ্গন;
রজনীতে এক সঙ্গে, করা'ব শয়ন।

কলাবতী। ওগো! তিনি আমার মাসীর মেয়ে, মামার বাড়ীতে দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে খেলা ক'র্‌তেম, এমন কি, কেউ কারুকে এক দণ্ড না দে'খ্‌লে থা'ক্‌তে পা'র্‌তেম না। আজ যে, তিনি কেন এমন ক'র্‌লেন, তা বল্‌তে পারিনে। আমি যে তাঁর উপর রাগ ক'রেছি, তা নয়, তবে, মনে বড় দুঃখ বোধ হ'য়েছে।

জটিলা। মা গো! তাতে আর দুঃখ কি, এস আমার সঙ্গে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাধিকার কুঞ্জ।

রাধিকা ও সখীগণ।

(জটিলা ও কলাবতীর প্রবেশ)

জটিলা। (ললিতার প্রতি) বলি, হ্যাঁগো! এ সব কি শুনতে

পাই ? ছি ছি! লোকে শুনলে ব'লবে কি! এ যে হাসতে হাস্‌তে কপাল ব্যথা!

শুনগো ললিতে! মোর বৌয়ের স্বভাব,
দেখি নাই শুনি নাই, ছি ছি! একি ভাব।
এই কলাবতী, তার সম্বন্ধে ভগিনী,
গোপনে আহ্লাদে এল, দেখিতে আপনি,
বহুদিন পরে দেখা, বাড়িবে আহ্লাদ,
তা না, একি, সাধে সাধে ঘটা'লে বিষাদ।

কুন্দলতা। (স্বগত) যা হ'ক্, দেবর আমার খুব খেলা খেলেছে কিন্তু; (প্রকাশ্যে) রাধিকার এ কাজটী ভালই হয় নি।

জটিলা। যা হ'বার, তা হ'য়েছে, এখন, (রাধিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)—

আমার শপথ, বাছা আলিঙ্গন কর।
কলাবতী সঙ্গে বাছা উঠগো সত্বর।
নির্জ্জনে দুজনে কর সুখ-আলাপন,
একত্র ভোজন আর একত্র শয়ন।

[রাগিণী বাগেশ্রী, তাল ঠুংরী]

তোমার কি ক্ষমা বৈ সাজে, ভাল নয় হেন মান।
রূপে গুণে প্রশংসিতা, কে আছে তোমার সমান॥
তুমি বাছা রাজার ঝি, তোমায় আর শিখা'ব কি,
কিসে যশ অপযশ, তা'ত সকলই জান॥
সম্বন্ধে তব ভগিনী, হয় এই সুভগিনী,
তা'তে এসেছে আপনি, ক'রতে হয় কি অপমান ?

বলি মা তোর ধ'রে কর, হেসে আলিঙ্গন কর,
দিনেক দুদিন রেখে কর কলাবতীকে সম্মান ॥

রাধিকা। (স্বগত) প্রাণনাথ! ভাল চতুরালী ক'রেছ। (প্রকাশ্যে অধোমুখে) আর্য্যে! আপনি ঘরে যান, কার সাধ্য, আপনার কথা লঙ্ঘন করে!

জটিলা। বাছা! তবে আমি চ'ল্‌লেম, দে'খ মা, আর যেন কিছু শুন্‌তে না হয়। (প্রস্থান)

সখীগণ। প্রাণনাথ! তোমার মনস্কামনা ত সিদ্ধ হ'ল! এখন, আমাদের সাধ পূর্ণ কর।

*[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

মোদের অনেক দিনের সাধ পূরা'তে হ'বে হে শ্যামরায়।
—(যদি আপনা হ'তে সাধের সোপান হ'য়েছে হে)—
শ্রীরাধাকে নাগর করি, তোমায় সাজা'য়ে নাগরী,
একবার বসা'ব কিশোরীর বামে, দে'খ্‌ব কেমন দেখা যায়।
এখন তুমি ত সেজেছ নারী,
—(তোমায় আর সাজা'তে হ'বে না হে)—
কেবল রাইকে সাজাই বংশীধারী
দে'খ্‌ব কেমন শোভা পায়।
রাইয়ের হাতে বিনোদ বাঁশী, মাথায় মোহন চূড়া,
দে'খ্‌ব তা'তেই কি বা শোভা হয়,
শু'ন্‌ব মুরলী বা কা'র গুণ গায় ॥
—(রাধার করে থেকে, সে শ্যাম বলে কি রাধা বলে)—।[১]

১। রাধার হাতে যখন বংশী বাজবে, সে শ্যামের নাম ধরে বাজবে কি রাধার নাম ধ'রে বাজবে, তা দেখে নিব।

বিচিত্র মিলন

[নাগর সাজিয়ে, দাঁড়া'ল নাগরী

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে।

হরি প্রেমাবেশে, রমণীর বেশে,

দাঁড়া'লেন তাঁর বামে ॥

চৌদিকে সঙ্গিনী, রঙ্গিনী রঙ্গেতে,

কেহ নাচে কেহ গায়।

জয় যূথেশ্বরী, শ্রীরাধা সুন্দরী,

জয় জয় শ্যামরায় ॥]

[রাগিণী মুলতান, তাল কাওয়ালী]

সখীগণ। ধন্য ধন্য ধন্য তোমার মহিমা অপার ;

তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তব প্রেম অসাধার।

আমরা অবলা নারী, চাতুরী বুঝিতে নারি,

নারীবেশে হ'লে নারীর মান-সিন্ধু পার।

যারা অতি প্রতিপক্ষ, তারাই হ'য়ে স্বপক্ষ,

শপথিয়ে লক্ষ লক্ষ,[১] মিলা'লে ক'রে সৎকার।

কি চিত্র বিচিত্র-বিলাস, সদা দেখিতে অভিলাষ,

করিয়ে করুণা, কর বাঞ্ছা-পারাবার পার।

সমাপ্ত

১। যারা শত্রু তারাই লক্ষ লক্ষ শপথ দিয়ে মিলন ঘটিয়ে গেল

স্বপ্নবিলাস।

গৌরচন্দ্র।

[রাগিণী বেহাগ, তাল ধ্রুপদ]

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব।[১]
মকরন্দ-গন্ধ-লুব্ধ-বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য ॥[২]
মরি একি ভঙ্গী হেরি, ব্রজের সে ত্রিভঙ্গী হরি,
কিশোরীর ভাব অঙ্গীকরি, অবতরি বিতরিতে প্রেমানন্দ।

(তাল গোরারি)

কখন শ্রীরাধার ভাবে, আপনাকে রাধা ভাবে,
[৩] স্বভাবের অভাবে ভাবে, কৃষ্ণাভাবে কৃষ্ণ ভাবে।

১। দ্বন্দ্ব=দুই, যুগল।

২। পদমধু গন্ধে লুব্ধ ভক্তগণের বন্দনীয়।

৩। স্বভাব=কৃষ্ণ-ভাব, তাহার অভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভাবের অভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন। নিজকে রাধা মনে করিয়া কৃষ্ণ ভুলিয়া যান যে তিনিই কৃষ্ণ, সুতরাং নিজকে (কৃষ্ণকে) খুঁজিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকেন।

(তাল ব্রহ্ম)

আপনি আপনে, নিরখি স্বপনে,
করে নানা বিলাপনে।[১]
ধরিয়ে স্বরূপে,[২] বলেন স্বরূপে,
যে রূপে নিশি যাপনে।

(ধ্রুপদ)

নিরানন্দ চিদানন্দ-কন্দ ॥[৩]

প্রস্তাবনা।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে যত ব্রজবাসী !
কৃষ্ণ আগমন চিন্তা করে দিবানিশি ॥
সর্ব্বদা করয়ে সবে কৃষ্ণানুশোচন।
আসিবার পূর্ব্বে হ'ল মঙ্গলসূচন ॥[৪]
নিশি-যোগে যশোমতি ব্রজ-নিশাকরে।
স্বপনে দেখিয়া কেঁদে বলেন ব্রজেশ্বরে ॥

১। নিজকেই নিজে স্বপ্নে দেখেন, এবং এই ভ্রমে নানারূপ বিলাপন করেন।

২। স্বরূপ দামোদরকে ধরিয়া স্বরূপে (নিশ্চিতরূপে) বলেন যে ভাবে নিশি যাপন করিয়াছেন।

৩। চিন্ময় আনন্দের মূলস্বরূপ যিনি তিনি নিরানন্দভাবে বিলাপ করিতেছেন।

৪। কৃষ্ণ আসিবার পূর্ব্বে নানারূপ মঙ্গল লক্ষণ দেখা গেল।

শ্রীনন্দালয়।

নন্দ ও যশোদা।

যশোদা। (সরোদনে)

[রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা]

শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল, কোথা লুকালে।
যেন, সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
"জননী, দে ননী দে ননী" ব'লে ॥
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন[১] কতই মধুর স্বর
[২] সঞ্চারিয়ে ডাকে "মা" ব'লে।
যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,
বল্লেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর্ সর্ বলি ফেলিলেম ঠেলে ॥
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম-চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুনঃ চাঁদ কাঁদে চাঁদ ব'লে।

১। বাছার—পাঠান্তর।

২। চাঁদ মুখে কতই মধুর স্বর সঞ্চারিয়া (আনয়ন করিয়া)।

—(গোপাল আমার পাগল ছেলে হে)—

যে চাঁদ নিছনি[1] কোটী কোটী চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি 'চাঁদ' 'চাঁদ'
বল্লেম, চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণতলে ॥

[রাগিণী বেহাগ, তাল তেতালা ঠেকা]

নন্দ। হায় রে প্রিয়ে, কি শুনালে মরি স্ব'লে।
যেন ঘৃতাহুতি দিলে, প্রবল বিরহানলে ॥
স্বপনে দেখেছ যে সব, এখন কি আছে সে সব,
সে সব ভুলেছে কেশব, এ দুঃখ আর কত স'ব,
তার আসা আশাবলে ॥
মিছে কর গোপাল গোপাল,
গোপাল কি আছে সে গোপাল,
হ'য়েছে গোপালের গোপাল, গোপাল মণ্ডলে।
আমাদের যে ভাঙ্গা কপাল,
তাই হারা'লেম প্রাণের গোপাল,
প্রাণ যাবে ভেবে সে গোপাল,
বসুদেবের ভালই কপাল,
অনায়াসে গোপাল পেলে।

যশোদা। ব্রজনাথ! একে আমি প্রাপ্ত নীলরতন হারা হ'য়ে

১। কোটী কোটী চাঁদ যাহাকে পাইলে নিছিয়া ফেলিয়া দেই।

উন্মাদিনী হ'য়েছি, তুমি আবার কঠিন নিরাশ্বাস বাক্যে কেন প্রাণে আঘাত ক'র্‌ছ! আমি একবার দ্বারদেশে গিয়ে, আমার গোপালকে ডেকে দেখি।

(ক্ষীরসরনবনীপাত্র হস্তে বহির্দ্বারে গমন)

(সুরে) বাপ গোপাল আমার এখানে কি আছ রে?
দুঃখিনীর ধন গোপাল আমার,
এখানে কি আছ রে?
বাপধন আমার এখানে কি আছ রে?

(দূরে সুবল ও শ্রীদামের প্রবেশ)

সুবল। ভাই শ্রীদাম! ব্রজে গোপাল গোপাল ব'লে কে ডাক্‌ছে ভাই! তবে কি প্রাণের কানাই ব্রজে এসেছে ভাই?

শ্রীদাম। না ভাই, সুবল, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না; তা হ'লে বৃন্দাবনের এত দুর্দ্দশা কেন ভাই? আচ্ছা ভাই সুবল, কানাই আমাদের কি দোষে ছেড়ে গেল ভাই?

[রাগিণী বসন্ত, তাল তেতালা]

তাই ভেবে কি ভাইরে সুবল,
ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই।
আমরা সামান্য ভেবে, কখন মান্য করি নাই।

স্বপ্নবিলাস।

খেলার বেলা করি দ্বন্দ্ব, কতই যে ঝলেছি মন্দ,
সে মন্দ কি ভেবে মন্দ, ত্যজিলে ব্রজের সম্বন্ধ!
কত মেরেছি ধরেছি, কাঁদে ক'রেছি চ'ড়েছি,
আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি,
তোতোকার[১] ক'রেছি সবাই॥

[রাগিণী বসন্ত, তাল তেতালা]

ভাই রে সুবল! বলরে সুবল, উপায় কি করি বল।
কেবল রিপুবল হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে
দুর্ব্বলের আর কি আছে বল॥
পুনঃ কি কালিয়দহে, বিষজলে প্রাণ দহে,
কিম্বা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দিনেক দুদিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন,
তবে আর কেন দিন দিন,
দিন গ'ণে দিন কাটাই বিফল।

সুবল। ভাই শ্রীদাম! গোপাল গোপাল শব্দ শুনে, প্রাণ বড় অধৈর্য্য হ'য়েছে, চল, ভাই, একটু এগিয়ে দেখি।

১। তুই তোকার।

(উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রাজদ্বারে
যশোদাকে দর্শন করতঃ)

শ্রীদাম। ভাই সুবল! ঐ দেখ্ রাজদ্বারে একজন কাঙ্গালিনী ব'সে আছে; আহা! চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। একবার জিজ্ঞেস কর্ না, ভাই, ও কি আশাতে ব'সে আছে।

সুবল। (যশোদার প্রতি)

[রাগিণী ললিত তাল, খয়রা]

ও কে ব'সে গো রাজদ্বারে।
এসে কাঙ্গালিনী বেশে, কোথা হ'তে এ বেশেতে,
কি আশাতে, তোমার কেউ বুঝি নাই ত্রিসংসারে॥
যে আশায় সবে আস্তে আশা ক'রে,
আর কি সে ধন আছে ব্রজরাজপুরে,
সে কথা কহিতে হৃদয় বিদরে, তাকি জান না;—
ব্রজের আছে কি সে ভাব, দেখনা কি ভাব,
ওগো, এক বিনে অভাব গোকুল নগরে॥
কৃষ্ণানন্দে মহানন্দে ছিলেন নন্দ,
নাই সে আনন্দ, হারায়ে গোবিন্দ,
আছে শবাকার সব গোপবৃন্দ, ঐ দেখ গো;—
এখন করিছে রোদন নিস্পন্দ নয়ন,
ভাসে নন্দ নিরানন্দ নীরে॥

[রাগিণী আলাইয়া, তাল খয়রা]

যশোদা। ওরে সুবল রে ! এ দুঃখিনী নয় কাঙ্গালিনী।

এখন আমায় চিন্‌বিনে বাপ্‌,

তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী ॥

সবে মাত্র ধন*, ছিল কৃষ্ণধন,

হারায়ে সে ধন, হ'লেম কাঙ্গালিনী ;

আর কি আছে বল, জানিস্‌নে সুবল,

কোথা গেলে পাব বল্ ;—

এ জীবনের বল, কেবল নীলকান্তমণি ॥

নিশিতে স্বপনে, দেখ্‌লেম নীলরতনে,

"ননী দে মা" বলি করিছে রোদন ;

হ'ল প্রভাত রজনী, কই সে নীলমণি,

—(আশা ক'রে ব'সে আছি দ্বারে)—

এই দেখ্‌ নিয়ে করে ক্ষীর সর ননী ॥

সুবল। মাগো ব্রজেশ্বরি ! তোমার নীলমণিকে কিছু দিন ভুলে থাক মা !

যশোদা। (সুরে) ওরে সুবলরে ! ও কি বলিস্ বাছা,

সে বাছা কি ভুল্‌বার বাছা, বাছা আমার জগৎবাছা, [১]

তা বিনে যে প্রাণে বাঁচা, সে বাঁচা কি বাঁচার বাঁচা ? [২]

১। জগৎ বাছিয়া যাহাকে পাইয়াছি।

২। সে কি বাঁচার মত হইয়া বাঁচা ? সে বাঁচিয়া থাকার মত বাঁচিয়া থাকা নহে।

বলি বলি তবে যে বাঁচা, কেবল মরণ হয় না ব'লেই বাঁচা।
এখন না দেখিলে বাছা, আর যে বাঁচা যায় না বাছা,
বাছারে দেখায়ে বাছা, আমায় বাঁচারে বাঁচারে, বাঁচা।

সুবল। মা যশোদে! তুমি ধৈর্য্য ধর মা;—তোমার গোপাল আবার ব্রজে আস্‌বে।

(রাখালগণের প্রস্থান)

শ্রীরাধাসদন।

শ্রীরাধিকা বিষণ্নবদনে উপবিষ্ট।

(ললিতাদি সখীগণের প্রবেশ)

[রাগিণী বিভাস, তাল খয়রা]

রাধিকা। আহা মরি, সহচরি, হায় কি করি,
এ কিশোরীর, কেন সুশর্ব্বরী প্রভাত হ'ল।
ছিলেম নিদ্রাবেশে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে,
বঁধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল॥
হাঁসি হাঁসি আসি বসিয়ে শিয়রে,
'উঠ হে প্রেয়সি' বলে, উচ্চৈঃস্বরে,
বঁধু যুগল করে, ধরি মম করে,
যেন, সুধাকরে সুধা বরিষণ করে;

নিদ্রা কেন হ'ল ভঙ্গ, করি আমার সুখভঙ্গ,
ভঙ্গ হ'ল সখা সঙ্গ, দহে অঙ্গ,
সে ত্রিভঙ্গ কোথায় গেল ॥
নিদ্রায় প্রাণ হরি, মোরে পরিহরি,
কোথা গেল হরি যায় প্রাণ হরি,
হরি, হরি, হরি, বিনে প্রাণহরি,
মরি মরি মরি, উপায় কি করি ;
কান্তশূন্য গেহপ্রান্ত, হেরি দহে দেহপ্রান্ত,
শান্ত নাহি রহে স্বান্ত, ভ্রান্ত কৃতান্ত,
কি আমায় ভুলে রইল ॥

[রাগিণী বিভাষ, তাল একতালা]

ললিতা। অয়ি রাধে ! মুঞ্চতদনুচিন্তনমনুদিনং । [১]
অলমতীতয়া চিন্তয়া তয়া কুরুষে তনুক্ষীণং । [২]
চিন্তা গরীয়সী চিতাচিন্তয়োঃ [৩]
ন গুণং কলয়সি কিং তয়োঃ
চিন্তা দহতি সজীবনমপি চিতা জীবনহীনং ॥

১। সারাদিন চিন্তা ত্যাগ কর।
২। অতিশয় চিন্তা দ্বারা কেবল তনু ক্ষয় করিতেছ।
৩। চিতা ও চিন্তা এতদুভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী।
"চিতা-চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী" কারণ চিতা নির্জীবকে ও চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করে।

স বহুবল্লভঃ সহজদুর্ল্লভঃ,
ন কেবলং সখি তবৈব বল্লভঃ,[১]
ন যোগী সংযোগী, ন গৃহানুরাগী,
ন গোপী বল্লভঃ স গোপী বল্লভঃ।
যদা তব ভাগ্যে বলবতি সতি,[২]
সোঽপি স্বয়মেষ্যতি সতি,
রোদনমুপসংহর পরিহর বিষাদমহীনং ॥

(সুরে) ওগো শোন বিনোদিনি রাই!
নির্জ্জনে বসিয়ে সদাই, নিঠুর বঁধুর গুণ গাহ,
তা বিনে আর উপায় নাই ॥

রাধিকা। সখি! এমন শুনেছিস্ কোথায়!
কৃষ্ণ বিনে কি প্রাণ জুড়ায় কৃষ্ণকথায়?[৩]
এখন এ ব্যথায়, বুঝি আমার প্রাণ যায়।

(রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা)

শোন ও গো সহচরি, উপায় বল কি করি,
মরি মরি বিনে কালাচাঁদ গো।
—(প্রাণ আর বাঁচে না গো)—

১। সে কেবল তোমারই বল্লভ নহে।
২। যখন তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে, তখন সে আপনিই আসিবে।
৩। কৃষ্ণ ছাড়া শুধু কৃষ্ণকথায় কি প্রাণ জুড়ায়?

আসিবার আশা দিয়ে, দ্বারকায় রহিল গিয়ে,
কারো মুখে না পাই সম্বাদ গো ॥ [১]
—(কেউ কি যায় না এসে না—দ্বারকা কি এতই দূর)—
প্রাণনাথের উদ্দেশে, কারে পাঠাব সেই দেশে,
এমন সুহৃদ্ কেবা আছে।
—(এই ব্রজের মাঝে গো)—
মম মরম বেদন, করে যেয়ে নিবেদন,
বুঝিয়ে বেদন বঁধুর কাছে ॥
—(এমন কেবা আছে গো—রাধার মরম জানে)—
একবার গিয়ে জেনে আসে, প্রাণনাথ আসে না আসে,
আসার আশে কতকাল কাটাব।
যদি নাহি আসে হরি, অনলে প্রবেশ করি,
বঁধু লাগি পরাণ ত্যজিব ॥
ওগো প্রাণসখি, তোরা আর দেখিস্ বা কি,
আমার কৃষ্ণবিচ্ছেদ হ'য়ে বলবান, বিনা সে কৃষ্ণ,
কখন জানি বিনাশে প্রাণ ;—সখি তাকি বলা যায় ;—
তোরা আয় গো আয়,—এই সময় আমার নিকটে
আয়—চেতন থাকিতে তোদের কাছে হই বিদায় ॥

১। "আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরায় রহল গিয়া, কারু মুখে না পাই সম্বাদ।"—গোবিন্দদাস।

[রাগিণী ললিত, তাল একতালা]

প্রাণ সই, প্রাণ সই, প্রাণ সই গো, সই,
যতন করি আর কত সই ? [১]—সইতে নারি সই।
প্রাণের মাধব কই, প্রাণের বান্ধব কই,
ব্রজে এলো কই, দেখা হ'ল কই ?
মনোদুঃখ, আর কারে কই ? কই [২] কই সে কই ?
এখন বাঁচি বাঁচি বাঁচি, না বাঁচি না বাঁচি,
না বাঁচিলে বাঁচি সই, [৩]
আমার প্রাণ এ বিরহে, রহে বা না রহে,
আয় তোদের কাছে বিদায় হ'য়ে রই ॥

(খয়রা)

বঁধুর সরস-পরশ-লালসে, [৪]
যখন যাইতাম নিভৃত নিকুঞ্জ নিবাসে,
তখন চরণে বেড়িত, বিষধর কত,
হইত নূপুর জ্ঞান গো ;— [৫]

১। চেষ্টা করিয়া আর কত সহ্য করিব ?

২। কই=কোথায় ?

৩। না বাঁচিলেই বাঁচি (রক্ষা পাই)।

৪। "শীতল তছু অঙ্গ মরি পরশ রস লালসে" ।—বিদ্যাপতি।

৫। "চলিতে চরণে কত বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর জ্ঞানে চাইতাম নাক চরণ পানে ।"—রাই উন্মাদিনী।

এখন বিনে সে ত্রিভঙ্গ—শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ,
ভূষণ ভুজঙ্গমান গো ॥ [১]
—(সে দুঃখ জানি নাই—বঁধুর সুখে)—
সদা ভাস্‌তেম সুখে নিশি দিন,
গেছে সেই এক দিন, আর এই এক দিন গো
—(অভাগিনী রাধার)—

(একতালা)

বল আর কার সুখে, অলঙ্কার
করি অঙ্গীকার অঙ্গে সই ;— [২]
সখি তোমা সবাকার আগে, বলি সার,
এখন কেন আর বৃথা ভার বই। [৩]

(তাল খয়রা)

এক দিন কুঞ্জে মিলনে দোঁহার,
গলে ছিল আমার নীলমণি হার,
বিচ্ছেদ ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার,
অমি তু'লে নিলেম বক্ষে শ্যামচন্দ্রহার।

১। পূর্ব্বে বিষধরকে নূপুর মনে করিতাম, এখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শচ্যুতা হইয়া আমি নিজের অঙ্গাভরণকে ভুজঙ্গ মনে করিতেছি। মান=সমান।

২। আর কার সুখের জন্য অঙ্গে অলঙ্কার স্বীকার (অঙ্গীকার) করিব ?

৩। বৃথা আর বহন করিব ?

এখন বিনে হরিহার, কেন পরি হার? [১]
সহচরি, হার কর পরিহার, [২]
ত্যজে সে বিহার, মিছে সেবি হার,
যেন হ'ল ফণিহার। [৩]

(রূপক)

যে অন্তরে প'রেছে শ্যাম-প্রেমের হার,
তার কি কাজ আর মণিমুক্তা হেমের হার,
তবে যে এ হার, ক'রতেম ব্যবহার,
তখন এই হার ছিল বঁধুর সুখের উপহার। [৪]

(একতালা)

এখন পরিণামের হার, [৫] হরিনামের হার,
ত্বরা পরা তোরা অঙ্গে সই ;
আমি পরিয়ে যে হার, মরিয়ে তাহার,
চরণ যুগলে পুনঃ দাসী হই ॥২॥

১। কেন আর গলায় হার পরি !

২। সখী, এ হার ফেলে দাও।

৩। তাঁহার সহিত বিহার অর্থাৎ খেলা ছাড়িয়া এই হার মিছে সেবা করি (সেবি)—ইহা যেন কুণ্ডলীকৃত ভুজঙ্গের (ফণিহার) ন্যায় হইল।

৪। তাঁহার প্রীতির উৎপাদক উপহার-বিশেষ ছিল, এই জন্য এই হার ব্যবহার কর্‌তেম।

৫। জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে যে হার পরা উচিত, সেই হরিনাম মালা আমার পরিয়ে দে।

আমার প্রাণ যাবার সময় হ'ল,
এছার ভূষণে আর কি কাজ বল।
আমার আভরণ সবে বেঁটে নে গো,
আমার প্রতি অঙ্গে,
তোরা কৃষ্ণ নাম ত্বরা লিখে দে গো।
ছি ছি অঙ্গের ভূষণ ছার রূপা সোনা,
সখি, সঙ্গের ভূষণ [১] কৃষ্ণ উপাসনা।
ললিতে! নে গো অঙ্গুরী মোর,
বিশাখে! নে গো বেসর।
চিত্রে! নে বিচিত্র হার,
চম্পকলতিকে! নূপুর।
রঙ্গদেবি! নে গো অঙ্গদবর,
সুদেবি! শীর্ষফুল [২] ধর,
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধর। [৩]

(রূপক)

দেখ' রৈল মোর প্রাণের স্বরূপ শুক শারী,
রেখ' যতনে রতন-পিঞ্জরে সারি,

১। সঙ্গের ভূষণ, আমার যে ভূষণ সঙ্গে যাবে, তাহা হচ্ছে হরিনাম সাধনা।

২। শীর্ষফুল=মাথার ফুল।

৩। "ললিতা লেহ কঙ্কণ, বিশাখা লেহ অঙ্গুরী, চিত্রা বিচিত্র চুড়ীতে। শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে।"

কুরঙ্গ কুরঙ্গিনী, এরা শ্যামরঙ্গের রঙ্গিনী,
রেখ' সঙ্গের সঙ্গিনী করি সহচরি।

(একতালা)

যতনে যত না যাতনা দিয়েছি,
রেখ না রেখ না মনে সই ;
জানিস্ তোদের প্রেমে বাঁধা, রইল এই রাধা,
তোরা আমার, আমি তোদের বই নই ॥ ॥৩

[রাগিণী ঝংলাট]

ললিতা। কি কহিলি বিধুমুখি, তবে কি হ'বি বিমুখি !
কৃষ্ণশোকি, নিজ সখীজনে ?
—(এ তোর উচিত নয়, উচিত নয়, সহচরি)
শোন গো রাজকুমারি, আমরা দাসী তোমারি,
মরিবি কি সবে মারি প্রাণে !
—(বড় বুকে যে বাজিল—তোর কথা শুনে)—
তোর নিঠুরবচন-বাজে [১] সবারি মরমে বাজে[২]
এ না বাজে কর সম্বরণে, [৩]

১। বাজে = বজ্রে।
২। বাজিয়া গেল।
৩। এ এই বজ্রকে সম্বরণ কর।

—(আর বলিস্‌নে বলিস্‌নে—নিঠুর বাণী)—

ধনি, তব যুগল চরণ, আমা সবার আভরণ,

তা বিনে আর কি কাজ আভরণে।

—(মোদের কাজ নাই আভরণে—যুগল চরণ বিনে)—

হায়, যূথেশ্বরি কি দায়, দাসী স্থানে চাহ বিদায়,

বিদায় দিবার ধন কি তুমি ধনি। [১]

—(মোদের কি ধন আর আছে রাই,—তুই ধন বিনে)—

আয় তোরে হৃদয়ে রাখি, বঁধুর পথ চেয়ে থাকি,

তুই থাকিলে পাব গুণমণি।

—(তুই মরিস্‌নে মরিস্‌নে—বিধুমুখি)—

দেখি দিন দুই চারি, যদি না পাই বংশীধারী,

তবে সবে ধরি সবার গলে,

——(মোরা এই করিব রাই)——

হা নাথ! হা নাথ! ব'লে, আমরা সকলে মিলে,

ঝাঁপ দিব শ্যামকুণ্ডজলে।

—(বিধুমুখি! একা তুই কেন মর্‌বি গো)—

বিশাখা। (সুরে) ওগো শ্রীরাধিকে! তুই যে মোদের প্রাণা-ধিকে, বঁধুর সর্ব্বার্থসাধিকে, [২] তাই বলি রাই বিনয় করি, চরণ ধরি, কিছু দিন দেখ্‌ ধৈর্য্য ধরি।

১। তুই কি আমাদের তেমন ধন, যে আমরা বিদায় দিতে পারি?

২। সর্ব্বার্থ=ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

[রাগিণী বিভাস, তাল খয়রা]

ওগো রাধে বিধুমুখি ! মরিস্‌নে।
দিয়ে শ্রীচরণাশ্রয়, নিরাশ্রয় আর করিস্‌নে ॥
ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে,
প্রবোধি আপনি আপনা মনে,—
তুমি হ'য়োনা অধৈর্য্য, ধর ধর ধৈর্য্য,
সেরূপ দেখ্‌বি আবার—দেখ্‌বি—
সে রূপ-মাধুর্য্য বৃন্দাবনে ॥
ধৈর্য্য হয় নারীর সর্ব্বগুণমূল,
ধৈর্য্য হ'লে নারীর থাকে জাতি কূল,
ধৈর্য্য এই বিপদের সম্পদ অনুকূল, [১]
ধৈর্য্য প্রতিকূল আর ভাবিস্‌নে। [২]
ধৈর্য্যময়ী হ'য়ে ত্যজিলে ধৈর্য্য,
কি হেরিয়ে মোরা ধরি গো ধৈর্য্য,
মোরা তব ধৈর্য্যে ধৈর্য্য, অধৈর্য্যে অধৈর্য্য,
অধৈর্য্য হইয়ে এ সবে মারিস্‌নে ॥

সখীগণ। (সুরে) ওগো রাধে চন্দ্রাননে !
শান্ত হও গো সুবদনে,
প্রবোধিয়ে নিজ মনে।

১। এই বিপদের অনুকূল,—এই বিপদে ত্রাণ পাইবার উপায় স্বরূপ ধৈর্য্যই একমাত্র সম্পদ।

২। প্রতিকূল (ধৈর্য্যের বিরুদ্ধ) চিন্তা আর করিস্ না।

মোদের হেন লয় গো মনে।
এই বৃন্দাবনে আবার হবে বঁধুর আগমনে।
স্থবদনে! হেন লয় গো মনে,
ঘরে ব'সে পাব বংশীবদনে।

[রাগিণী জংলাট]

রাধিকা। সখি, প্রবল হ'য়ে দাবানলে, যখন কানন জ্বলে,
হিম জলে নিবা'তে কি পারে ?
—(তাই স্থধাই গো সজনি)—
যার ত্রিদোষক্ষেত্র [১] বিকারে, কণ্ঠা কৈল অধিকারে,
মুষ্টিযোগে রক্ষা করে কারে ?
—(এমন কোথা বা দেখেছিস্—প্রাণ যাবার কালে)—
যখন উঠে সিন্ধু উথলিয়ে, বালির আলি [২] বাঁধিয়ে
সে বেগ কি পারে গো রাখিতে !
যখন বজ্র পড়ে শিরোপরে, তখন যদি ছত্র ধরে,
সে বজ্র কি পারে নিবারিতে ?
আমর বিচ্ছেদ-ব্যাধি বলবানে, ওষ্ঠাগত কৈল প্রাণে,
আর কি মানে আশ্বাস-বচন ?
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো)—

১। কফ, পিত্ত, শ্লেষ্মাজনিত বিকার।
২। আলি=আইল, জলপ্লাবনে ক্ষেত্র রক্ষার জন্য বাঁধ বিশেষ

যেমন সন্নিপাততৃষ্ণাতুরে, চাহে বারি তৃষ্ণা পূরে,
আশা দিলে না রহে বারণ। [১]
—(বারি দিব এই ব'লে গো)—

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল তেতালা ঠেকা]

ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি সহচরীগণ,
শোন্ গো আমার বচন শোন্।
বিনে প্রাণের কানাই, আমার প্রাণে কাজ নাই,
সখি ! যাই গো যাই, জন্মের মত যাই,
যা ব'লে যাই, তাই করিস্, করি স্মরণ ॥
দেহ দাহন ক'রনা দহনদাহে,
ভাসা'ওনা কেহ যমুনাপ্রবাহে,
—(আমার শ্যামবিরহে পোড়া তনু—শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের দেহ)—
সব সহচরী, বাহু দুটী ধরি,
বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি,
আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর, পরশে শরীর,
জুড়াইব সেই কালে ॥

১। সেই সান্নিপাতের তৃষাকে শুধু আশা দিয়ে বারণ রাখা যায় না।

বঁধু আসিয়ে সই, যদি সুধায় রাই কই,
তোরা দেখাস্ ঐ তোমার রাধা বাঁধা তমালে ঐ,
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহমরণ ॥ ১
মরি আর এক দুঃখ দেখি, মরমে জাগিল সখি,
—(বড় দুঃখের কথা স্মরণ যে হ'ল গো —

১। প্রেমের সহ মরণ—প্রেমের জন্য জীবন-ত্যাগ। এই গানটির ভাব বহু পদকর্ত্তা লিখিয়া গিয়াছেন। সচরাচর প্রচলিত যে গানটি বিদ্যাপতি-নামে আরোপ হইয়া থাকে এবং যাহা কবি-বল্লভ নামক অপর এক কবিকৃত, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

"না পোড়াও রাধা অঙ্গ, না ভাসা'ও জলে।
মরিলে বাঁধিয়া রেখ তমালের ডালে॥
সেইতো তমালতরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়।
অবিরত দেহ যেন তাহে মোর রয়।
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসেন বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে।"

এই ভাবটি খাঁটি বাঙ্গালীর ভাব, অনেক স্থলে পাড়াগাঁয়ে মাঝিরাও ভাটিয়াল সুরে এই ভাব সম্বলিত গান গাহিয়া থাকে, আমি সুদূর ত্রিপুরা জেলার কৃষকদের মুখে শুনিয়াছি, "আমি মলে এই করিও, না পুড়িও না ভাসাইও।" প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে প্রাচীন কবি নরহরি সরকার লিখিয়াছিলেন—"করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিও তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া।" ইত্যাদি। যদুনন্দন দাস—"উত্তরকালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিও বাঁধিয়া। কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশা।" রাধা-

—(প্রাণবঁধুর কথা মনে যে প'ল গো)—

মৃত তনু দেখিলে নয়নে ;

—(আমার প্রাণবল্লভ গো)—

পাছে সতীপতি শিবের মত, হ'য়ে বঁধু উনমত,

বহিয়ে বা ফিরে বনে বনে।

—(মনে তাই যে ভাবি গো)—

যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে,

সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ?[১]

যখন দেখিবে সে আকিঞ্চন,[২] বুঝায়ে ক'র বঞ্চন,[৩]

হেন যেন না হয় ঘটন ;

—(সবে এই করিস্ গো—ও গোপিকে সবে)—

এই করিস্ সবে, দেখাস্ গো সবে,

মোহন ঠাকুর—"এ সখি করতহু পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার। কবহুঁ শ্যামতনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।"

১। প্রাচীন কবিদের ভাব লইয়া কৃষ্ণকমল গানটি সাজিয়েছেন সত্য কিন্তু তিনি নিজে তাঁহারি নিজস্ব দুইএকখানি আভরণ দিতে ভুলেন নাই। গানের শেষাংশ সেই আভরণ—এখানে রাধার আশঙ্কাটি কবিত্বের শেখর রাজ্যের।

২। আকিঞ্চন=সেইরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা।

৩। বঞ্চন বারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বোধ হয় কবি যমজ অলঙ্কারের খাতিরে 'বারণ' না লিখিয়া 'বঞ্চন' লিখিয়াছেন।

আগে প্রবোধিয়ে কেশবে,
নৈলে কে সবে, কেশবের শবের বহন ॥[১]
(সুরে) ও গো সখীগণ! করি এই নিবেদন,—
এক মনের বেদন, আমার বড় আদরের ধন,
সে বংশীবদন।
এলে প্রাণের সখা, তোরা হোয়ে শোকে সকাতরা,
সে শ্যামসুন্দরে, পাছে অনাদরে,
করিস্ অযতন, থাকিস্ চেতন ॥

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

আমি নই প্রেমযোগ্য, ক'রেছিলাম প্রেমযজ্ঞ,
যোগ্যাযোগ্য বিচার না ক'রে।
অযোগ্য হেরিয়ে যজ্ঞ, উপেক্ষিয়ে মম যজ্ঞ,
ধনুর্যজ্ঞে গেল যজ্ঞেশ্বরে ॥[২]
—(দুঃখ আর কারে বা ব'ল্‌ব গো)—
পূরালেন সাপক্ষ যজ্ঞ, আমার হ'ল দক্ষযজ্ঞ,
মুখ্য-যজ্ঞ দেখি জীবনেতে।

১। না হইলে কেশবকে মৃতদেহের বোঝা বহিতে দেখিলে কে তাহা সহ্য করিবে?

২। যজ্ঞেশ্বর—কৃষ্ণ কংসের নিমন্ত্রণে তাঁহার ধনুর্যজ্ঞে গিয়াছেন।

বঁধু বিধি অদক্ষিণ, হতযজ্ঞমদক্ষিণ,

সদক্ষিণ পঞ্চাগ্নি হোমেতে ॥[১]

—(প্রাণ জ্ব'লে যে যায় গো,—দিবা নিশি পঞ্চাগুণে)[২]

দুর্জ্জনগর্জ্জনানল, গুরুর গঞ্জনানল,

পঞ্চশরের পঞ্চশরানল।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদানল, তোমা সবার খেদানল,

হইল প্রবল পঞ্চানল ॥

—(প্রাণ দিতে যে হ'ল গো)—

পঞ্চানলে পঞ্চ প্রাণ, পূর্ণাহুতি করি দান,

ফলদান বিনে ব্রত সাঙ্গ!

সাঙ্গ করি পঞ্চতপা, জপান্ত হবে অজপা,

অনায়াসে ত্যজিব নিজাঙ্গ ॥[৩]

—(তোরা কাঁদিস্‌নে কাঁদিস্‌নে—আমার লাগি)—

১। তিনি তাঁর অনুকূল যজ্ঞ (কংসের ধনুর্যজ্ঞ) পূর্ণ করিলেন কিন্তু আমার জীবনের যে মুখ্যযজ্ঞ তাহা দেখ্‌চি দক্ষযজ্ঞের মত অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

২। পঞ্চাগ্নি কি তাহা নিম্নে বিবৃত হইয়াছে। বঁধুরূপ যজ্ঞ-বিধাতা তাঁহাকে দক্ষিণা দিতে পারিলাম না, দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ নিষ্ফল হইল। পঞ্চাগ্নি হোমে আমি দক্ষিণা দিব, সেই পঞ্চাগ্নি হচ্ছে, কৃষ্ণবিরহানল, গুরুগঞ্জনানল, তোদের শোকানল, কামদেব পঞ্চশরানল, দুর্জ্জনের নিন্দাবাদানল। এই পঞ্চানল দ্বারা পঞ্চাহুতি প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ সাঙ্গ হইবে, যজ্ঞেশ্বরকে যে যজ্ঞ-ফল নিবেদন করা সেই ফলদানই শুধু বাকী রহিবে।,

৩। পঞ্চাগ্নিতে এই ভাবে তপ সাঙ্গ করিয়া অজপা (অর্থাৎ যে যোগী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করেন) তাহার জপ শেষ করিবে এই ভাবে

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

প্রাণ গেল হে প্রাণবল্লভ! আর যে দেখা হ'ল না;
—(আমি ম'লেম হে)—
বড় দুঃখ মরমে রহিল। [১]
একবার দেখ্‌বো ব'লে বড় আশা ছিল,
দারুণ বিরহ তায় বাদী হ'ল॥
একবার দাসীর প্রতি হ'য়ে সদয়,
আমার হৃদয় মাঝে হও হে উদয়॥
বঁধু আর কিছু নাহি চাই,
প্রাণ গেলে, তোমার শ্রীচরণে দিও ঠাঁই॥
—(আমার প্রাণবল্লভ হে)—

(শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা)

[রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল খয়রা]

সখীগণ। (শশব্যস্তে)
হায় হায় সখি, দেখ্ দেখ্ দেখি,
হা রাই! রাই! রাই! কি হ'ল কি হ'ল।

যজ্ঞ শেষ করিয়া স্বদেহ উৎসর্গ করিব। গোরক্ষে বিজয়ে এই অজপা শব্দ কয়েকবার পাওয়া যায়—যথা, অজপা কাহাকে বলি জপে কোন জন?"

১। নিত্য গোপাল গোস্বামীর সংস্করণে ইহার পরে মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত এই শ্লোকটি আছে, (মহাপ্রভু এই শ্লোকটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ইহা আবৃত্তি করিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন) "অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে! হা! মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে, মম হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িতঃ ভ্রাম্যতি, কিং করোম্যহং।"

ধর্ ধর্ ধর্, বিনে গিরিধর, [১]
হেমধরাধর [২] ধরায় প'ল প'ল।
নয়নের নীরে নিবারিয়ে নীরে,[৩]
চল্ সজনি রে, লয়ে সজনীরে।
কালিন্দীর নীরে, কর অন্তর্নীরে,
মরি মরি প্যারী, ম'ল ম'ল ম'ল ॥
ত্বরা করি তোরা সহচরীদলে,
শয্যা করি কমলকুসুমের দলে,
চন্দনের পঙ্কে [৫] ঢালিয়ে তদঙ্কে,
রাখ নিরাতঙ্কে, [৬] রাই সুকমলে।
সখী-পরিকর, ধরি প্যারীকর, [৭]
দেখ আছে কিনা রাই-সুধাকর,

১। গিরিধর=কৃষ্ণ।

২। হেমধরাধর=স্বর্ণময় পর্ব্বত।

৩। চোখের জল নিবারণ করিয়া নীরে অর্থাৎ যমুনার জলে চল্।

৪। কর অন্তর্নীরে—মৃত্যুকালে অর্দ্ধাঙ্গ জলে শোওয়াইয়া রাখার নাম অন্তর্নীর করা।

৫। চন্দন-পঙ্ক=বাটা চন্দন।

৬। নিরাতঙ্কে=নিরাপদে।

৭। হাত দেখিয়া (নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) বুঝ, রাই বেঁচে আছে

যায় হরিধনী,[১] কর হরিধ্বনি,
পরিহরি ধনী গেল গেল গেল ॥

(সুরে) ওগো ওগো রাধে ! একবার কথা কও গো বিধুমুখি !
বঁধুর বিয়োগে কি প্রাণ-বিয়োগী [২] হলি ?

[রাগিণী জংলাট, তাল রূপক]

ললিতা। হায় কি হ'ল কি হ'ল গো সহচরী !
উপায় কি আচরি, এখন ম'ল যে যূথেশ্বরী,
রাখ্‌ব প্রাণ আর কি স্মরি,
প্রাণ যায় প্রাণকিশোরীর বিরহে বল্ কি করি !
দেখনা সখি কিশোরীর, ছিল কি শরীর,
হ'ল কি শরীর,
রাইয়ের জীবনের আশা, হ'ল যে নিরাশা,
নাসায় না সরে নিশ্বাস-সমীর।
রাইয়ের সুবর্ণ জিনিয়ে বর্ণ,
—(তোরা দেখ্‌না এসে,—বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-বিষে)—
ধনীর সে বর্ণ হ'ল বিবর্ণ।
রাইয়ের অবশ ইন্দ্রিয় দশ,
—(আহা মরি গো মরি—দেখে প্রাণ ধরিতে নারি)—
ধনীর রসনাতে নাহি রস।

১। হরি দ্বারা ধনী যিনি তিনি চলিয়া যাইতেছেন।
২। প্রাণত্যাগিনী।

সখি রাই মোদের নয়নতারা, স্থির ক'ল্লে নয়ন তারা
মোদের করিল বিধি নয়ন কি তারা-হারা। [১]
রাই হেমধরাধরা, রয়েছে গো ধরাধরা
দেখে কি ধৈরয ধরা যায়, ময়ি গো মরি॥

[রাগিণী যোগিয়া, তাল লোফা]

বিশাখা। শ্রীরাধে, কি সাধে বিষাদে মজিলি,
কি খেদে, বিচ্ছেদে, আমাদে' ত্যজিলি।
কি রীতে, পিরীতে, ম'জে প্রাণ দিলি,
মরিতে, হরিতে কি প্রেম ক'রেছিলি! [২]
চিত্রা। ওগো ওগো রাধে, রাধে, ও কি অপরাধে,
তোর দাসীগণে উপেক্ষিলি রাধে,
রাধে আমাদের আর কে আছে,
মোরা' আমার বলি দাঁড়া'ব আর কার কাছে!
চম্পকলতা। গোপিকায় সঁপি' কায়, নিজকায় ত্যজিয়ে [৩]
নিরুপায়, কি উপায়, গেলি পায় ঠেলিয়ে।

১। বিধি আমাদের চোখের তারা (রাধিকাকে) কি হারা করিল?
২। মরিবার জন্যই কি হরির সঙ্গে প্রেম করে ছিলি?
৩। গোপীদিগকে দেহ সমর্পণ করিয়া নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া।

মরি হায়, কি সহায়,[১] বাঁধা যায় গো হিয়ে,
প্রাণ যায়, দেওয়া যায়, সে কি যায় ফেলিয়ে ॥[২]

রঙ্গদেবী। ওগো ওগো যূথেশ্বরি, কিশোরি, তুই কি স্মরি,
তোর সে কিশোরে পাসরিলি রাই,
মোরা বঁধু এলে কি বলিব, কি ব'লে বা প্রবোধিব রাই।

সুদেবী। শ্যামরায়, পুনরায়, এ ব্রজে আসিবে,
এ মরায়,[৩] সে ত্বরায়, পরাণ ত্যজিবে।
কি করিলি, মরিলি, মারিলি সবে,
এ সবে কে সবে, মরিলে কেশবে ॥[৪]

তুঙ্গবিদ্যা। ও গো বিধুমুখি!
এই কি তোর মনে ছিল বিনোদিনি।
মোরা তোর হ'য়ে আর কার হব,
কার মুখ চেয়ে রব!

ইন্দুরেখা। কার মুখ দেখে, বুক জুড়াইব,
মনসাধে রাধে, কারে সাজাইব;
কারে সঙ্গে ল'য়ে, বনে যাব,
ত্রিভঙ্গের সঙ্গে, কারে মিশাইব।

১। সহায়=উপায়, যমজালঙ্কারের খাতিরে উপায় না লিখিয়া সহায় লেখা হইয়াছে।

২। যাঁহাকে প্রাণ দেওয়া যায়, তাঁহার কি ফেলিয়া যাওয়া উচিত?

৩। তোর মৃত্যুতে।

৪। কেশব মরিলে এ সকল কে সহিবে?

[রাগিণী যোগিয়া, তাল খয়রা]

ললিতা। বিনে গুণ পরখিয়ে,[1] কেন এমন হ'লি রাই।
দোষ গুণ তার, না করি বিচার,
কেবল রূপ দেখে, রাই, ভুলে গেলি।
আগে ছিলি রাধে তুই রূপের ডালি,
(এখন কাল ভেবে)—
তোর সোণার অঙ্গ হ'ল কালী।
বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট,
মোরা ব'লেছিলেম, সে বড় লম্পট,
কি কাজ প্রমাদে, ক্ষমা দে ক্ষমা দে,
আমাদের কথায় বধির হ'লি রাই।
দুপায়ে ঠেলিলি, সুহৃদের রীত,
বিপদ ঘটা'লি করিয়ে পিরীত,
দেখি এ কি রীত, হিতে বিপরীত,
প্রেমের দায়ে বুঝি প্রাণ হারালি ॥ ১ ॥
আপনি মরিলি, মো সবে মারিলি,
শুনিলে কি আর বাঁচ্‌বে বনমালী,
প্রমাদ ঘটালি, কলঙ্ক রটালি,
কৃষ্ণপ্রেমের ডালি, বিসর্জ্জিলি রাই।

১। গুণ আগে পরীক্ষা না করিয়া।

বঁধু দিয়ে গেছে দারুণ বিচ্ছেদশেল,
তুই কি পুনঃ দিলি, শেলের উপর শেল,
আহা মরি মরি, কি করি, কি করি,
কিশোরি, কি স্মরি, [১] কি করিলি ॥ ২ ॥
(বিশাখার প্রতি)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল রূপক]

ওগো দেখ্ দেখি বিশাখিকে, রাই বিধুমুখীকে,
এমন দেখি, কেমনে ধৈরয ধরা যায়।
বঁধু থেকে কুসুমশয্যায় হৃদয়ে রাখিত যায়,
সে ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
হায় হায় সোণার বরণ মলিন, হ'য়েছে তনুক্ষীণ,
যেন অসিত চতুর্দ্দশীশশীর প্রায় ॥
রাইয়ের নাসায় নাই নিশ্বাস, জীবনের কি বিশ্বাস !
বুঝি নিরাশ্বাস ক'রে, প্যারী ছেড়ে যায় ॥

(তাল খয়রা)

হায় হায় তুইত রাইকে ঘুচালি ও বিশাখা আলি !
হায় হায় কি করি কি করি কি করিলি।
রাই যে অবলা সরলা, কুলের কুলবালা,
প্রেমের জ্বালা জানতই না পিরীতি কি রীতি জান্‌তই না,
কইলে কথা মান্‌তই না ;—

১। কি স্মরণ করিয়া, হে কিশোরী, কি কাজ কর্‌লি।

জান্‌ত না তায় জানালি, মান্‌তনা তায় মানালি,
আগে না ক'রে মন্ত্রণা,—(কারই সনে)—
—(তখন যেন স্বতন্ত্র হ'লি, যেন সাপের পা দেখিলি)[১]
ঘটালি যন্ত্রণা, কি মন্ত্র না জানি কাণে শুনালি।
কেন শঠের নাম শুনালি,—শুনালি, শুনালি—
কেন চিত্রপটে লিখে রূপ দেখালি,
দেখ দেখ বলি, প্রেমের পথ দেখালি,
তুই যত শিখালি, বিশাখা আলি!
যেন হাতে ক'রে রাইকে বিষ খাওয়ালি।
নাম না শুনা'লে, সেই শঠের সনে,
প্রেম ক'র্‌তই না, রাই ম'র্‌তই না॥

(তাল লোফা)

এখন বাঁচাগে বিশাখে, মোদের রাইকে,
তখন যেমন প্রেম শিখালি,
এখন বাঁচাগো বিশাখা আলি,
যদি রাইয়ের কিছু হয়, লব রাইকে মোরা তোর ঠাঁই।
যেমন শিখাইয়ে প্রেম প্রাণে মার্‌লি,
এখন বাঁচা এনে বনমালী।

১। যে সাপের পা দেখে সে নাকি রাজা হয়—এই প্রবাদ। "যেন সাপের পা দেখিলি"—নিজকে এত বড় মনে করিলি যে আর কারু পরামর্শ নিলি না।

রাইয়ের এসব সংবাদ লিখি, বঁধুর কাছে পাঠাও সখি,
যদি জানত সে প্রাণকান্ত, রাই ব'লে প্রাণ কা'ন্ত,[১]
তবে শান্ত করিত এসে রাধিকার ॥

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

চন্দ্রাবলী ও পদ্মা।

[রাগিণী ললিত, তাল লোফা]

চন্দ্রাবলী। কর্ণ পাতি শোন্ সজনি, কিসের কোলাহল শুনি,
নিকুঞ্জে কি কালিন্দীর তটে।
—(ওকি শোনা যায়—শোনা যায়)—
কেমন আছে বিধুমুখী, একবার জেনে আয় গো সখি !
ত্বরায় যেয়ে শ্রীরাধার নিকটে ॥
যেন শুনি কৃষ্ণধ্বনি, বুঝি যায় সে কৃষ্ণধনী,[২]
যে ধনীতে মোরা কৃষ্ণধনী।
—(সে কি ছেড়ে যায়—ছেড়ে যায়)—

১। কা'ন্ত=কাঁদিত।

২। বোধ হচ্ছে, কৃষ্ণদ্বারা ধনী যিনি (অর্থাৎ রাধিকা) যাচ্ছেন। যে রমণীর দরুণ আমরাও কৃষ্ণ ধনে অধিকারিণী হইয়াছি।

সে যদি ত্যজিবে জীব, [১] আমি তবে কেন জীব, [২]
জীবনে [৩] ত্যজিব প্রাণ এখনি ॥
সবাকার কৃষ্ণ জীবন, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-জীবন,
রাই যে মোদের জীবনের জীবন।
সে যদি ত্যজিবে জীবন, বঁধু কি রাখিবে জীবন,
তা হ'লে কার থাকিবে জীবন ॥
—(মনে তাই যে ভাবি গো)—

(পদ্মার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখি! আমি ব'সে আছি পথ নিরখি,
বল্ দেখি, কি এলি দেখি।

[রাগিণী ললিত, তাল ঠেকা]

পদ্মা। দেখে এলেম চন্দ্রাবলী! শ্যাম-বিয়োগে,
রাই বুঝি আজ প্রাণ ত্যজিলে।
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ রাধার, শ্যামাঙ্গ-বিচ্ছেদানলে ॥ [৪]

১। জীব=জীবন।

২। জীব=বাঁচিব।

৩। জীবনে=জলে।

৪। শ্যাম বিচ্ছেদ আগুনে পুড়ে রাধার স্বর্ণদেহ একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেছে।

প্যারী প'ড়ে অন্তর্জ্জলে, দেখে দুঃখে অন্তর জ্বলে,
হেম-কমলিনী যেন কালিন্দীর জলে-স্থলে। [১]
যত প্রিয় নর্ম্মসখী, আছে রাই মুখ নিরখি,
নাসা-অগ্রে তুলা রাখি, ভাসিয়ে নয়ন জলে।
কেহ যুগল শ্রবণে, কৃষ্ণ নাম করায় শ্রবণে,
কাঁদিছে সঙ্গিনীগণে, রাই ম'ল রাই ম'ল বলে॥

চন্দ্রাবলী। (সুরে) হায় হায় কি শুনিলাম,
ঘুচ্‌বে কি রাধা নাম, যে রাধা নাম,
মোদের বঁধুর মুরলীসাধা নাম।
আদর করি যে রাধা নাম,
নামের আগে বসায়েছিল শ্যাম, [২]
হায় হায় ঘুচ্‌বে কি সে নাম।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

ওগো কি শুনালি, শুনে এলি গো,
শুনে আলি! আমার প্রাণ যে যায়।
আমার হইল জ্ঞান, বিনে মন, অশনিপতন প্রায় গো;
দুঃখের উপরে দুঃখ বিদরিয়ে যায় বুক,
সখি একে মরি হরি-শোকে, কিশোরী বিরত তায় গো॥

১। অর্দ্ধেকটা জলের ভিতর অর্দ্ধেকটা ডাঙ্গায় এই ভাবে রাইকে রাখা হইয়াছে।

২। "রাধাকৃষ্ণ" "রাধাশ্যাম" এই ভাবে শ্যাম নামের পূর্ব্বে রাধার নাম শ্রীকৃষ্ণই আদরে বসায়েছিলেন।

[তাল খয়রা]

প্রতিকূল ভাবে যা বলি তা বলি, [১]
কভু তুল্য নহে রাধা চন্দ্রাবলী,
কৃষ্ণ বশীকারে রাধার প্রেমাবলী,
মোদের বঁধু মোরা সেই বলে বলি।
অপার আশা-পারাবার, আশায় পার হইবার,
মোরা রাইভরা ক'রেছিলাম সার।
অসার বিধি এবে তাও কি ডুবাল গো॥

[রাগিণী মনোহরসাই ভাটিয়াল, তাল লোফা]

বড় ক'রেছিলাম আশা, হবে বঁধুর ব্রজে আসা, গো,
সে আশায় নিরাশ হইল।
যার আশায় তার আসা, সে ভাঙ্গিল আশার বাসা,
কি আশায় আর হ'বে আসা বল্ গো
না হেরি ইহার উপায়, পায় পায় নিরুপায় গো,
কি উপায় আর রাখিব জীবনে।
তোরা ধ'রে নেগো মোরে, যেখানে সে প্যারী মরে গো,
একবার তারে হেরিব নয়নে॥
—(এখন চল্‌গো সজনি ;—ধনী কেমন আছে)—

১। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যা কেন না বলিয়া থাকি।

নিঠুর বঁধুর সনে, প্রেম ক'রেছি একই সনে গো,
বিরহ ভুঞ্জিলাম দুই জনে।
সে যদি জুড়া'ল মরি, আমি কেন জ্ব'লে মরি গো,
শীঘ্র যেয়ে মরি তার সনে॥

(উভয়ের প্রস্থান)

কালিন্দীতীর

রাধিকা মূর্চ্ছিতা। সখীবৃন্দ চতুর্দ্দিকে
অধোমুখে উপবিষ্ট।

(চন্দ্রাবলী ও পদ্মার প্রবেশ)

[রাগিণী মল্লার, তাল রূপক]

চন্দ্রাবলী। (পদ্মার প্রতি)

প্রাণ সই, সই অপরূপ ঐ,
কি হেরি রূপ, নয়নে না ধরে গো।
অচপলা চপলা কি প'ল ত্যজি জলধরে গো।

(খয়রা)

ওকি তরণী-তনয়া[১]-তীরে-নীরে,[২]—(অহো মরি গো মরি)—
কি হেরি কি হেরি সজনি রে,

১। তরণী = সূর্য্য। তরণী-তনয়া = সূর্য্যকন্যা = যমুনা।

২। তীরে নীরে = রাইএর অর্দ্ধেক দেহ যমুনার তীরে, অর্দ্ধেক জলে

ওকি তরুণ তরণী,[১] কি হেম তরণী,[২]
ওকি রাই-তরুণী, তরুণী-নিকরে।[৩]
ওকি বিকচ-কনক-কমল-কানন,[৪]
না কি রঙ্গিনী সঙ্গিনী[৫] কমল-আনন,
ওকি কনক-চম্পক-দাম,
কামচাপচ্যুত ধরণী উপরে?[৬]
প্রকাশিল রাশি রাশি,
অকলঙ্ক শশধরে গো?[৭]

(শ্রীরাধিকার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সখেদে)

[রাগিণী লক্ষ্মীমল্লার ও মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল লোফা]

মরি কি অপরূপ, কিশোরীরূপ,
রূপের বালাই যাই গো।

১। ওকি তরুণ তরণী?=ওকি তরুণ সূর্য্য?

২। কিম্বা সোণার ডিঙ্গি নৌকা?

৩। অথবা তরুণী (অর্থাৎ তরুণবয়স্কা) রমণীদের মধ্যে তরুণী রাইকে দেখ্‌ছি?

৪। ওকি প্রস্ফুট স্বর্ণপদ্মের বন?

৫। রঙ্গিনী সঙ্গিনী কমল-আনন=ওকি কৌতুকময়ী সখীর (রাধিকার) পদ্মপ্রভ মুখখানি?

৬। কামদেবের ফুলধনুর পঞ্চশরের মধ্যে চাঁপা একটি।

৭। রাশি রাশি অকলঙ্ক চাঁদ মৃত্তিকার উপর প্রকাশিত হইয়াছে?

আহা! এতই রূপের রূপসী রাই,
আমি নয়ন ভ'রে দেখি নাই ;—(সরলভাবে)[১]
ধনীর নিদান[২] দশায় এতই রূপ,
না জানি, ছিল ধনীর সুখের দশায় কতই রূপ।
ও কি রূপ রে!
কোন্ বিধি বিরলে বসি, মনোসাধে রূপ গড়েছিল;
যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত,
আবার হেঁসে হেঁসে কথা কইত,
—(শ্যাম-গরবিণী গরব করে গো)—
তখন এই না মুখে—মুখের কতই জানি শোভা হইত!
—(তা নৈলে এমন হবে বা কেন গো)—
বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে,
অমনি কেঁদে উঠ্‌ত রাধা বলে॥

(তাল খয়রা)

নিরুপমা কি রূপমাধুরী,
হেরিয়ে নয়ন ফিরাইতে নারি,
মরি কি রূপে, হেরি কি রূপে,
বল কিরূপে এ রূপের উপমা ধরি।[৩]

১। আমি রাধার প্রতিদ্বন্দ্বী, এজন্য সরলভাবে কখনও তাঁর রূপ দেখি নাই।

২। নিদান=অন্তিম।

৩। উপমা দিতে পারি।

মথি সুধাসিন্ধু, তার সার ছানি,
গ'ঠেছে কি বিধি, বিধুমুখখানি,
কিবা স্মর-শরাসন-গর্ব্ব-নিরাসন,
ভ্রুযুগ-শাসন মুনি-মনোহারী ॥[১]

(তাল লোফা)

মরি কিবা, খঞ্জনগঞ্জন দুটী আঁখি,
তাহে দুইপাশে, অঞ্জনরঞ্জন রেখা দেখি।
এ অঞ্জনের রেখা নহে ভিন্ন,[২]
তবে কৃষ্ণ-অনুরাগের চিহ্ন।
যদি সামান্য অঞ্জন হ'ত,
তবে নয়ন জলে ধুয়ে যেত গো।[৩]
ত্রিভুবনের যত শোভা,
বিধি মিলায়েছে একঠাঁই ॥

১। কামদেবের ধনুকের গর্ব্ব নষ্ট করিয়া ভ্রুযুগ্ম তাহার শাসন স্বরূপ উদয় হয়েছে, যাতে ক'রে মুনির মন হরণ হইয়া যায়।

২। নহে ভিন্ন = অন্য কিছু নহে।

৩। এই দুইটি ছত্রের তুলনা নাই। কৃষ্ণের প্রীতির চিহ্ন বলিয়া মুছিয়া যায় নি। যদি অন্য কোন প্রকার চক্ষু-শোভা-সম্পাদন (রঞ্জন) করিবার দ্রব্য হইত, তবে চোখের জলে মুছিয়া যাইত।

(শ্রীরাধার মুখ পানে চাহিয়া)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

তুই ত জুড়ালি গো,
আমি অভাগিনী, কেন ম'লেম না।
দুজনে একসনে প্রেম ক'রেছিলেম,
—(নিঠুর বঁধুর সনে)
রাধে তুই মরিলি, আমি র'লেম।
ধন্য প্রেম তুই ক'রেছিলি,
প্রেমের দায়ে প্রাণ দিলি।
তোর সকল আগুন নিবে গেল,
—(দুই আগুনে)
এখন আমার আগুন দ্বিগুণ হ'ল।

(তাল খয়রা)

কমলিনি ! কি করিলি, তুই কি নিতান্তই ম'লি ম'লি,
পেতে প্রেমের হাট সনে নাচাইলি,
পুনঃ সে হাট ঘুচাইলি,
ফিরে না চাহিলি, কারো পানে,
ফিরে না চাহিলি, প্রাণনাথের পানে,
বঁধু ম'রবে ব'লে আপনি ম'লি।

(তাল লোফা)

বঁধু তোর মরণ শুনিলে কাণে,
সে যে তখনি ত্যজিবে প্রাণে ॥

(চন্দ্রাবলীর মূর্চ্ছা)

[রাগিণী ঝংঝাট, তাল তেতালা ঠেকা]

সখীগণ। হায় গো চন্দ্রাবলি, কি বলিয়ে কি করিলি।
রাই বাঁচাবার উপায় ব'লে আপনি মরিলি ॥
রাই প্রতি তোর প্রবীণ[1] স্নেহ, জানিনে এত দিন কেহ,
যাহার বিরহে এহ,[2] দেহ উপেক্ষিলি।
রাইকে তবে কে বাঁচা'বে, মোদের পানে কেবা চা'বে,
কার কথায় প্রাণ জুড়াবে, তোমার অভাবে!
একে শ্যামবিরহজ্বালা, রাই দিলে তায় দ্বিগুণ জ্বালা,
জ্বালার উপরে জ্বালা, তিন জ্বালায় জ্বালালি।

(কৃষ্ণনাম শ্রবণে চন্দ্রার চৈতন্য)

[রাগিণী ঝংঝাট, তাল লোফা]

চন্দ্রাবলী। বলি, তোমা সবাকারে, কর এই প্রতীকারে,
রাধিকারে বসি সবে ঘিরে।

১। প্রবীণ = অত্যন্ত বেশী, প্রগাঢ়, এই শব্দের এরূপ ব্যবহার আর দেখি নাই।

২। এহ = এই।

—(এই কর গো সজনি)—

সম্বরি নিজ রোদন, শ্রবণে দিয়ে বদন,[১]

"কৃষ্ণ এল" বল উচ্চৈঃস্বরে ॥

মৃগমদ নীলোৎপলে, মিলনে সব পরিমলে,[২]

কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ হয় যাতে।

সে গন্ধ নাসাগ্রে রাখি, শ্যামাঙ্গী সখীরে[৩] ডাকি,

রাই-অঙ্গে মিলাও ত্বরিতে ॥

এ সব সংযোগ করি, দেখ দেখি সহচরি,

সবে মিলে করিয়ে যতন।

যদি থাকে দেহে প্রাণ, করিলে গো এ সন্ধান,

অবশ্যই পাইবে চেতন ॥

ললিতা। তবে তাই করি, ওগো শ্যামলে!

ল'য়ে এই পরিমলে, থাক রাধার অঙ্গে মিলে,

আমরা কৃষ্ণ এল এল ব'লে,

ডেকে দেখি সবাই মিলে।

১। কাণে মুখ দিয়া।

২। কস্তূরী ও নীলপদ্মের গন্ধ একত্র করিয়া।

৩। যে সখীর অঙ্গ শ্যামবর্ণ তাহার অঙ্গ ইঁহার অঙ্গে মিশাও, (কৃষ্ণ ভ্রম উৎপাদন করিবার জন্য)।

(এইরূপে সখীগণ কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে, শ্রীরাধার চৈতন্য)

[রাগিণী গৌরী, তাল খয়রা]

রাধিকা। কই গো, কই গো, সই গো বিশাখা,
দেখা দেখা প্রাণের সখা শ্যামরায়।
আমি ম'রেছিলেম আলি, 'এল'ল বনমালী',
বলিয়ে সকলে বাঁচালি, ও বাচালি আলি,
বলি পুনঃ সে কালিয়ে লুকালি কোথায়।
বহুদিন পরে, মোরে মনে ক'রে,
এসেছিল ঘরে, বঁধু যে আমার;
বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে, পশি নাসারন্ধ্রে,
আমার মৃত দেহে ক'ল্লে জীবন সঞ্চার।
সখি, আমি যেন ছিলেম অচেতনে,
ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,
হায় হায় যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,
কেন অযতনে হারা'লি আবার।
যখন দেখ্‌লি সকলে "এস এস" ব'লে,
কেন বসা'লি না হৃদয়-কমলে,
চরণযুগলে, ধুয়ে নয়নজলে,
কেশে মুছালি না তায়॥

(তমালদর্শনে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি)[১]

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

দেখ্ দেখি সই, সে কি দাঁড়া'য়ে !
যার নাম শুনা'য়ে, আমায় বাঁচালি গো,
ঐ দেখ্ তেম্‌নি তেম্‌নি ভঙ্গী বাঁকা,
—(আমার প্রাণবল্লভের মত)—
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা।
ঐ দেখ্ চরণে চরণ থুয়ে,
ভুবনমোহনবেশে, ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
আমার কেন অঙ্গ হ'ল ভারি,
আমি আর যে চলিতে নারি।[২]
আমি বাঁচি বাঁচি মরি মরি,
—(ম'লে আর হবে না দেখা)—
একবার হেরি রূপ নয়ন ভরি।[৩]

১। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। "তমালের বৃক্ষ এক নিকটে দেখিয়া, কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥"—গোবিন্দদাসের করচা।

২। আমার অঙ্গ আনন্দে অবশ হইয়া ভারি হইল, আমি চলিতে পারিতেছি না।

৩। এর পরে মরি মরিব, বাঁচি বাঁচিব, কিন্তু এখন ত চোখ ভ'রে রূপ দেখে লই।

তোরা কেউ কি কিছু ব'লেছিলি,
—(আমি ত অচেতন ছিলাম)—
বঁধুর সরসে বিরস করিলি।[১]
চূড়া বান্‌তে কে জানে—(এমন ছাঁদে)—
এমন দাঁড়াতে কে জানে প্রাণবল্লভ বিনে॥

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

চেতন পাইয়ে ধনী ইতি উতি চায়।
সম্মুখে তমাল তরু দেখিবার পায়॥
পুচ্ছ উচ্চ করি শিখী নৃত্য করে তায়।
ধনী মনে ভাবে কিবা চূড়া শোভা পায়॥
তমাল দেখিয়ে প্যারীর কৃষ্ণ-ভ্রান্তি হ'ল।
এস প্রাণনাথ বলি ডাকিতে লাগিল॥

(রাগিণী মল্লার)

রাধিকা। (ডাক) বলি, বলি, কে হে, কে হে, কে হে,
দাঁড়ায়ে ও কে হে? প্রাণবল্লভ নাকি?

[রাগিণী মনোহরসাই ও মল্লার, তাল খয়রা]

এস হে আমার কাছে, বঁধু ওখানে দাঁড়ায়ে কেন?

১। তোরা কি কোন কটু-বাক্য বলেছিলি? আমি ত অচেতন ছিলাম, এই জন্য কি বঁধুর সরস (প্রসন্ন) মুখ বিরস (বিষণ্ণ)?

এস রসরাজ, তাহে নাহি লাজ,
না হয় এক দিন ব'লে দশ দিন হ'য়েছে হে।
নয়নের বারি, পূর্ণ ক'রে ঝারী,
দেখ সারি সারি রাখা গিয়েছে।
বঁধু সেই বারি দিয়ে, চরণ পাখালিয়ে,
এস বস আমার হিয়ে পাতা রয়ে'ছে॥
—(ভয় নাই বঁধু, কেউ ত কিছু ব'ল্‌বে না হে)—
—(না হয় দুদিন বঁধু পরবাসে গিয়েছিলে)—
এত দিন পরে, এলে বুঝি ঘরে,
এ দাসীরে ক'রে মনে প'ড়েছে।
এস অঙ্গ পরশিয়ে, জুড়াই তাপিত হিয়ে,
যদি এত দুঃখ স'য়ে, জীবন র'য়েছে॥
—(আমি ম'লে দেখা হ'ত না হে)—
শোন হে কিতব[১] হেরি এ কি তব,
আরো কাঁদাতে কি তব বাসনা আছে।
বঁধু কেন মৌনী হ'য়ে, রয়েছ দাঁড়ায়ে,
সে কুব্জা কি তোমায় কু বুঝায়েছে॥
—(কথা কইতে মানা ক'রেছে হে—সেই নূতন রাণী)—

১। কিতব=কুটিল।

(তমাল আলিঙ্গন).

[রাগিণী খাম্বাজ মিশ্রিত মল্লার, তাল খয়রা]

মরি মরি হায়, কি করি উপায়,
কি ভাবিলেম কি হইল গো।
শ্যাম ভেবে এলাম, দারুণ বিধি বাম,
কপালগুণে শ্যাম কি তমাল হ'ল।
—(শ্যাম ত হ'ল না গো)—
আমার পরশে কি শ্যাম তমাল হ'ল॥
সহচরী বল, কি আচরি বল,
হরি-বল হরি কোথায় লুকা'ল।
হ'ল খেদানল প্রবল, নিবারে কেবল,
এ ভাবে কেবল মরিতে হ'ল।
আমি মিছে করি রোষ, বিধির কি দোষ,
কপালেরই দোষ, জানিলেম সকল।
ভাঙ্গা কপাল যার, একে ঘটে আর,
বিধাতা কি তার করিবে বল॥
আমি অমিয় বলিয়ে, মুখে নিলেম গিয়ে,
মুখ পরশিয়ে গরল কি হ'ল!
আমি জুড়াইব ব'লে, পশিলেম জলে,
কর্ম্মফলে জল কি অনল হ'ল!

—(আমার ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেল)—
—(আমি জানলে পরশ ক'রতেম না গো)—
—(না হয় দূর হ'তে রূপ দেখ্‌তেম সখি)—
—(দুটী নয়ন ভরে)—

(চন্দ্রাবলীর প্রতি)

(সুরে) এস ওগো চন্দ্রাবলি, দেখা দিলে রাই বলি,
যা হ'ক্ দেখা হ'ল, হ'ল গো ভাল,
জানা গেল ভাল, আমায় বাস ভাল ;
তুমি আমার শ্যাম-প্রেয়সী,
এস গো, এস দুজন বিরলে বসি,
নিঠুর বঁধুর কথা বলি গো রূপসি !

[রাগিণী ঝংঝাট, তাল রূপক]

আয় গো বলি চন্দ্রাবলি !
আয় গো দুজন বিরলে বসিয়ে।
নিঠুর বঁধুর কথা ব'লে, ব'লে,
দুয়ে ধ'রে দুয়ের গলে ;—(কাঁদি)—

(খয়রা)

ঘরে গুরুজনার গঞ্জনার ভয়ে,
ফুকারিয়ে নারি কা'দ্‌তে।

যখন বসি গো একান্তে,[১] মনে পড়ে কান্তে,[২]
তখন প্রবোধিয়ে নারি বা'ন্‌তে।[৩]
—(অমনি মন যে আমার কেঁদে ওঠে)—
মনকে প্রবোধিয়ে নারি বান্‌তে ॥
তাহে ফুকারি কাঁদিতে নারি,
সদা থাকি যেন চোরের নারী ॥

প্রস্তাবনা।

[রাগিণী ঝিঁঝিট]

ব্রজের অরণ্য মাঝে, ল'য়ে গোপিকাসমাজে,
রসরাজের সে রস বিলাস।
নিরন্তর অন্তঃপুরে, মথুরায় দ্বারকাপুরে।
নাহি পূরে নিজ অভিলাষ ॥
চক্রপাণি ধরি চক্র, বধ করি অরি-চক্র,[৪]
দন্তবক্র বধি' অবশেষে।
বন্ধুগণ সঙ্গমনে, কৃপা উপজিল মনে,
ভ্রমণে চলিল নানা দেশে ॥

১। একান্তে=নির্জ্জনে।
২। কান্তে,=পতিকে, কৃষ্ণকে।
৩। বান্‌তে=বাঁধতে, মনকে বাঁধতে পারি না।
৪। অরি-চক্র=শত্রু-মণ্ডলী।

সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি, বৃন্দাবন মনে করি,
মনঃকরী শিথিল হইল।[১]
মৌনে রহে গুণাধার, নেত্রে বহে অশ্রুধার,
বৃন্দাবনে গমন করিল॥

শ্রীনন্দালয়।

যশোদা।

যশোদা। (সখেদে)

[রাগিণী ভৈরব মিশ্রিত, তাল খয়রা]

কোথা র'লি রে প্রাণের গোপাল,
একবার আয় নীলরতন,
স্বপনেতে দেখা দিয়ে, কোথা লুকালি রে
তুই লুকাইলি কা'র ঘরে,
তোরে না দেখে তোর মা মরে।
তুই খেতে চেয়ে ক্ষীর ননী,
আমি ক্ষীর সর লইয়ে করে,
ভ্রমিতেছি তোরই তরে।

১। মনরূপ হস্তী শিথিল-গতি হইল

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

(রাগিণী রেনিটী মনোহরসাই, তাল লোফা)

শ্রীকৃষ্ণ। মা আমি এলেম গো, মা আমি এলেম গো,
এই যে আমি এলেম গো, তুমি কেঁদনা কেঁদনা।
আমি তোমার অন্তরে দুঃখ দিয়ে,
দেশান্তরে ছিলেম গিয়ে ;
—(তোমায় ভুলি নাই, ভুলি নাই)—
এই যে আমি এলেম ঘরে,
আর যাব না মধুপুরে ;
—(তোমায় ভুলি নাই, ভুলি নাই)—
আমি শপথ করিয়ে কই, যেখানে সেখানে রই,
তবু তোমা বই আর কারো নই ॥

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ)

[রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল ধ্রুপদ]

প্রাণের গোপাল আমার,
এত দিনে এলি কি রে ঘরে।
মনে কি তোর আছে বাছা,
এ দুঃখিনী জননীরে ॥

(তাল তেতালা ঠেকা)

জননীর কোল শুধা [১] ক'রে গিয়েছিলি মধুপুরে,
হারা'য়ে ব্রজসুধাকরে, আছি শুধা ঘরে।

১। শুধা=শূন্য।

তোমা ধনে বিদায় দিয়ে, পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,
আশাপথ নিরখিয়ে, আছি কেবল জীবন ধ'রে।
ঐ যে তোর পিতা নন্দ, নিরবধি নিরানন্দ,
কাঁদিয়ে হ'য়েছে অন্ধ, গোবিন্দ না হেরে তোরে।
সব নবলক্ষ ধেনু, না শুনে তোর মোহন বেণু,
সার ক'রেছে কেবল রেণু [১]—কাননে আর নাহি চরে।
না হেরিয়ে তোর স্ববল, সখাবল কি আছে সবল,
গোধন আর চরায় কে বল্, কে আছে ব্রজনগরে।
(ধাত্রীগণের প্রতি)

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

শোন সব ধাত্রীজন, নিয়ে সব মিত্রজন,
নীরাজনের কর আয়োজন।[২]
যদি বহুকাল পরে, সর্ব্বত্র বিজয় ক'রে,
এ'ল ঘরে মোর নীলরতন॥
সাজাইয়া দীপশ্রেণী, ধান্য দূর্ব্বা আদি আনি,
শীঘ্র তোরা দে গো করে ক'রে।[৩]
বল সব বাদ্যকরে, নানা রবে বাদ্য করে,
জয়কার করে নারী নরে॥

১। ধূলি রেণু খেয়ে থাকে।
২। নীরাজন্=মঙ্গলাচরণ, আরতি
৩। করে ক'রে=হাতে ক'রে।

ত্বরিতে ভেরীতে ঘোষে,[১] 'কৃষ্ণ এল' বলি ঘোষে,[২]

ঘোষে আর কেন ঘোষে দুঃখ ?[৩]

শুনিলে সব ঘোষবাসী,[৪] মনেতে সন্তোষ বাসি,

হেথা আসি দেখিবে কৌতুক ॥

(ধাত্রীগণের আনন্দ গীত)

[রাগিণী মল্লার, তাল ধ্রুপদ]

কি আনন্দ নন্দ-ভবনে।
বৃন্দাবনশশী আসি, প্রকাশিল বৃন্দাবনে ॥
নন্দন নিরখি নন্দ, ধরে না দেহে আনন্দ,
হরিষে পেয়ে হরি সে,[৫] বরিষে বারি নয়নে ॥
অনেক দিবসে, পেয়ে নীলরতনে,
জয় জয়কার, শুনি গোপিকার,
আনন্দে মগন, ত্রিভুবন জনে।
বাজে তুরী ভেরী, ধু ধু ধু ধুরি,
ঝা না না না রবে, ঝমকে ঝঝ্‌রী,

১। ঘোষেরা (গোপসকল)।

২। ঘোষে=ঘোষণা করে।

৩। গোপেরা আর কেন দুঃখ প্রচার করে ?

৪। ঘোষবাসী, এখানকার অধিবাসী ঘোষেরা (গোপেরা)।

৫। সেই হরিকে পাইয়া হরিষে (আনন্দে)।

ঠমকে রমকে, খমকে খঞ্জরী,
দৃমিকে দামাকে, দামামা সঘনে ॥ [১]

শ্রীরাধাসদন।

রাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। ললিতে! হঠাৎ আমার বাম নেত্র নৃত্য ক'র্‌ছে, পদে পদে এই ঘোর বিপদে কি সম্পদের সম্ভাবনা ভাই?

ললিতা। প্রেমময়ি। আজ বোধ হয় তোর শ্যামপদ-সম্পদ লাভ হবে।

(সুরে) আজ শ্রীনন্দসদনে, শুনি ধ্বনি শুভধ্বনি,
ধনীগণের জয়ধ্বনি, মুনিগণের বেদধ্বনি,
আর নানা বাদ্যধ্বনি, সিদ্ধগণের সাধ্য ধ্বনি, [২]
সর্ব্বলোকের হরি-ধ্বনি মাঝে মাঝে ভেরী-ধ্বনি,
বুঝি ঘরে এল তোর হরি, ধনি,
একবার শোন্ গো ধ্বনি,
রাধে, এত দিনে এই ধ্বনি,
তোর প্রাণ জুড়াইবার ধ্বনি ॥

১। এই ছন্দটি ছত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে চমৎকার হয়েছে।

২। সিদ্ধগণের দ্বারা যাহা সাধ্য—যে ধ্বনি সিদ্ধগণই মাত্র উচ্চারণ করিতে পারেন।

[রাগিণী মল্লার, তাল খয়রা]

কি শুনি গো ধ্বনি, সুমঙ্গল ধ্বনি,
পাতিয়ে শ্রবণ, কর শ্রবণ, ধনি।
ধ্বনিতে বাজে নন্দের ভেরীধ্বনি ॥
এত নিরানন্দ শ্রীনন্দ সদন,
কি আনন্দ হইল, আনন্দ সদন,
এল স্বসদন, কি বংশীবদন,
মদনমোহন তোর সে গুণমণি!
রজনী যাপনে, দে'খ্‌লে যে স্বপনে,
সে স্বপনের ফল ফলিল আপনে,
বাম নেত্র অঙ্গ, নাচিয়ে শুভাঙ্গ,[১] রাই গো,—
বুঝি অঙ্গ দিলি তোর ত্রিভঙ্গ-মিলনে।
কুসুমিত সব কুসুম-কানন,
সুষমিত হেরি সুললিত মন
পশু পক্ষিগণ, আনন্দে মগন,
মেঘান্তে গগনে, যেন দিনমণি ॥
যদি পীতবাসে, এসে থাকে বাসে,
তবে ব্রজবাসে, ভালই ভাল বাসে,

১। স্ত্রীলোকদের বাম চক্ষু ও বাম অঙ্গের স্পন্দন, শুভ চিহ্ন। যথা চণ্ডীদাসে কৃষ্ণাগমনের সূচনায়—"বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার।"

"নইলে বনবাসে, আস্‌বে কেন বা সে, রাই গো ?— [১]
ত্যজে রাজকন্যাগণে শ্রীবাসে নিবাসে।
দেখ শ্রীনিবাসে, নিকুঞ্জ নিবাসে,
আসে কি না আসে, তব সহবাসে! [২]
যদি সে আশে সে আসে, বদন ঢেকে বাসে,
ব'সে থাকিস্‌ বাসে হ'য়ে গো মানিনী॥ [৩]

রাধিকা। (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে! তবে তুমি যাও; আমার কৃষ্ণধনকে শীঘ্র এনে দেও।

বৃন্দা। প্রেমময়ি! এই আমি চল্লেম।

(যাত্রাকালে বৃন্দার কাত্যায়নী স্তব)

[রাগিণী অহং খাম্বাজ, তাল খয়রা]

যোগেশ্বরি জগদীশ্বরি, যোগমায়া জগদম্বে!
তোমায় স্মরণ করি, যাই যাত্রা করি,
পাই যেন শঙ্করি, হরি অবিলম্বে॥

১। যদি পীতবাস নিজবাসে এসে থাকেন তবে ব্রজধামকে অবশ্যই তিনি ভালবাসেন, নতুবা এই বনবাসে (বৃন্দাবনবাসে) কেনই বা তিনি আসবেন?

২। শ্রীনিবাস (কৃষ্ণ) নিজ গৃহে (মথুরায়) রাজরমণীদিগকে ত্যাগ করিয়া নিকুঞ্জ-নিবাসে তোমার সহবাস (সঙ্গ) প্রার্থনা করিয়া তিনি আসেন কি না তাহাই দেখ।

৩। যদি সেই আশায় (তোমার সহবাস-আশায়) সে আইসে, তাহা হইলে বাসে (বস্ত্রে) বদন ঢাকিয়া মানিনী হইয়া বাসে (স্বগৃহে) ব'সে থাকিস্‌।

বৃন্দাবনে তব নাম কাত্যায়নী,
নিত্যধামে নিত্যসুখের অত্যায়নী, [১]
তুমি নারায়ণী সর্ব্বপরায়ণী,
তোমাপরায়ণীর, কি দুঃখ সম্ভবে ॥
জগদম্বালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
এ সব বালিকে, মা তব বালিকে, [২]
তুমি মহামায়া, মহেন্দ্রজালিকে,
মোহ নাহি হয় ভবেন্দ্রজালে কে ?
নমোস্তুতে তারা মস্তকমালিকে [৩]
ত্বরা দে মা তারা সে বনমালীকে,
ওগো ত্রিকালিকে, তোমা বই কালিকে,
মনের কালিকে বল কে ঘুচাবে ?
যদি সদাশিবের [৪] হৃদি সদাশিবে, [৫]
থাক সদা শিবে, কি রূপে আসিবে ?

১। সহায়া।
২। সন্তান।
৩। মস্তকের (নরমুণ্ডের) মালা যাঁহার।
৪। সদাশিবের = মহাদেবের।
৫। হৃদি সদাশিবে = সর্ব্বমঙ্গলময় হৃদয়ে।

তুমি ভজ শিবে, তোমায় ভজে শিবে,
তাহে শবশিবে কি যাবে আসিবে। [১]
তুমি ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী,
অন্ত কে পায় তব, অনন্তরূপিণি,
তুমি সর্ব্বজীবে, আছ সর্ব্বজীবে,
নইলে জীবে জীবে কিবা অবলম্বে ॥ [২]

(বৃন্দার প্রস্থান)

ব্রজপথ।

কৃষ্ণ ও সুবল।

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! ব্রজের সব কুশল ত?

সুবল। ভাই কানাই! আর কি সুধাও কুশল?
(সুরে) তুমি ব্রজের সকল কুশল,
যার কুশলে সবার কুশল, সে যদি থাকে সকুশল,
তবে বলি সেই কুশলে, ব্রজের শত অকুশলেও কুশল,
আর কি ব'লব কুশল?

১। তুমি শিবকে ভজনা কর ও শিব তোমাকে ভজনা করেন, তাতে হে শব-শিবে (শিব শবাকারে যাহার পায়ে আছেন) কি আসবে যাবে?

২। নতুবা জীবগণ কি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবে?

যদি দিলে পদ ব্রজে, তবে যেয়ে পদব্রজে,

দেখিলে বিপদব্রজে, জানিবে কুশলাকুশল ॥

কৃষ্ণ। সুবল রে! আমার প্রেমময়ী রাধা কেমন আছে ভাই?

সুবল। কানাই রে! রাইয়ের দশা বলিতে হয় লোমাঞ্চিত,

সুধাইলে যদি তবে বলি হে কিঞ্চিৎ ॥

[রাগিণী মল্লার, তাল খয়রা]

একে কৃশাঙ্গিনী, সে রাই রঙ্গিনী,

কুলাঙ্গনা তাহে চিরপরাধীন।

আবার বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ—বিষে দহে অঙ্গ,

ক্ষীণাঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গ প্রবীণ ॥ [১]

ক্ষণে উন্মাদিনী হ'য়ে বিনোদিনী,

বারিধর হেরি, গিরিধর মানি,

বিলাপ আলাপে, প্রলাপ সংলাপে,

এই মনস্তাপে কাটায় নিশি দিন ॥

যখন পিকগণে করে কুহুধ্বনি,

কর্ণ ঝাঁপি করে, কয়ে 'উহু'ধ্বনি,

বজ্রপাত জানি[২] জৈমিনি-ধ্বনি,

উচ্চৈঃস্বরে করে মুহুর্মুহু ধনী।

১। প্রবীণ=ঘোর।

২। বজ্রপাতের সময় জৈমিনীর নাম লইলে বজ্র-ভয় থাকে না। কুহু রবকে বজ্রপাত মনে করিয়া জৈমিনীর নাম ডাকিতে থাকে।

তখন ইন্দ্রকে ভৎ'সিয়ে বলে রাজকুমারী,
মরা নারী মারি কি পৌরুষ তোমারি,
ওরে বজ্রধারি, তোর কি ধার ধারি,
বিনে গিরিধারী পেলিরে কি দিন ? ॥[১]
যখন উঠে ধনীর বিচ্ছেদ-সন্তাপ,
তপনের তাপ জিনিয়ে প্রতাপ,
নিবারিতে নারে বারিতে[২] সে তাপ,
বাড়িতে বাড়িতে দ্বিগুণ বাড়ে তাপ।
তখন নীলোৎপলহার গলে দিলে তার,
অম্নি গরুড় গরুড় ব'লে করয়ে চীৎকার,[৩]
বলে সে বহুকালীয়, এল কি কালীয়,
দেখিয়ে কালীয়-দমন-বিহীন ॥২॥[৪]

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

রাই বুঝি বাঁচে না বাঁচে না হে।
আজ বড় নিদান দশা দেখে এলেম, (বিনোদিনী)

১। হে বজ্রধর (ইন্দ্র) আমি তোর কি ধার ধারি ? গিরিধারীকে বিনা আজ বুঝি দিন পেয়েছিস্ ? ইন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ শুধু ভাগবতে নহে, ঋগ্বেদের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

২। বারিতে=জলে।

৩। সাপ মনে করিয়া।

৪। কালীয়-দমন (কৃষ্ণ) কে বিহীন (আমার সঙ্গে নাই) দেখিয়া কি বহুকালীয় (প্রাচীন কালের) সেই কালীয় সাপ এসেছে বুঝি।

দেখ্‌লেম অর্দ্ধ অঙ্গ শ্রীরূপের[১] কোলে,
আর অর্দ্ধ অঙ্গ যমুনার জলে।
অঙ্গে শ্যামকুণ্ডের মাটী মাখি,
তাহে শ্যাম-নাম দিয়েছে লিখি।
তার নাসা-অগ্রে তূলা ধরি,
দেখ্‌লেম কাঁদে সব সহচরী।
রাই নবম দশায় বেঁচেছিল,
বুঝি দশম দশায় প্যারী ম'ল॥

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল রূপক]

কৃষ্ণ। কথা কি শুনালি সুবল,
শুনে ধৈরয না মানে প্রাণে।
আমি, যার লাগি এলেম ব্রজে,
সুবল, সে কি আমায় যাবে ত্যজে।

(তাল লোফা)

হায় রে, যে রাধার লাগি বৃন্দাবন করিলেম,[২]
গাইতে রাধার গুণ মুরলী শিখিলেম,
যার লাগি বনে বনে, ক'রেছিলেম গোচারণে।
—(নৈলে কাজ কি ছিল, রাজার ছেলে রাজা হ'য়ে)—

১। শ্রীরূপ—শ্রীরূপমঞ্জরী।
২। বৃন্দাবনের সৃষ্টি করিয়াছি

মোর মন-মকরের রাধা সুধাসিন্ধু,[১]
মোর নেত্রচকোরের রাধা পূর্ণ ইন্দু,
আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইল,
বুঝি সেই সিন্ধু শুখাইল রে,—
যদি সে যায় মোরে উপেক্ষিয়ে,
তবে রাখিব প্রাণ কি দেখিয়ে।

সুবল। ভাই কানাই! ধৈর্য্য ধর ভাই! তোমার রাই এখনও প্রাণে মরে নাই; তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার রাইকে দেখাব।

(দূরে বৃন্দার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! ঐ দেখ বৃন্দা আস্‌ছে, আমি হঠাৎ দেখা দিব না, গাছের আড়ালে লুকাই।

(বৃক্ষান্তরালে গমন)

(বৃন্দার প্রবেশ)

সুবল। বৃন্দে! প্রণাম করি! কোথায় যাচ্ছ?

বৃন্দা। এস বৎস! বেঁচে থাক। আমি হারাধনের উদ্দেশে বেরিয়েছি; কিন্তু তোমায় বড় সহর্ষ দেখ্‌ছি, তুমি কি পেয়েছ বাছা?

১। আমার মন-রূপ মকরের নিকট রাধা অমৃতের সিন্ধুতুল্য

সুবল। বৃন্দে! তুমি কি ধন হারিয়েছ তা জানিনে, কিন্তু আমি এক অমূল্য নিধি পেয়েছি; যদি কেহ লয়, তবে তাহার তুল্যমূল্যের আধাপণে দিতে পারি।[১]

বৃন্দা। বাছা সুবল! ভাল. একবার দেখা দেখি।
হ'ক্ একবার দেখা দেখি।
যদি হয় পরের কেনা, তবে ত হবে না কেনা।[২]
দেখি কারো কেনা কি না, তাই বুঝে হবে বেচা কেনা॥

(সুবলের ইঙ্গিত করণ ও কৃষ্ণের প্রবেশ)

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল খয়রা]

দলিতাঞ্জনপুঞ্জগঞ্জন,[৩] ও হে কালীয়বরণ কে বট হে।
আমি যেন কোথায় দেখেছি হে।
আমার স্মরণ যেন হয় মনে—
বহু দিনের কথা, দেখে থাক্‌বো,
সে মথুরা কি বৃন্দাবনে।
সে কি তুমি হবে, তোমার মতই বা কে হবে,—
জান্‌বো, পরিচয় দিলে নিষ্কপটে।

১। তুল্যমূল্যের আধাপণে, 'মূল্যের আধাপণে' বলিবার সময় 'মূল্যে রাধাপণে'র মত শোনায়, এটি অবশ্য কবির স্বেচ্ছাকৃত।

২। যদি তা কেউ একবার কিনিয়া থাকে, তবে তো তা আর কেনা হইবে না।

৩। দলিত অঞ্জনপুঞ্জকে গঞ্জন করিতেছে যে কালো বর্ণ।

বল কি নাম, কোথায় ধাম, হেথায় কি বা কাম,
ব্রজে পরিচিত্র তোমার কে বটে হে ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমাকে চিন্‌তে পারনি? আমার নাম কৃষ্ণ।

বৃন্দা। তোমার নাম কৃষ্ট? শুধুই কৃষ্ট, না কোন উপসর্গ যুক্ত আছে?

কৃষ্ণ। (নিরুত্তর)

বৃন্দা। বলি চুপ ক'রে রইলে যে? বুঝ্‌তে পারনি? সংকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ইহার কোন্ কৃষ্ট বল দেখি?

কৃষ্ণ। বনদেবি! প্রিয়াবিচ্ছেদ ভিন্ন আমার অন্য কোন উপসর্গ নাই। বলি, তুমি কি বধিরা হ'য়েছ? আমার নাম কৃষ্ট নহে, আমার নাম কৃষ্ণ!

বৃন্দা। কি ব'ল্লে, তোমার নাম কৃষ্ণ? ও মা, আর কি কৃষ্ণ?

মোরা হারাইয়ে এক কৃষ্ণ, ব্রজময় দেখি কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ সবার অন্তরে বাহিরে!
সবে প্রাণ সঁপে কৃষ্ণ-পায়, ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ পায়,[১]
কৃষ্ণের কি অভাব ব্রজপুরে?

ওহে কৃষ্ণ! ব্রজে কৃষ্ণের বাজার বড় সাহায্য,[২] এথায় আর কৃষ্ণ বিক্‌বে না, তুমি এখান হ'তে প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। (সুরে) আমার নাম মদনমোহন, নন্দগ্রামে ধাম,
নন্দরাজসুত আমি, গোপালন কাম।

১। ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি (মৃত্যু) ঘটে।

২। সস্তা।

আমার পরিচিত ব্রজে, আছে ঘরে ঘরে,
ব্রজলোক বিনে মোরে কেহ চিন্তে নারে।

বৃন্দা। কি ব'লে, তোমার নাম মদনমোহন। আর চিহ্ন কি ?
রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ,
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ—[1]
এখন আর কিসের মদনমোহন ? এখন স্বুধুই মদন।

কৃষ্ণ। বৃন্দে ভাল আছ ত ?

বৃন্দা। ওহে নাগর, ভাল ভাল, সুধাইলে যে সেই ভাল।
যখন ভাণ্ড পূর্ণ থাকে সুধায়,
তখন ত সকলেই সুধায়, [২]
নইলে সুধায় [৩] কে আর সুধায় বল ? [৪]

১। রাধার সঙ্গে যখন থাকবে, তখনই মদনমোহন, অন্যথা তুমি বিশ্ব বিমোহন করিলেও মদনের দ্বারা নিজে মোহিত। তখন আর তুমি মদনকে মোহন করিতে পার না।

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন।" গোবিন্দ অধিকারী।

২। যখন সুধায় (অমৃতে) ভাণ্ড পূর্ণ থাকে, তখন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার লোকের অভাব হয় না।

৩। সুধায়=বিনা প্রয়োজনে, শূন্যভাণ্ডে।

৪। সুধায়=জিজ্ঞাসা করে।

(সুরে) ওহে কাল [১] ভূপাল, সুধাইলে যে ভাল, [২]
আর কি ব'লব ভাল, নহে ভাল মোদের ভাল, [৩]
তাই দেখিনে চক্ষে ভাঁল,
যখন ছিল ভাল ভাল, [৪] তখন ছিলেম ভালর ভাল,
এখন মোদের নাই সে ভাল, [৫] বল কিসে হবে ভাল,
বল দেখি তোমার ভাল, প্রাণ জুড়াক্ শুনে সে ভাল,
বঁধু ছিলেত ভাল ;— (মথুরায় কুবুজার সনে)—
—(দ্বারকার মহিষীর সনে)—ছিলেত ভাল ?
ওহে শঠরাজ ! করের কঙ্কণ কি দর্পণে দেখা যায় ? [৬]

[রাগিণী মল্লার, তাল যৎ]

কপালং কপালং কপালং মূলং।
কপালের তূল্য নহে রূপ গুণ কুলং ॥
দেখ কার জোরের কপাল, ছিল গোপাল, হ'ল ভূপাল
কেউ লাভের তরে, ব্যাপার ক'রে, হারাইল মূলং ॥

১। কাল=কৃষ্ণবর্ণ।
২। তুমি জিজ্ঞাসা যে করিলে এই ভাল।
৩। তাদের ভাল (কপাল) ভাল নহে।
৪। যখন কপাল ভাল ছিল।
৫। ভাল—কপাল, ভাগ্য।
৬। হাতের কঙ্কণ অমনই দেখা যায়, তজ্জন্য দর্পণের দরকার হয় না।

কুব্জরূপিণী কুঁজিদাসী, চন্দন দিয়ে সর্ব্বনাশী,
হ'য়ে ব'সল রাজমহিষী, দুঃখে মরি পায় হাঁসি ;
সোণার প্যারী রাজকুমারী, রূপে গুণে পূজ্য নারী,
সে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি, পেলেনাকো কুলং ॥ [১]
আর যত বুঝি না বুঝি, ভাল কপাল পেলে কুবুজি,
পথে পেয়ে পরের পুঁজি, ঘরে নিয়ে দিলে কুঁজি । [২]
বিধির কথা ব'লব বা কায়,
দেখে অমিল সোজায় বাঁকায়,
তাই মিলালে বাঁকায় বাঁকায়, করে ক'রে তুল্য ॥ [৩]

সুবল । বৃন্দে ! ভাই কানাইকে আর কিছু ব'লো না ।

বৃন্দা । ওরে সুবল ! বল্‌ব কি ? বলার হ'য়েছে কি ?
কালর দোষ গুণ জেনেও আমরা ম'জেচি ।

[রাগিণী আলাইয়া মিশ্রিত, তাল যৎ]

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
অন্তরেও কি কাল তার ?

১ । কুল পেল না, তার দুই কুলই হারাইল ।

২ । পরের ভাণ্ডার পথে পেয়ে ঘরে তুলে নিল ।

৩ । বিধাতার কথা আর কি বল্‌ব ? তিনি দেখলেন সোজার (সরলমতি রাধার) সঙ্গে বাঁকার (বাঁকা শ্যামের) মিলন হয় না, এজন্য বাঁকার সঙ্গে বাঁকার মিলন ঘটাইয়া দিলেন, কৃষ্ণও বাঁকা (বঙ্কিম) (ত্রিভঙ্গ) আর কুবজিও বাঁকা কুঁজের ভরে বেঁকিয়া পড়েছে ।

কাল ভালবেসে, ভুলি কোন্ কালে হ'য়েছে কার ? [১]
না বুঝিয়ে ভ'জে কাল, দুঃখে ম'জে গেল কাল,
কাল ভালবেসে ভাল, আসন্নকাল গোপিকার ॥
একে কালর কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলীর, উপকারে [২] অপকার।
ভুঞ্জিয়ে বলীর বলি,[৩] ত্রিপাদভূমিছলে ছলি,
হরিয়ে বলীর বলি, পাতালে দিলে আগার ॥
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল,
সঙ্গ-আশে পাশে গেল, তারে কৈল কদাকার। [৪]
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে ব'লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী, বনে ক'র্‌লে পরিহার ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে ! আমার জীবনাধিকা রাধিকা কেমন আছেন ?

বৃন্দে। নবসাগর ! পুরাতন কথায় আর কাজ কি ? নির্ম্মাল্যোজ্ঝিত পুষ্পের আর আদর কি ? এখন তোমা বিনে তার দিন গিয়েছে, রাই বিনেও তোমার দিন গিয়েছে, বরং তোমার দিন সুখেই গিয়েছে, না হয় তার দিন দুঃখেই গিয়েছে, উভয়ের দিন ত গিয়েছে ?

১। কালোকে ভালবেসে কোন্ কালে কার ভাল হয়েছে ?

২। উপকার করতে যেয়ে অপকার হ'ল। বলী দান দিতে চাহিয়াছিলেন, ফলে তাহার বিপদ হ'ল।

৩। বলি = উপহার, যাহা উৎসর্গ করা যায়।

৪। নাসিকা কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক কদাকার করিলেন।

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত; তাল রূপক]

থাক্ থাক্ তার কথায় আর কাজ কি আছে ?
—(যথায় তথায় রউক, বাঁচুক মরুক)—
ওরে শঠ, ও লম্পট, ও কপটশিরোমণি রে,
সে রমণী রে, এখন তুই ভুলেছিস্ সে ভুলেছে ॥
ছিল তার কপালের লেখা, হ'য়েছে এককালের দেখা,
চাহ কি আবার, নারী বধিবার, আর কি বার বার,
একবার যা হবার তা তো হ'য়ে বোয়ে গেছে ॥
ছি ছি তোরেও ধিক্ ! ও তোর প্রেমকে ধিক্।
তোরে যে বলে রসিক, তারেও ধিক্ !
দেখ্ ত্যজিয়ে কাঞ্চন, কাচে আকিঞ্চন,
ধিক্ ধিক্ কাচ কাঞ্চন তোর নাই ন্যূনাধিক। [১]
কমল ত্য'জে শিমুলেতে সমাদর,
চিটাতে চিনিতে করিস্ সমান দর,
আর ব'লিস্‌নে, ব'লে বলা'স্ নে,
মোদের জ্বালার উপর আর জ্বালাস্ নে।
একে মোদের দুঃখের বুক, তায় অবলা নারীর মুখ ; [২]

১। কাচ কাঞ্চন তোর নিকট তুল্যমূল্য (ইহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক বোধ তোর নাই)।

২। আমাদের বুক ভরা দুঃখ, তার উপর অবলা নারী আমরা আমাদের মুখেই বল, সুতরাং সর্ব্বদা মুখ সামলাইয়া কথা বলিতে পারি না।

কি জানি শ্যাম, কি জানি শ্যাম,
কি ব'ল্‌তে কি বে'র হয় পাছে ॥
ও রাধারমণ, সে রাধার মন,
আগে ছিল যেমন, এখন নাই তেমন,
হেথায় আগমন, বৃথা সে ভ্রমণ,
যথা হ'তে এলি, তথায় কর্ গমন।
খাট্‌বে না ব্রজে আর সে সব ভারি ভূরি,
জাগন্ত ঘরে আর না হইবে চুরি,
সে আর ভ'জ্‌বে না, কথায় ম'জবে না,
কাঁদ্‌লে নয়নজলে মন আর ভিজ্‌বে না।
লাগ্‌বে না ভাঙ্গা মন জোড়া,
সার হবে কেবল মন পোড়া,
এখন তোর গুণে শ্যাম, তোর গুণে শ্যাম
দেখে ঠেকে শিখে পেকে র'য়েছে ॥
যা যা ত্বরায় যা, সে মথুরায় যা,
দেখা দিয়ে বাঁচা গিয়ে কুবুজা,
নৈলে ব'স্‌লে নৃপাসনে, কে বসিবে সনে,
রাজমহিষী হ'য়ে কে বা লবে পূজা ?
ওঝা হ'য়ে যার সেরে কুঁজের বোঝা, [১]
টানাটানি ক'রে ক'রেছিলি সোজা,

১। ওঝা হয়ে যার কুব্জত্ব সারিয়ে দিয়ে, টানাটানি করে যে বাঁকা" চেহারাটা সোজা ক'রে দিয়েছিস্।

সে কুবুজির মতন, রমণী রতন,
হেথা কোথা পাবি, করিলে যতন?
উচিত এখন তার মন রাখা,
হয় না যেন আবার বাঁকা,
সে বাঁকা হ'লে, সে বাঁকা হ'লে,
বাঁকার বাঁকা মন কে ভুলা'বে পাছে ॥ [১]
সেথায় সে বা কি, হেথায় এ বা কি,
বাঁকীর মত জানে তত সেবা কি, [২]
বাঁকার পেয়ে বাঁকী না ক'রেছে বা কি,
বাঁকী প্রেমের বাঁকী, রেখেছে বা কি; [৩]
কানায় কানায় যেমন মিলে কানায় কানায়, [৪]
যে যার সনে মানায়, সে কি মানে মানায় [৫]

১। আবার যদি সে বাঁকা হয়, তবে বাঁকার (বাঁকা শ্যামের) বাঁকা (কুটিল) মন শেষে কে ভুলাবে?

২। কুব্জীর মত এত সেবা এখানে কি জানে?

৩। বাঁকার যে প্রেমটুকু বাঁকি (অবশিষ্ট) ছিল, তাকি বাঁকী (কুব্জী) আর কিছু রেখেছে?

৪। চক্ষুহীনের সঙ্গে যেমন চক্ষুহীন সম্পূর্ণ রূপে (কানায় কানায়) মিলে।

৫। যে যার যোগ্য, সে তার কাছে যাইতে কি আর কোন মানা (বাধা) মানে?

ত্যজে সে বাঁকায়, ক'র্‌বে সেবা কায়,
ও তাই ভাবি পাছে, ত্যজে সে বাঁকায়।
বাঁকা রাণী বেঁচে র'লে, ক্ষতি নাই তোর রাধা ম'লে,
কেন বলি শ্যাম, কেন বলি শ্যাম,
সে যে চন্দন-গুণে [১] তোরে বন্ধন ক'রেছে ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আর আমাকে ব'লো না।

শ্রীরাধাসদন।

রাধিকা ও ললিতা।

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

রাধিকা। শোন ওগো প্রাণসখি! দেখে এস দেখি,
আনিতে গোবিন্দে, গিয়েছে গো বৃন্দে,
সে কি ভুলে রইল কৃষ্ণ দেখি,
না কি নিরদয় গেল তাকে উপেখি। [২]

ললিতা। শোন গো রাজনন্দিনি বিনোদিনি রাই,
বৃন্দে আর গোবিন্দের অন্বেষণে যাই।
যেয়ে যদি পথ মাঝে পাই দরশন,
এখনি আনিব তারে করিয়ে ভৎর্সন।

১। চন্দন দেওয়ার গুণে। কৃষ্ণ যখন মথুরায় রাজা হন্ তখন কুব্জী তাঁকে চন্দন পরিয়ে দিয়েছিল।

২। অথবা নির্দ্দয় কৃষ্ণ কি তাকে উপেক্ষা করে গেল!

রাধিকা। শোন গো ললিতা, তুমি স্বভাবে প্রখরা,
সব সখীগণ হ'তে চতুরা মুখরা।
বহুদিনে বঁধু যদি এল বৃন্দাবনে,
ব'লো না ব'লো না কিছু [1] আদরের ধনে।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

কিছু ব'লো না ব'লো না, কিছু ব'লো না,
শ্যামকে কিছু ব'লো না গো—(ললিতে ও ললিতে)—
সে ত আমারই প্রাণবল্লভ বটে ;
—(সে আদরের ধনকে)—
যখন ব'ল্‌বে তাকে মনোদুঃখে,
তখন শুন্‌বে বঁধু অধোমুখে,
সে মুখ মনে ক'রে ওমা! আমার যেন বাজে বুকে।
সে থাক্‌না কেন যথা তথা,
সে ত আমারি বঁধু, আছে আমারি অন্তরে গাঁথা ॥ [2]
—(শপথ দিয়ে বলি)—
চির দিন গেছে তা'র নন্দের বাধা বইয়ে,
মথুরায় যেয়ে, দ্বারকায় যেয়ে,
না হয় ছিল দুদিন রাজা হ'য়ে।

১। কিছু=কোন কুবাক্য।

২। সে যেখানে সেখানে থাকুক, সে তো আমারই অন্তরের ধন অন্তরে গাঁথা আছে।

না হয় আমারই দিন দুঃখে গেল.
গেল গেল, আমার প্রাণবল্লভ ত সুখে ছিল ॥

(রাগিণী ঝিঁঝিট)

ললিতা। তাকে কিছু ব'ল্লে যদি না সয় প্রাণে।
বল যদি আনি গিয়ে ধরিয়ে চরণে ॥

রাধিকা। ললিতে! কি বল্লি? তাকে সেধে আনবি? ছি ছি!
চতুরা হইয়ে কেন কাতরা হইবি?
আপনার মান কেন, আপনি ঘুচাবি?
গৌরব রাখিয়ে কার্য্য সাধিবি সন্ধানে।
যষ্টিও না ভাঙ্গে সর্প না মরে পরাণে ॥ [১]

(ললিতার প্রস্থান)

ব্রজপথ।

কৃষ্ণ ও বৃন্দা।

(ললিতার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ললিতে! আমার প্রাণেশ্বরী কিশোরীর কুশল ত?

ললিতা। বঁধু! অত্যন্ত কঠিনে পুংসি বৃথা দুঃখনিবেদনং।
পতত্যবিরতং বারি পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমং ॥[২]

১। তার নিকট অযথা বিনয় করিয়া আমাদের সম্মান খোওয়াইবি না, এবং তাকে কটুবাক্যও বলবি না।

২। পুরুষ জাতি অতি কঠিন, তাদের কাছে দুঃখ-নিবেদন করা বৃথা। সর্ব্বদা জল পড়িলেও পাথর গলিয়ে কাদা হইবে না।

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল রূপক]

কথা ব'ল্‌বো কি, বল কি, ব'ল্লে বা ফল কি ?
এত দুঃখে অবলার জীবন বাঁচে কি ?
সুধাও আমাদের কাছে কি ?
সুধা'বার আর আছে কি ?
সুধামুখী আজ বাঁচে কি·না বাঁচে কি !
ধনীর ইন্দ্রিয়স্পন্দ নাই, চেতন সম্বন্ধ নাই,
পরে শুনি নাই, পাছে রাই হ'য়েছে কি !
কিন্তু দেখিছি যে লক্ষণ, মরণের সে লক্ষণ,
প্যারী এতক্ষণ, আছে কি না আছে কি !

(তাল খয়রা)

বঁধু সেওত রমণী অবলা ;—(ওহে নিঠুর বঁধু)—
বল দেখি তারে আর যায় কি বলা ;
সে যে ফুলের ভরে ঢ'লে পড়ে,
—(বঁধু তা কি তুমি জান না হে)—
সে কি বিচ্ছেদজ্বালা, সইতে পারে ?
তবু নারীর প্রাণে সইল যত ;
—(ধন্য নারীর ধন্য প্রাণ হে)—
—(প্রাণে সয় ব'লে আর কতই সয় হে)—
কিন্তু পাষাণ হ'লে গ'লে যেত ॥ [১]

১। "এতেক সহিল অবলা ব'লে।
গলিয়ে যাইত পাষাণ হ'লে ॥"

তোমায় দারুণ বিরহ-গহন-দহন-দাহন-[১]সহন যায় না,
কিছুতে জুড়ায় না,—
কেবল বলে জ্বলে জ্বলে, জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,
অম্‌নি প'ড়ে পৃথিবীতে,
—(ধনীর দশনে দশন লাগে)—
হারা'য়ে সম্বিতে, আঁচম্বিতে ধনী হয় বিকলা॥

(তাল ঝাঁপ)

বঁধু, অদয়[২] তব হৃদয়, বুঝি বজ্র দিয়ে গ'ড়েছিল,
গোকুল-কুল-যুবতী-বধ লাগি ;
—(কোন্ দারুণ বিধি)—
তব বিরহসন্নিপাতে, মরে যদি সে রাধিকে,
বল দেখি কে হবে সে বধভাগী ;—(হে নিঠুর বঁধু)—

(তাল লোফা)

আর হবে না সুধা'তে সুধা সুধা[৩] সে দুঃখিনী রাধার কথা,
যদি থাক্‌তো মনে সুধাইতে, তবে সুধা'বার কালে সুধা'তে,
যদি দুঃখের দুঃখী হ'তে, তবে দুঃখের সময় দেখা দিতে।

১। গহন-দহন-দাহন=বিরহ রূপ দাবানলের দাহন।
২। অদয়=নির্দ্দয়।
৩। সুধা সুধা=মিছামিছি।

(তাল রূপক)

আগে মূলে ছেদন ক'রে, পরে যতন ক'রে, শিরে
জল দিলে সে তরু আর বাঁচে কি ?

বৃন্দা। ওহে নাগর ! তুমি কেন এত চঞ্চল হ'চ্চো ? আমাদের
রাজকুমারী তোমাকে আর লবে না।

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল খয়রা]

কৃষ্ণ। যদি উপেক্ষিলে রাই, স্থান অখিলে নাই,
কোথা যাই তাই ভাবি গো অন্তরে।
যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে, সখিরে,—
তবে ত্যজি গিয়ে জীবন রাধাকুণ্ডনীরে।
—(রাধা রাধা ব'লে)—
মরণ সময়ে কি কাজ ভূষণে,
এ ভূষণ নাহি যাবে কভু সনে,[১]
সখি ধর আভরণে, দিও রাই চরণে, নির্জ্জনে,—
যেন মরণে কিশোরী কৃপা করে মোরে ॥[২]
আমি যে রাধার লাগি হ'য়ে বনবাসী,
ধড়া চূড়া বাঁশী, বড়ই ভালবাসি,

১। এই ভূষণ কখনও সঙ্গে যাবে না।
২। যেন কিশোরী আমার মৃত্যুকালে আমায় কৃপা করেন।

যদি ত্যজ্‌লে প্রেমময়ী, এসব কেন বই, ধর সই,—
লয়ে যতন ক'রে দিও শ্রীরাধার করে॥
বৃন্দে! আজ জন্মের মত একবার রাধা নাম গান করি।

(মুরলীবাদন)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

আজ কেন নীরবে র'লি রে মুরলি?
এখন আমায়, রাই বিমুখী হ'ল বলি,
তুই কি রে বিমুখী হলি রে মুরলি॥
বাঁশি তুইত স্বয়ং দূতী ছিলি,[১]—(চিরদিন আমার পক্ষে)
সময়গুণে, তুই কি বৃন্দের মত নিদয় হলি, রে মুরলি?
যুগল করে বসিয়ে, অধর পরশিয়ে,
একবার বাজ্‌রে বাঁশি শশিমুখি,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি রে মুরলি॥

(তাল খয়রা)

আমার মনের বাসনা, রাধা উপাসনা,
যে মন্ত্রে তোর উপাসনা রে মুরলি।
আমার শ্রবণবাসনা, রাধা নাম শোনা,
না শুনালে মরি, শুনারে মুরলি॥

১। বাঁশী তোর স্বরই তো দূতীর মত রাইকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিত।

তুইত রাধানামে সাধা, তবে কেন এত সাধা,[১]
একবার রাধা ব'লে পূরাও সাধা,
বিনয় ক'রে তোরে বলি, রে মুরলি ॥
তোরে সহায় ক'রে যে রাই সুধাকরে,
অনায়াসে করে পেয়েছি, মুরলি।
বাঁশি, কারে কব দুঃখ, দুঃখে ফাটে বুক,
সে সুখে বিমুখ হ'য়েছি মুরলি।
হ'য়েছি রাই উপেক্ষিত, চ'ল্লেম বাঁশি জন্মের মত,
আমার মনোগত, ছিল যত, হ'ল হত,
সে সকলি রে মুরলি ॥

(বৃন্দার হস্তে বংশী প্রদান)

[রাগিণী মনোহরসাই, তাল লোফা]

কৃষ্ণ। কোথায় যাবরে, উপায় না দেখি, এখন !
যদি রাই বিমুখী হ'ল মোরে, তবে এ মুখ দেখা'ব কারে ;
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্যময় দেখি।

বৃন্দা। ওহে নাগর ! এস এস, তোমার ম'র্‌তে হবে না।
রাধারমণ ! জানা আছে রাধার মন,
এখন জানা গেল তোমার মন, তোমা বিনে রাধা যেমন
রাধা বিনে তুমিও তেমন ॥

১। তবে তোকে এত সাধাসাধি করতে হয় কেন ? তুই যে আপনিই রাধা নামে সাধা।

(রাগিণী ললিত)

কৃষ্ণ। বৃন্দাবন লীলায় তুমি সহায়কারিণী।
অতএব চিরদিন আছি তব ঋণী॥
তোমার ভর্ৎসন মোর স্তুতি হেন জ্ঞান।
দুরূহ বিরহ ব্যাধির ঔষধি সমান॥
ঔষধি খাইতে তিক্ত তাহে রাখে প্রাণ।
এ হেতু জগৎমাঝে ঔষধের মান॥
প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণকিশোরী বিনে।
রাধা দরশন পণে রাখ মোরে কিনে॥

বৃন্দা। রসরাজ! তোমাকে রাধা দেখাইলে, তুমি আমাকে কি দেবে বল দেখি?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমার প্রাণ তোমাকে দিব।

বৃন্দে। কার প্রাণ কাকে দেবে নাগর? আমার একটী প্রাণ রাখ্‌বারই স্থান পাইনে, আবার তোমার প্রাণ নিয়ে কোথায় রাখ্‌বো! আমি প্রাণ চাইনে! আমার প্রাণে কাজ নাই।
(সুরে) রাধাবল্লভ হে! আমি কেবল এই চাই,
সদা যেন যুগল মিলন দেখ্‌তে পাই।
বংশীবদন! চল্লেম আমি রাধা-সদন,
সঙ্কেত কাননে গিয়ে কর তুমি বংশী বাদন।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীরাধাসদন।

রাধিকা ও সখাগণ।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

[রাগিণী মল্লার মিশ্রিত, তাল খয়রা]

রাধিকা। বাঁশী বাজে গো অনেক দিনে,
নাম ধরে, মন-চোরের বাঁশী ঐ বাজে বিপিনে।
শুনে মন হ'ল চঞ্চল, কে যাবি বল্ বল্,
যে যাবি চল্ চল্, শ্যামদরশনে॥
—(সখি রে ! আর যে ঘরে রইতে নারি)—
—(বাঁশী ঘরে রইতে দিলে না রে)—
তোরা পাতিয়ে শ্রবণ, কর্‌গো শ্রবণ,
কোন্ বনে বাঁশী বাজায় কালাচাঁদ ;
চল যাইয়ে সে বনে, বঁধুর সেবনে,
ঘুচাই বহুদিনের মনের বিষাদ।
ধনু হ'তে বাণ ছুটে গো যখন,
যতনে কি রাখা যায়গো তখন,
শুনে মত্ত চিত্ত-করী, [১] উঠ্‌লো নৃত্য করি,

১। চিত্তরূপ করী (হাতী)

কি করি সে করী করি গো বারণে ॥ [১]

অন্তঃসার শূন্য, হ'য়েও হ'ল ধন্য,

কি পুণ্য করিয়েছিল সে বংশী ;

সে যে অসার বংশের বংশী, মরি কি সুবংশী,

সারাৎসার কৃষ্ণ-প্রেমের হ'ল অংশী।

আমা সবার ধন কৃষ্ণাধরামৃত,

পান করে করে বসিয়ে সতত, [২]

সে এক পর্ব্ব বাঁশে, এতই গর্ব্ব বাসে,

নারীর সর্ব্ব নাশে, করিয়ে যতনে ॥[৩]

সখীগণ। (সুরে) কমলিনি! থাক্ থাক্ থাক্, ধৈর্য্য ধ'রে থাক।

রাখ্ রাখ্ রাখ্, মোদের কথা রাখ্।

ঢাক্ ঢাক্ ঢাক্ করে শ্রবণ ঢাক্।

বলি আর বাঁশী শুনিস্‌নে,

বাঁশী কি জানে কি জানে?

কেবল অবলা বধিতে জানে!

১। এখন কি করিয়ে সেই হাতীকে বারণ করি।

২। "পিবই অধর সুধা"—চণ্ডীদাস।

৩। সে বাঁশের একটা মাত্র পর্ব্বে (একটা গেরো হইতে আর একটা গেরো পর্য্যন্ত) তৈরী হ'য়ে এত বড় গর্ব্ব পোষণ করে যে সে নারীর গর্ব্ব নষ্ট করিবার স্পর্দ্ধা করে।

[রাগিণী মল্লার, তাল খয়রা]

অমন্ ক’রে যা’স্‌নে যা’স্‌নে গো ধনি যা’সনে।
তারে বারে বারে বারণ করি গো কিশোরি,
ও রাই মোদের কথা আর পায় ঠেলিস্‌নে।
ও তুই ত্যজিয়ে সঙ্গিনী, যেয়ে একাকিনী,
গহন বনে ধনি, প্রাণ হারাস্‌নে॥

(তেতালা)

বহুদিন আছে আশা যে, এলে ব্রজে রসরাজে॥
সাজা’ব রাই বিনোদ সাজে, যে অঙ্গ যে সাজে সাজে।
যেমন বঁধুর গরবে, রাই তোর গরব,
তোর গরবে তেম্‌নি আমাদের গরব, [১]
এখন শুনে বাঁশীর রব, ত্যজিয়ে গরব,
আমা সবার সে গরব ঘুচাস্‌নে॥

[রাগিণী ঝংলাট ভাটিয়াল, তাল লোফা]

রাধিকা। অতি তুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ, সে পাইল পদ উচ্চ,
দেখে মূর্চ্ছা হ’ল সহচরি।

১। বঁধুর গৌরবে যেরূপ তুই গৌরবান্বিত আমরাও তেমনই তোর গৌরবে গর্ব্বশীলা। তুই যদি বাঁশীর রব শুনে নিজের গৌরব নষ্ট করবি, তবে আমাদের গৌরবও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, সুতরাং তাহা করিস্ না।

— (এখন কৈলে বা কি হবে)—
একখানা বাঁশের আগালে, নিদাগ কুলে দাগ লাগালে,[১]
কলঙ্ক জাগালে জগৎ ভরি ॥
—(তা কি জানিস্ নে জানিস্ নে)—
হেরিয়ে চন্দনের ফোঁটা, না গণিলেন কুলের খোঁটা,
তিলাঞ্জলী দিলেম লোকলাজে। [২]
—(এই ব্রজের মাঝে গো)—
এনা ফোঁটা কে না পরে, কারে এত শোভা করে,
কপালগুণে যা পরে তাই সাজে ॥[৩]
—(ফোঁটা কে না পরে গো)—
উভ খোঁপা বেঁধে চুলে, সাজায়ে বকুল ফুলে,
কারে কুলে রেখেছে গোকুলে।
—(গরব কার বা আছে গো)—
—(ব্রজে কুলের গরব)—
দুটো কদম ফুল কাণে দিয়ে, দাঁড়িয়েছিল বাঁকা হ'য়ে
তা' দেখিয়ে অম্‌নি গেলেম ভুলে ॥
—(সে কি মোহিনী জানে গো—নারী ভুলাইতে)

১। একটা বাঁশের আগালে (ডগায়, অংশে) তৈরী যে বাঁশী তদ্দ্বারা নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিলে।

২। তাঁর কপালের চন্দনের ফোঁটা দেখিয়া লোকলাজে তিলাঞ্জলী দিলাম, (লোকলজ্জা একবারে ত্যাগ করিলাম)।

৩। এমনই সৌভাগ্য ইঁহার, ইনি যা পরেন, তাতেই একে সুন্দর দেখায়।

—(নৈলে নারী কি ভোলে গো—তুটো কদম ফুলে)—

একটা বনফুলের মালায়, মজা'লে সব কুলবালায়,

সেই মালা জপমালা হ'ল।

—(মালা কে না পরে গো)—

এই সব সাধারণে,[1] হয়েছে গো মনপ্রাণে,

আর কি এখন মানা মানে সই লো ?

—(আগে ভুলেছি ভুলেছি রাখালের প্রেমে)—

—(আমি চল্লেম চল্লেম তোরা যাস্ না যাস্)—

(পাগলিনীপ্রায় গমন)

[রাগিণী মল্লার মিশ্রিত, তাল খয়রা]

সখীগণ। ধনী বে'র হ'ল গো,

গজরাজগতি-গঞ্জি-গমনে, গোকুলচন্দ্রে ভেটিতে।

—(নিষেধ না মানিয়ে, এলো-থেলো পাগলিনীর বেশে)—

শ্যামজয়ধ্বনি দিয়ে যায় ধনী,

যেন সুরধুনী সিন্ধু মিলিতে ॥

ধ্বনি শুনি ধনীর নাহি বাহ্যাবেশ,

বঁধুর অনুরাগে, পাগলিনী বেশ,

এলায়ে প'ড়েছে সুশোভিত কেশ,

হেলে ঢুলে পড়ে চলিতে।

১। সাধারণে=সামান্য ।সমান্য দ্রব্যে।

বাণে বেঁধা যেন হরিণীর প্রায়,
চকিত নয়নে, ইতি উতি চায়,
মন্থরগতি, চঞ্চলমতি,
ওগো শ্রীমতীর এমতি [১] নারি নিবারিতে ॥১॥
কনকলতিকা কমলিনী কায়,
কনকের গিরি কুচযুগ তায়,
আহা মরি মরি কিবা শোভা পায়,
অপরূপ হের ললিতে।
তদুপরি মুখ প্রফুল্ল কমল,
নয়ন নাটুয়া খঞ্জন যুগল,
দেখিয়ে দুর্ল্লভে,[২] সে প্রাণবল্লভে,
আজ কি সম্পদ লোভে না পারি বলিতে ॥২॥
অতুল রাতুল চরণ কিরণে,
লজ্জিত তরুণ অরুণ কিরণে,
সুমধুর রণে [৩] কিরণে কিরণে,
রতন মুঞ্জরী ছলেতে।
দেখগো সঙ্গতি, সৈন্য চতুরঙ্গ,
মনোরথ-রথে, মানস-তুরঙ্গ,

১। এমতি=এইরূপ ইচ্ছা।

২। দুর্ল্লভ প্রাণবল্লভকে দেখিয়া নৃত্যকারী খঞ্জন যুগলের ন্যায় নেত্রদ্বয় যে কি সম্পদ প্রাপ্তির আশা করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না।

৩। সুমধুর রণে=সুমধুর রন্ রন্ শব্দ করিতেছে।

আনন্দ-পদাতি, গর্ব্ব-মত্তহাতী,
যেন রণে রতিপতি জয় করিতে ॥৩॥
রাধা সুরধুনী, শ্যাম সিন্ধুসম,
হইলে নাগরী-নাগর-সঙ্গম,
মনোরমা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম,
হইবে যে আজ বনেতে।
মোরা যেয়ে সেই কামনা-সাগরে,
ডুবাইল মনে যে কামনা ক'রে,
সে কামনা মোদের পূরিবে সত্বরে,
হেন জ্ঞান যেন হ'তেছে মনেতে ॥ ৪ ॥

(রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীগণের প্রস্থান).

সঙ্কেতকানন।

শ্রীকৃষ্ণ।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ-সম্মুখে রাধিকার মৌনাবস্থিতি।

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল খয়রা]

সখীগণ। কেন ওখানে দাঁড়া'য়ে র'লি রাই,
কেন ওখানে দাঁড়া'য়ে র'লি রাই।
আয় আয় বঁধুর নিকটে যাই ॥

একবার শ্যামচাঁদের সনে, ব'স্ একাসনে,
মোরা যুগলদরশনে নয়ন জুড়াই ॥
—(বহুদিনের পরে—গরব ক'রে গো)—
শুনিয়ে মুরলীধ্বনি, তিলার্দ্ধ না র'লি ধনি,
অমনি বের'লি ধনি, হ'য়ে উন্মাদিনী ;
এলি ধনি সবার আগে, যে শ্যামের অনুরাগে,
এখন আবার কি বিরাগে, এমন হ'লি বিনোদিনি।
হেঁ গো ধনি ধনি ধনি চাঁদ-বদনি,
কোটী চাঁদ চাঁদ ধনি কিসে বা গণি ? [১]
—(চাঁদবদনের কাছে)—
তুই যে মোদের চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের খনি,
আর আয় চাঁদে চাঁদ মিলাই এখনি।
একবার শ্যামের বামে বসি,
শশিমুখে কথা কও গো হাঁসি,
মোরা দেখে শুনে মনের বাসনা পূরাই ॥

[রাগিণী মনোহরসাই রায়নাটি মিশ্রিত, তাল লোফা]

রাধিকা। তোরা ত বলিস্ গো আমায় যেতে, শঠের নিকটে।
মন যে আমার প'ড়েছে সই, উভয় সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণ নাম শুনিব।
আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হ'য়ে র'ব ॥

১। তোর মুখের কাছে কোটি চাঁদ কিসে গণ্য করি ?

—(ও নাম শু'ন্‌বো না, শুনবো না,—নিলাজ বঁধুর নাম)—

এক নয়ন বলে আমি কৃষ্ণ রূপ দেখিব।

আর এক নয়ন বলে আমি মুদিত হ'য়ে র'ব ॥

—(ও রূপ দেখ্‌বো না, দেখ্‌ব না,—কালীয় কুটিলের রূপ)—

এক করে সাধ করে ধরি কৃষ্ণ-করে।

আর এক করে, করে করে, নিষেধ করে তারে ॥

—(ও কর ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,—কালীয় কুটিলের অঙ্গ)—

এক পদে কৃষ্ণপদে, যাইবারে চায়।

আর এক পদে, পদে পদে, বারণ করে তায় ॥

—(ও পদ যেও না, যেও না,—নিঠুর বঁধুর কাছে)—

ললিতা। বিশাখে! আমাদের রাইয়ের অৰ্দ্ধমান উপস্থিত হ'য়েছে। চল, সবাই মিলে রাই রঙ্গিনীকে ত্রিভঙ্গের বামে বসাই।

(মিলনানন্তর রত্নবেদী হইতে হঠাৎ রাধিকার উত্থান ও অধোমুখে স্থিতি)

ললিতা। বিশাখে! দেখ্, দেখ্, আমাদের শ্রীরাধিকার আবার এক চমৎকার মান উপস্থিত হ'ল।

বিশাখা। আহা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিধুমুখীর বিধুমুখখানি অরুণিম হ'য়ে উঠ্‌লো।

ললিতা। আপনার প্রতিবিম্ব শ্যামাঙ্গে দেখিল,
আলিঙ্গিতা অন্য কান্তা জেনে ভ্রান্তি হ'ল। [১]
ত্রিসিদ্ধ কারণাভাবে উপজিল মান,
অতএব বলি এই অহেতুক মান।

রাধিকা। সখিগণ! শঠের কার্য্য দেখেছিস্!

ললিতা। ওগো! আমরা ত কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।

রাধিকা। আয় আয় ঐ দেখ্ দেখ্।

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল খয়রা]

ওমা! ওকি ওকি দেখি, লুকি লুকি সখি,
উঁকি ঝুকি মারে কে গো রমণী?
—(শ্যাম চাঁদের অঙ্গে—কেগো)—
তার রূপের ছটায়, লাবণ্য-ঘটায়,
চমকিত চিত হইল অমনি॥
ও নব কামিনী কার কামিনী,
সৌদামিনী-দর্পদমনী,
দিবস-যামিনী তদনুগামিনী,
হ'য়ে ভাল ভাল র'য়েছে গো ধনী॥[২]

১। মানের অধ্যায়ে এই ভাবের অহেতুক মানের অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে। শ্যামের অঙ্গে প্রতিবিম্বিত রাধার মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা মনে করিতেছেন অন্য কোন স্ত্রীলোক কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন।

২। দিবারাত্রি উহার অনুগামিনী হইয়া বিদ্যুৎ-লজ্জাদায়িনী ওই কার রমণী শ্যামাঙ্গে মিলিত হইয়া রয়েছে?

বশীকারে রসিকারে করি যশ, [১]
অবশ্য ক'রেছে অবশ্যকে বশ, [২]
আমা সবা হ'তে ভালই জানে রস
তা নইলে কি পেলে অচ্যুত-পরশ ?
কোটীশশী-জিনি রূপেতে রূপসী,
বুঝি কালশশীর অধিক প্রেয়সী,
দেখ অঙ্গে পশি মিশি আছে দিবানিশি,
হেরে কাজে লাজে মরি গো সজনি ॥
ও নারীকে করি শত পুরস্কার,
কিন্তু বাঁকা শ্যামের প্রেমে নমস্কার,
এত দিন পরে হ'য়ে আবিষ্কার।
করে সবাকার এত তিরস্কার,
তোরা ত সকলি, সুচতুরা আলি,
বুঝ্‌তে কি নারিলি, শঠের চাতুরালী,
দেখ্ নাগরালি, ল'য়ে রূপের ডালি
দেখাতে এসেছে, দেখ্‌বার ছলে ধনি ॥ [৩]

১। বশীকরণ ব্যাপারে ঐ রসিকাকে অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়।

২। কারণ যিনি অ-বশ্য (কারু বশ হন না) অবশ্যই তাকে বশ করেছে।

৩। আমাকে দেখ্‌বার ছলে নিজের নাগরালী (বাহাদুরী) দেখাতে এসেছে।

[রাগ ঐ তাল ঐ]

কুঞ্জের বাহির ক'রে দে গো সখীগণ!
তোরা, কপটের শিরোমণিকে এখন,
ও যে পরের বঁধু তারে নাই প্রয়োজন ॥
ছিছি লাজে যে ম'লেম ম'লেম ম'লেম,
তবু হে'র্‌বো না লম্পটের বদন।
আমি যথা ইচ্ছা তথা যাই, বাঁচি কিম্বা প্রাণ হারাই,
ম'লে দেখ্‌বে না সে রাধার বদন ॥
আমার শ্যাম ব'লে বৃথা কাঁদা গো;
যার জন্যে যে কাঁদে, সে যদি না কাঁদে,
সে কাঁদা যেমন অরণ্যে কাঁদা গো।
সখি, পরের তরে পরে, কেঁদে ম'লে পরে,
পরের মন কখন, যায় না বাঁধা গো;
সখি, যদি যায় বাঁধা, সে যে মিছে বাঁধা,
যেমন ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা গো ॥

[রাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত, তাল লোফা]

ললিতা। তোরে কোন্ মানিনী শিখায়েছে গো,
এমন দারুণ অভিমান।
তুই কোন্ পরাণে, মিছে মানে,
কল্লি শ্যামের অপমান ॥
—(গরব ভালই যে নয়—যার গরবে গরবিনী,
—তার গরব ভালই যে নয়)—

জগতে যাহারে মানে,[১] তার অপমান ক'ল্লি মানে,
মোরা বিদায় হ'লেম মানে মানে, থাক্ মেনে তুইল'য়ে মান ॥

(তাল খয়রা)

শ্যামাঙ্গে নিজাঙ্গ-প্রতিবিম্ব দেখি,
কেন গো বিমুখী হ'লি বিধুমুখি,
বঁধুর বিধুমুখ, নিরখি গো সখি,
দয়া কি হ'ল না, ওগো পাষাণবুকি !

(তাল লোফা)

মান বাড়ালি মানে মানে, তার অপমান ক'ল্লি মানে,
এমন দেখি নাই গো ত্রিভুবনে, তোর সমান কঠিন প্রাণ ॥
রাধে ! এ অন্য কান্তা নয় তোরই প্রতিবিম্ব।

রাধিকা। ললিতে ! তবে ত কাজ ভাল করিনি !

ললিতা। (কৃষ্ণের প্রতি) রাধানাথ ! তুমি কি সকলি ভুলেছ ?
জাননা যে রাই আমাদের গরবিনী ?[২]

১। জগৎ যাঁহাকে মান্য করে।

২। ইহার পর নিত্যগোপাল গোস্বামীর সংস্করণে আছে :—

"তুমি কি জান না, তোমার রাধা স্বভাবতই মানিনী ?

কৃষ্ণ—(রাধিকার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ বাম পার্শ্বে বসাইয়া), মানিনি ! আমি জানি, তোমার এ মধুর মান তোমার অতুলনীয় অতল প্রেমামৃত রস-সাগরের মান-রজ্জু ! তুমি আমাকে সেই মান-রজ্জুতে বন্ধন করে সেই প্রেমরূপ অমিয়-রসে নামায়ে দিয়ে সময়ে সময়ে হাবুডুবু

কৃষ্ণ। (রাধিকার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ বাম পার্শ্বে বসাইয়া চিবুক স্পর্শ করতঃ) মানিনি! তোমার কি কিছু মনে নাই? আমি যে তোমার প্রেমে ঋণী, তা কি ভুলে গেছ রাই?

[রাগিণী ঝিঁঝিট মিশ্রিত, তাল খয়রা]

ইয়াদিকিদ্দ গুণসমুদ্র শতসাধু শ্রীরাধা।
সদুদারস্য চরিত তস্য পূরাও মন সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জপত্রমিদং লিখিলাম সুকুমারি॥
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য, বাঞ্ছা তিন করিয়ে।
সুদ সহিত শোধ করিব সব কলিযুগ ভরিয়ে॥
এই করারে রাই, তোমারে, খত দিয়েছি লিখি।
চন্দ্রাদি মঞ্জরী সখী সকলি র'য়েছে সাক্ষী॥
প্রেমে বাঁধা আছি রাই, তব প্রেমঋণে।
যে দিন কাল অঙ্গ গৌর হবে, খালাস সেই দিনে॥
যে দিন নবদ্বীপে অবতরি, নাম ধরিব গৌরহরি॥
যে দিন হ'য়ে দীন হীন, তব প্রেমাধীন,
ডোর কৌপীন আমি প'রব।

খাওয়াও। আমি যে তোমার অসীম প্রেমামৃতের ইয়ত্তা না করতে পেরে একদিন হারমেনে খৎ লিখে দিয়েছিলাম, সে কথা কি তোমার মনে নাই? আমি চিরদিনের জন্য তোমার প্রেমঋণে বাঁধা আছি।

প্রেমে হরি হরি ব'লে, ভাস্‌বো নয়ন জলে,
ঘরে ঘরে ভিক্ষা ক'র্‌ব।
যেমন তুমি কাঁদ্‌লে ঘরে ব'সে,
তেম্‌নি আমি কাঁদ্‌বো দেশে দেশে ॥

[রাগিণী ভঁয়রো ললিত মিশ্রিত, তাল কাওয়ালি]

সখীগণ। দেখ্ দেখ্ সহচরি ! আমাদের কিশোরী,
শ্যামগুণধামের বামে কিবা সেজেছে।
রূপে কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন,
আর কি এমন জগতে আছে ?—(নয়ন জুড়াইতে)—
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়া'ল ত্রিভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মিলেছে ;
উভয়েতে হেরে উভয়েরি আস্যে,
সুহাস্য প্রকাশ্য উভয়েরি আস্যে,
দেখ না কি শোভা ক'রেছে ;
কিবা মৃদু মধুর ভাষে, বঁধুরে সম্ভাষে,
আভাসে আমাদের মন হ'রেছে ॥ ১ ॥
শ্রীঅঙ্গের সহ শ্রীঅঙ্গ-মিলন,
মন সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি কি মিলন হ'য়েছে ;
ত্য'জে পক্ষপাত, করে অক্ষপাত, [১]
কটাক্ষে কি লক্ষ ক'রেছে ;

১। পক্ষপাত = পলক পতন। অক্ষপাত = দৃষ্টিপাত। পলক পতন না করিয়া দৃষ্টিপাত কর্‌ছে।

যেন তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকরে,
সুধা পান ক'রে ম'জে র'য়েছে ॥ ২ ॥
নব কাদম্বিনী সহ সৌদামিনী,
কনক-জড়িত মরকত মণি,
সবে এ রূপের উপমা দিয়েছে ;
নব-ঘন-ঘটার কি লাবণ্য-শোভা ?
সৌদামিনী সেও হয় ক্ষণপ্রভা,
কিরূপে এ রূপে মিলেছে ?
দেখ, হেম মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা' কি গণি, ধনি, এ রূপের কাছে ॥ ৩ ॥
মরি কিবা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,
রাধারূপ তাহে মাধুর্য্যের ধুর্য্য, [১]
হেরে মন অধৈর্য্য হ'য়েছে ;
কোটী নেত্র যদি দিত জড় বিধি,
দেখিতেম এ রূপ ব'সে নিরবধি ;
বিধি তায় অবিধি ক'রেছে ;
যদি দিলে দুনয়ন, তাহে ক্ষণ ক্ষণ,
পলক-পতন ঘটায়ে রেখেছে ॥ [২]

১। ধুর্য্য = আশ্রয় স্থল। "যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাহা বাড়ায় মাধুর্য্য।" চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ।

২। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য, ২১ পরিচ্ছেদে প্রায় অবিকল এই সকল ছত্র আছে।

[রাগিণী জংলাট, তাল খয়রা]

কৃষ্ণ। আজ কেন অঙ্গ গৌর হ'লরে ভাবি তাই,
এখন ত আমার গৌর হ'বার সময় হয় নাই।
পিতা নন্দ হয় নাই মিশ্র পুরন্দর, [১]
মা যশোদা হয় নাই শচীকলেবর,
নবদ্বীপ নাম, নিরুপম ধাম,
সুরধুনীর তীরে হ'ল না গোচর।
ব্রহ্মা ত হ'ল না ব্রহ্মহরিদাস,
নারদ ত এখনও হয় নাই শ্রীবাস,
ব্রজলীলার হয় নাই অবকাশ,
তবে কি ভাবে এ ভাব দেখিবার পাই॥
তাহ'লে ললিতা হইত স্বরূপ,
বিশাখা হইত রামানন্দরূপ,
সখা সখী সবে, হরষিত ভাবে,
হ'ত সবে তবে, মহন্ত স্বরূপ॥
আর এক মনে হ'ল যে সন্দেহ
রাধার আমার কেন র'ল ভিন্ন দেহ,
এক দেহ হয় নাই রাধা সহ,
আমি তা বিনে গৌর কভু হব নাই॥

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! আমি তোমার সকল ভাব জানি, কিন্তু তুমি আমার কিছুই জান না।

১। জগন্নাথ মিশ্রের উপাধি ছিল—'পুরন্দর'।

কৃষ্ণ। কেন, প্রিয়ে, বিষাদিনী হ'য়ে এরূপ প্রশ্ন ক'ল্লে ?
ভাবময়ি ! আমিও তোমার সকল ভাব জানি।

রাধিকা। প্রাণনাথ ! বল্‌ব কি, এক চমৎকার স্বপ্ন দেখে প্রাণ
বড়ই অধৈর্য্য হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। বিনোদিনি ! স্বপ্নে কি দেখেছ বল দেখি।

[রাগিণী রামকেলী, তাল তেতালা ঠেকা]

রাধিকা। ও হে বঁধু, কও দেখি সে নাগর কে ?
স্বপনে আজ দেখেছি যাকে,
সে তুমি, না কি আমি, বঁধু, নিশ্চয় বল আমাকে।
তোমার মত অঙ্গের গড়ন, আমার মত গৌরবরণ,
সে যে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ হরিনাম, বিলা'তেছে যাকে তাকে ॥
চতুর্ভুজ আদি যত, কাননে দেখেছি কত,
আমার সে সব রূপে মন গেলনা, ভুল্লেম কেন গৌর দেখে ?

[তাল খয়রা]

অতুলনা রূপের কি দিব তুলনা,
জগতে মিলে না যাহার তুলনা,
ত্রিভুবনে চেয়ে, দেখ্‌লেম চিন্তিয়ে,
বঁধু সেই ত তাহার রূপের তুলনা !
মনে চাঁদের তুলনা যখন দিতে চায়,
অম্‌নি নয়ন—(সুবিবেচক নয়ন)—
গোরাচাঁদ পানে চায়, চাঁদ পানে চায়,

দেখে চাঁদে যে কলঙ্ক আছে,
অম্‌নি নয়ন বলে—
ছি ছি ! চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে !
ছি ছি ! চাঁদের তুলনা, তুল' না তুল' না ;
সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে, পাসরিতে নারি তাকে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! স্বপনে যে রূপ দেখেছ সেও আমি।

রাধিকা। প্রাণরমণ ! তোমার ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর রূপ গোপন ক'রে গৌর হবার কারণ কি ?

কৃষ্ণ। দর্পণাদ্যে হেরি প্রিয়ে, আপন মাধুরী,
আস্বাদিতে বাঞ্ছা করি, আস্বাদিতে নারি।
তোমার স্বরূপ বিনে নহে আস্বাদন.
এই হেতু হ'তে হবে গৌর বরণ। [১]

রাধিকা। প্রাণকান্ত ! তোমার সেই অপরূপ নব রূপ আমাকে একবার দেখাও।

কৃষ্ণ। লীলাময়ি ! তুমি কি নিতান্তই সেই রূপ দেখ্‌বে ?
তবে আমার কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে দৃষ্টিপাত কর।

রাধিকা। আহা ! মরি মরি ! প্রাণারাম ! কি আশ্চর্য্য রূপ আমায় দেখা'লে ! এমন জগন্মোহন দয়াল রূপ ত কখনও দেখি নাই।

১। কৃষ্ণ নিজের মাধুরী নিজে আস্বাদন করিবার জন্য রাধার বর্ণ ধারণ করিয়া রাধাভাব স্বীকার পূর্ব্বক গৌর হইয়াছিলেন, এইটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংস্কার।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

নবদ্বীপ।

পথ।

(ভক্তগণের প্রবেশ)

[রাগিণী রামকেলী, তাল কাওয়ালি]

ভক্তগণ। ধন্য ধন্য চৈতন্য অবতারে,
অগণ্য অবতারে, অনন্যভাবে তারে, [১]
কোন্ অন্য অবতারে, যারে তারে তারে তারে ॥
অকূল ভব-পাথারে, প'ড়ে যে ভুলে সাঁতারে,
হেলায় ডাকিলে তারে, সে তারে তারে !
যে ভাবে যে ভাবে তারে, সে ভাবে সে ভাবে তারে,
কেহ যারে নাহি তারে, তাহারে তারে তারে তারে ॥

১। অগণ্য অবতারে অনন্যভাবে (একমাত্র ভাবে) ত্রাণ করেছেন। আর কোন্ অবতারে যারে তারে ত্রাণ করেছেন ? এই অকূল ভবসমুদ্রে ভুলে পতিত হইয়া সন্তরণপূর্ব্বক অবহেলায়ও যে ডাকিয়াছে, সে (চৈতন্য) তাহাকে তারিয়েছে। যে ভাবে যে তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছে, তিনিও তাঁহাকে সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। কেউ যাহাকে ত্রাণ করে নাই, তিনি তাকে ত্রাণ করিয়াছেন।